# ভোরবাংলা

জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা

১৫ই আগস্ট ২০২৩

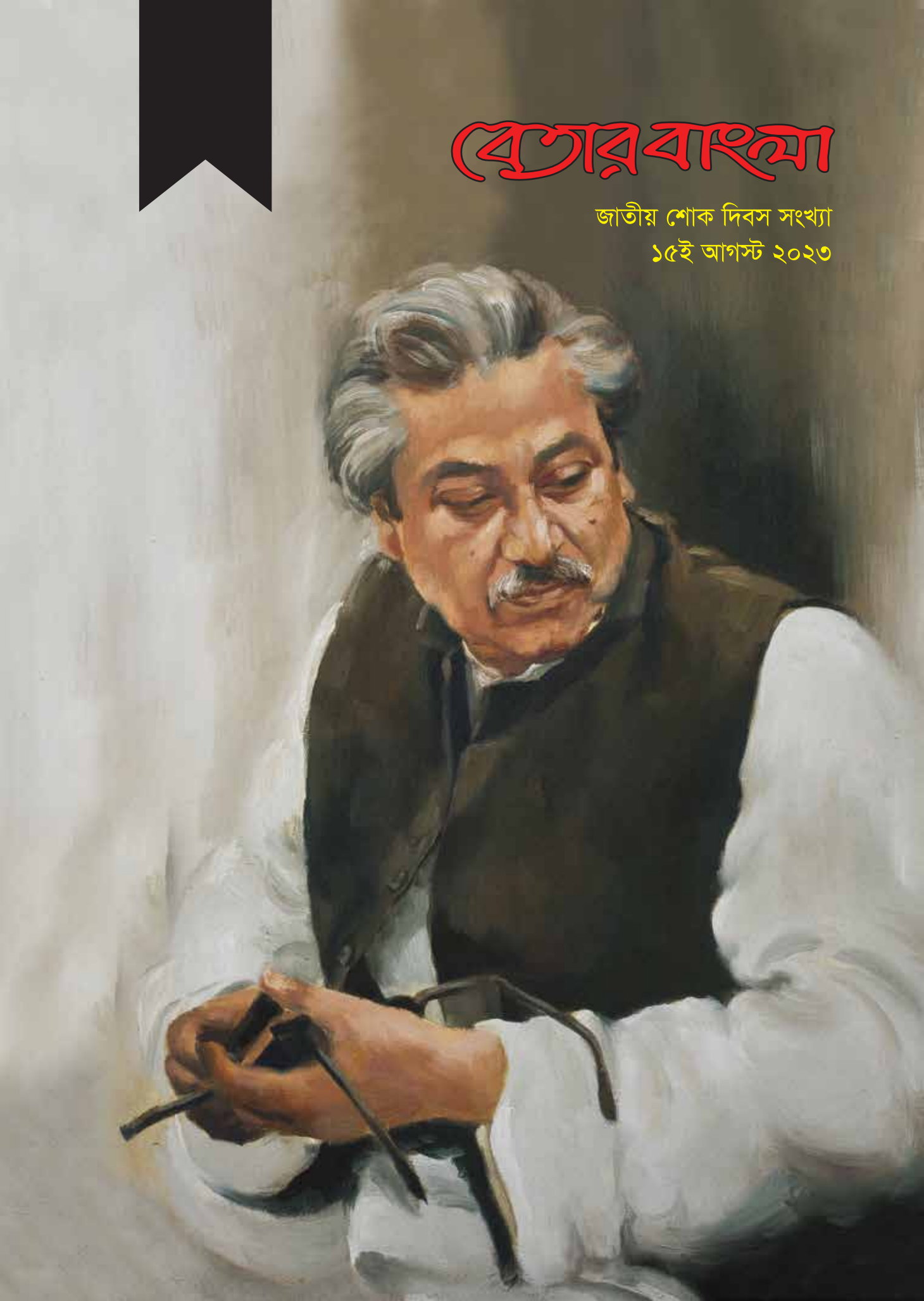

২৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ধানমন্ডি ৩২ এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

২৬ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

# বেতারবাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

জাতীয় শোক দিবস সংখ্যা • ১৫ আগস্ট ২০২৩

**আঞ্চলিক পরিচালক**
মর্জিনা বেগম

**সম্পাদক**
মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান

**বিজনেস ম্যানেজার**
মোঃ শরিফুর রহমান

**সহ সম্পাদক**
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

**প্রচ্ছদ**
কিরিটি রঞ্জন বিশ্বাস

**আলোকচিত্র**
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

**মুদ্রণ সংশোধক**
মো: হাসান সরদার

**প্রকাশক**
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

**বেতার প্রকাশনা দপ্তর**
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন:০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

**নামলিপি**
কাইয়ুম চৌধুরী

**মূল্য**
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাকমাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

**প্রোডাকশন**
দশদিশা প্রিন্টার্স


# সম্পাদকীয়

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে,
সিড়ি ভেঙে রক্ত নেমে গেছে
স্বপ্নের স্বদেশ ব্যেপে
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা বয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।
- রফিক আজাদ

বাঙালি বার বার স্তব্ধ হয়, শিউরে ওঠে স্বজন হারানোর বেদনায়, আগস্ট এলেই। বেদনাবিধুর কলঙ্কের কালিমায় কলুষিত বিভীষিকাময় এক দিন ১৫ই আগস্ট। শ্রাবণের আঁধারে ঘাতকের বুলেটে শহিদ হন স্বাধীনতার স্থপতি, অবিসংবাদিত নায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শহিদ হন আমাদের বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ছোট্ট শিশু রাসেলসহ পরিবারের সদস্যরা। ঘাতকের বুলেট শুধু বঙ্গবন্ধু-কেই বিদ্ধ করেনি, বিদ্ধ করেছিল বাঙালির আশা-আকাঙ্খাকে, বিদ্ধ করেছিল সত্য সুন্দর আর সমৃদ্ধির আবাহনকে। এ হত্যাকাণ্ড আমাদের যেমন শোকে মুহ্যমান করে, তেমনি অসম্ভব লজ্জা আর অনুতাপে অবনত হয় পুরো জাতি।

একটি পরাধীন জাতিকে সুসংগঠিত করে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করা এবং সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণ বন্দরে পৌঁছানোর মতো সুকঠিন কাজটি আমাদের জাতির পিতা করেছিলেন নিপুন দক্ষতায়। তাঁর বজ্রকণ্ঠের উদাত্ত আহবানে জেগে উঠেছিল সমগ্র জাতি, তিরিশ লক্ষ বাঙালির রক্তসাগর পেরিয়ে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন মুক্তির প্রতীক। পৃথিবীর খুব কম রাজনৈতিক নেতাই তাঁর মতো এমন একচ্ছত্র ও ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন। সমগ্র বাঙালি জাতিকে তিনি ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন চরম নির্ভাবনায়। তাঁর এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের সহায়ক এদেশের সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের পৈশাচিকতার শিকার হন আমাদের জাতির পিতা।

একটি স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার স্থপতিকে সপরিবারে হত্যা করা সত্ত্বেও হত্যাকারীদের বিচার থেকে রেহাই দিয়ে জারি করা হয় কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে বছরের পর বছর ধরে নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ রুদ্ধ থাকা ছিল গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপন্থী। অনেক দেরিতে হলেও মানবতাবিরোধী-সে অধ্যাদেশ বাতিল হয়েছে, সম্পন্ন করা গেছে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হত্যার বিচার। অবশেষে ফিরেছে আইনের শাসন; কিছুটা হলেও কলঙ্কমুক্ত হতে পেরেছে বাঙালি জাতি।

বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবনে একটিই ব্রত ছিল- বাংলা ও বাঙালির মুক্তি। দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতনের পাশাপাশি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখিও হয়েছেন বহুবার, কিন্তু নিজের আদর্শ থেকে মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি তিনি। আমৃত্যু একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার যথাযথ রূপায়নই হবে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সর্বোত্তম উপায়। আর এ লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও সুদুরপ্রসারী নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার অগ্রযাত্রায় যেভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে, সে গতিকে অব্যাহত রেখে জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলবই, কোন বাধা, কোন ষড়যন্ত্রই পারবে না আমাদের এই দুরন্ত অভিযাত্রায় বাধা হতে- এই হোক আমাদের আজকের শপথ।

# সূচিপত্র



## প্রবন্ধ-নিবন্ধ

শেখ মুজিব আমার পিতা
শেখ হাসিনা ৩

'৭২ এর সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন
শাহরিয়ার কবির ৪

বঙ্গবন্ধু বিষয়ক সাহিত্যধারা
রফিকুর রশীদ ১০

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে পর্দার অন্তরালের তৃতীয় পক্ষ
নূহ-উল-আলম লেনিন ১৪

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ২২

শেখ মুজিবুর রহমান: জাতির পিতা পরিচয়ের আড়ালে অনন্য এক লেখকসত্তা
আরফান হাবিব ২৬

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতিভাষ্যে বঙ্গবন্ধু
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান ৩০


## গল্প


জেলের দিনের সুবাস
সেলিনা হোসেন ১৮


## অ্যালবাম


স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু ৫১


## তরুপল্লব


পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট: শিশুহত্যার সেই ইতিহাস
মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ ৬৫

বঙ্গবন্ধু
বিজন বেপারী ৬৬

রাসেল সোনা
রাসু বড়ুয়া ৬৬


## বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৩৬


## কবিতা


সেই রাত্রির কল্পকাহিনী
নির্মলেন্দু গুণ ৮

ঘাতক জানে না
মুহম্মদ নূরুল হুদা ৯

শোকের চিহ্নগুলি তোমার
অসীম সাহা ১৩

ওরা
আসলাম সানী ১৭

সাত মার্চের তর্জনী
শিহাব শাহরিয়ার ১৭

বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি
সোহরাব পাশা ২১

কিংবদন্তি রাজা
অঞ্জনা সাহা ২১

আগস্ট এলে
গোলাম নবী পান্না ২১

হে মরমী জনক
জহীর হায়দার ২৫

বঙ্গবন্ধু: বাংলার বন্ধু মুক্তির অঙ্কিতা
এস এম তিতুমীর ২৫

তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে
পুলক রঞ্জন ২৯

বঙ্গবন্ধু তুমি স্বাধীনতা
মিয়া সালাহউদ্দিন ৩৪

সে রাতে আকাশে ছিল কালো মেঘ
দেলওয়ার বিন রশিদ ৩৪

শেখ মুজিব-এক অসামান্য কবিতা
আবুল কালাম আজাদ ৩৫

মুজিব মহাশক্তি
মাসুদা তোফা ৩৫

দুরন্ত সাহসী একজন
রীনা তালুকদার ৩৫


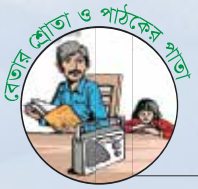



৬৭

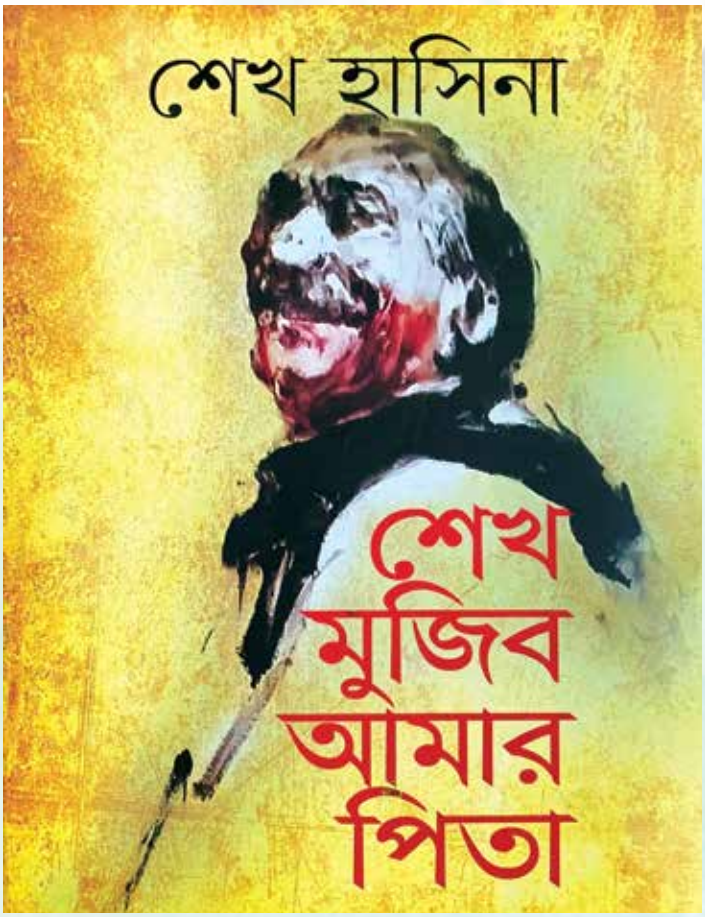


**মসজিদ** থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসছে প্রতিটি মুসলমানকে আহ্বান জানাচ্ছে-

সে আহ্বান উপেক্ষা করে ঘাতকের দল এগিয়ে এলো ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটাবার জন্য।

গর্জে উঠল ওদের হাতের অস্ত্র। ঘাতকের দল হত্যা করল স্বাধীনতার প্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই নরপিশাচরা হত্যা করল আমার মাতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে, হত্যা করল মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রনেতা শেখ কামালকে, শেখ জামালকে, তাদের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। যাদের হাতের মেহেদির রং বুকের তাজা রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেল। খুনিরা হত্যা করল বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভ্রাতা শেখ আবু নাসেরকে। সামরিক বাহিনীর কর্নেল জামিলকে যিনি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা দানের জন্য ছুটে এসেছিলেন। হত্যা করল কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মকর্তাদের। আর সব শেষে হত্যা করল শেখ রাসেলকে যার বয়স মাত্র দশ বছর। বার বার রাসেল কাঁদছিল 'মায়ের কাছে যাব বলে'। তাকে বাবা ও ভাইয়ের লাশের পাশ কাটিয়ে মায়ের লাশের পাশে এনে নির্মমভাবে হত্যা করল। ওদের ভাষায় রাসেলকে Mercy Murder (দয়া করে হত্যা) করেছে। ঐ ঘৃণ্য খুনিরা যে এখানেই হত্যাকাণ্ড শেষ করেছে তা নয় একই সাথে একই সময়ে হত্যা করেছে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনিকে ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনিকে। হত্যা করেছে কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে, তার তেরো বছরের কন্যা বেবীকে। রাসেলের খেলার সাথী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ১০ বছরের আরিফকে। জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর জ্যেষ্ঠ সন্তান চার বছরের সুকান্তকে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাংবাদিক শহিদ সেরনিয়াবাত ও নান্টুসহ পরিচারিকা ও আশ্রিতজনকে। আবারও একবার বাংলার মাটিতে রচিত হল বেঈমানির ইতিহাস।

... ... ...

যে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর শোষণের লীলাক্ষেত্র, জানোয়ারের মুখ থেকে শিকার কেড়ে নিলে যেমন সে হিংস্র হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি হিংস্র হয়ে উঠল পরাজিত শত্রুরা। কারণ ঐ অমরবাণী ধ্বনি- প্রতিধ্বনি হয়ে বেজে উঠল সমগ্র বাঙালির শিরায় উপশিরায়– প্রচণ্ডরূপে আঘাত হানল বাঙালির চেতনায়। ১৯৭১ এর ৭ মার্চে বজ্রকণ্ঠের অমর সে বাণী যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল প্রতিটি বাঙালিকে। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে পরাজিত করে বাংলার দামাল ছেলেরা ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতার লাল সূর্যকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঐ পরাজিত শত্রুদের দোসর নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করল যেন! পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করল। মুজিববিহীন বাংলাদেশের আজ কি অবস্থা? বঙ্গবন্ধু মুজিবের সারাজীবনের সাধনা ছিল শোষণহীন সমাজ গঠন। ধনী-দরিদ্রের কোনে ব্যবধান থাকবে না। প্রতিটি মানুষ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আহার, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের সুযোগ পাবে। সারাবিশ্বে বাঙালি জাতির স্বাধীনসত্তাকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে তিনি চেয়েছিলেন। আর সেই লক্ষ্যে সারাজীবন ত্যাগ-তিতিক্ষা করেছেন, আপসহীন সংগ্রাম করে গেছেন, জেল, জুলুম অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছেন। ফাঁসির দড়িও তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে এক চুলও নড়াতে পারেনি। তাঁর এই আপসহীন সংগ্রামী ভূমিকা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য আদর্শ স্থানীয়। কিন্তু আমরা কি দেখি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ঘাতকরা ক্ষান্ত হয়নি- আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলছে। বঙ্গবন্ধুর অবদান খাটো করা হচ্ছে। ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া হলো। যে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন করে গণতন্ত্র কায়েম করেছিল বাঙালিরা, সেই গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামরিক জান্তার শাসন কায়েম করল হত্যাকারীরা। সাধারণ মানুষ তার মৌলিক অধিকার হারাল। ভোট ও ভাতের অধিকার বন্দি হয় সেনাছাউনিতে। এদের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র লুটেরা গোষ্ঠী। অবাধ লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এদের দুঃশাসনে প্রশ্রয় পেয়েছে দুর্নীতি ও চোরাচালানি।

# ’৭২ এর সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন

## শাহরিয়ার কবির

’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ নিছক একটি ভূখন্ড লাভ কিংবা পতাকা বদলের জন্য হয়নি। নয় মাসব্যাপী এই যুদ্ধ ছিল প্রকৃত অর্থেই মুক্তিযুদ্ধ। দেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সার্বিক মুক্তির আশায়। জনগণের এই আকাঙ্খা মূর্ত হয়েছিল ’৭২-এর সংবিধানে। পাকিস্তানি শাসকচক্র ২৪ বছরের শাসনকালে বাঙালির যেকোন ন্যায়সঙ্গত দাবি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করেছে ধর্মের দোহাই দিয়ে। এদেশের মানুষের সকল প্রকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল পাকিস্তানের বিবেচনায় ইসলামবিরোধী ও ভারতের চক্রান্ত।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নেওয়া কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সম্পর্কে বাঙালির মোহভঙ্গ হতে সময় লেগেছিল মাত্র ছয় মাস। ’৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান আইনসভার সদস্য ধীরেন্দনাথ দত্ত পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছিলেন। ’৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারিতে তার চূড়ান্ত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি অগণিত ভাষা শহীদের আত্মদানে। এই ভাষা আন্দোলনে নব আঙ্গিকে বেড়ে উঠেছে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ।

ষাটের দশকে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে বামপন্থীদের ব্যাপক প্রভাব সমাজতন্ত্রের ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলে। বাঙালির পরিচয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠলেও অচিরেই বাংলার রাজনীতিও বাঙালি জাতীয়তাবাদ চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়। সোনার বাংলা শ্মশান কেন এই প্রশ্নের উত্তর বাঙালি খুঁজে পেয়েছে মধ্য ষাটে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফায়। বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের আকাঙ্খা মূর্ত হয়েছে ‘৭০-এর নির্বাচনে; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিশাল বিজয় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সকল হিসাব ও চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিল। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহা, বাঙ্গালি জাতিসত্তার বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং বাংলাদেশে গণহত্যার প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা ও শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্তির যে বোধ সঞ্চারিত করে তা মূর্ত হয়েছে পরবর্তী নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে, যা ছিল সার্বিক অর্থে একটি গণযুদ্ধ। বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমান যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন, রোজা রাখেন তারা সেদিনের গণহত্যা ও নারী নির্যাতনকে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে। রণক্ষেত্রে বহু মুক্তিযোদ্ধা ‘জয় বাংলা’ ও ‘জয় বঙ্গবন্ধু’ রণধ্বনির সঙ্গে ‘আল্লাহু আকরব’ও বলেছেন।

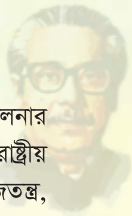

'৭২-এর ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু রমনার বিশাল জনসমুদ্রে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে তাঁর ভিত্তি বিশেষ কোন ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।' বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির মূল ভিত্তি ছিল এই অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

আধুনিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে। বাঙালিত্বের চেতনা মূর্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গানে, যখন তিনি লিখেছেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,' 'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল', আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে,' 'স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'-প্রভৃতি গানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা নানারূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ সব সময় বিদ্বেষ নয় সম্প্রীতির কথা বলেছে। ছয়শ বছর আগে বাংলার কবি চন্ডিদাস লিখেছিলেন-'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' বাংলার আরেক মরমী কবি লালন শাহ লিখেছেন; 'এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে/ যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ আর খৃস্টান/জাতিগোত্র নাহি রবে।' প্রায় একশ বছর আগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন- 'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন/কারারী বলে ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।'

১৯৭২-এর ১০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের গণপরিষদের প্রস্তাবক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল গণপরিষদ, যাদের দায়িত্ব ছিল সংবিধান প্রণয়ন করা। বিশিষ্ট আইনজ্ঞ তৎকালীন আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট এই খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদসহ অন্যান্য মন্ত্রী ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ছিলেন। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর ন্যাপ) থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তও খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় '৭২-এর ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসের প্রথম বার্ষিকীর দিন। ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপন করা হয় এবং বিস্তারিত আলোচনার পর ৪ নভেম্বর তা গৃহীত হয়। ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে পরিষদের সদস্যবৃন্দ এই সংবিধানে স্বাক্ষর প্রদান করেন।

স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যাঁদের '৭২-এর সংবিধান রচনার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন তাঁদের সামনে ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, তুরস্ক, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সংবিধান। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধানসমূহ তাঁরা অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা পর্যালোচনা করেছেন এই সব সংবিধানের সরলতা ও দুর্বলতা। লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের জন্য শ্রেষ্ঠতম সংবিধানটি তাঁরা রচনা করবেন। শুধু বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা নয়, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাসহ মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলসমূহের আলোকে আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে 'মৌলিক অধিকার' শীর্ষক অধ্যায়ে ২১টি অনুচ্ছেদ রয়েছে একাধিক উপঅনুচ্ছেদসহ। '৭২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রের চার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয় জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে। এই সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মপালন ও প্রচারের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। বাংলাদেশের মতো অনগ্রসর মুসলিম প্রধান দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল।

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে 'রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি' শীর্ষক অধ্যায়ে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যাসহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মালিকানার নীতি, কৃষক-শ্রমিকের মুক্তি, মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা, সুযোগের সমতা, নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, জাতীয় সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন বিষয়ক বিধিমালায় একটি প্রগতিশীল ও শান্তিকামী আধুনিক রাষ্ট্রের যাবতীয় অঙ্গিকার ব্যক্ত হয়েছে। সমাজতন্ত্রকে রাষ্টীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের কারণে মালিকানার নীতির ক্ষেত্রে ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে :
ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়াত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা,
খ) সমবায়ী মালিকানা অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা এবং
গ) ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।'
বাংলাদেশের মতো সীমিত সম্পদের দেশে এই অর্থনৈতিক ব্যসস্থা অনুসৃত হলে নিঃসন্দেহে আমাদের স্থান আজ উন্নত দেশসমূহের পংক্তিতে স্থান পেত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থনদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশ মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না এ বিষয়েও ' ৭২-এর সংবিধান প্রণেতারা সচেতন ছিলেন।

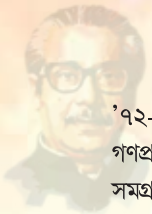

'৭২- এর ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই সংবিধান যে সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় সংবিধানের ভেতর অনন্য স্থান অধিকার করে আছে এ কথা পশ্চিমের সংবিধান বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেছেন। বিশ্বের কোন দেশ কতটুকু সভ্য ও আধুনিক তা বিচার করবার অন্যতম মানদন্ড হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ-গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি সেই দেশটির সাংবিধানিক অঙ্গিকার এবং তার প্রয়োগ।

বিশ্বের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংবিধানের জনক হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র- যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ১৭৭৬ সালে। মানবাধিকার শব্দটিরও জন্মদাতা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রের একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ 'সেন্টার ফর ইনক্যায়ারি'র পরিচালক ডঃ অস্টিন ডেসি বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষাকবচ হিসেবে বাংলাদেশের '৭২-এর সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠনের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও নেই । যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় মৌলবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্র সংকুচিত হচ্ছে।' শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, ধর্ম নিরপেক্ষতার রক্ষাকবচ হিসেবে ধর্মের নামে রাজনীতি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে অন্য কোন দেশ নিষিদ্ধ করতে পারেনি। এমনকি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিবেশী ভারতের সংবিধানের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ মুছে ফেলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে আলোকভিসারী একটি জাতিকে মধ্যযুগীয় তামসিকতার কৃষ্ণগহবরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত '৭২- এর মহান সংবিধানের উপর এই নিষ্ঠুর আঘাত বাংলাদেশে পাকিস্তানি ধারার সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন করার সময় বঙ্গবন্ধু এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বহুবার বলেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। শুধু রাষ্ট্র ও রাজনীতি ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে, কোন বিশেষ ধর্মকে প্রশ্রয় দেবে না। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা ও ধর্মের নামে হানাহানি এবং ধর্মব্যবসা বন্ধের জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন। এতে ধর্ম ও রাষ্ট্র দুই-ই নিরাপদ থাকবে।

সেই সময় অনেক বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের বক্তব্য ছিল সেক্যুলারিজমের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে- 'ইহজাগতিকতা'। ধর্মের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা যথেষ্ট নয়। সব ধর্মের প্রতি সমান আচরণ প্রদর্শন করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় অনুষ্টানে কোরান, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ, ওআইসির সদস্যপদ গ্রহণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গঠন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার শিক্ষানীতি প্রণয়নে ব্যর্থতারও অনেক সমালোচনা তখন হয়েছে।

পশ্চিমে সেক্যুলারিজম যে অর্থে ইহজাগতিক- বঙ্গবন্ধুর সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা সেরকম ছিল না। তাঁর সেক্যুলারিজম ছিল তুলনামূলক নমনীয়, কারণ তিনি মনে করেছেন ধর্মের প্রতি ইউরোপীয়দের মনোভাব এবং বাংলাদেশসহ অধিকাংশ এশীয় দেশের মনোভাব এক রকম নয়। বঙ্গবন্ধুর সেক্যুলারিজমের সংজ্ঞায় ধর্মের যথেষ্ট স্পেস ছিল। ইউরোপে যারা নিজেদের সেক্যুলার বলে দাবি করে তারা ঈশ্বর-ভূত-পরলোক কিংবা কোন সংস্কারে বিশ্বাস করে না। বঙ্গবন্ধু কখনও সেধরনের সেক্যুলারিজম প্রচার করতে চাননি বাংলাদেশে। ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর কারণে বাংলাদেশের মানুষ ধর্মের



*৭২ এর সংবিধানে খসড়া পত্রে স্বাক্ষর করছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*

রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ও অনীহ কিন্তু একই সঙ্গে এদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপরায়ণ। শুধু ঈশ্বর ও পরকাল নয়, পীর-ফকির ও পানিপড়াসহ বহু কুসংস্কারও মানে এদেশের অনেক মানুষ। এ কারণেই বঙ্গবন্ধুকে বলতে হয়েছে- ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়।

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বহুবার বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। মুজিবনগর থেকে যেসব পোস্টার বা ইশতেহার যুদ্ধের সময় বিলি করা হয়েছে সেখানেও অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি অবিস্মরণীয় পোস্টারের লেখা ছিল, 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খৃস্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান- আমরা সবাই বাঙালি।' ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদানকে অস্বীকার করা এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশকে অস্বীকার করা।

বাংলাদেশ যদি একটি ইসলামিক দেশ হবে তবে '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের কী প্রয়োজন ছিল? ৩০ লক্ষ মানুষের জীবনদান, কয়েক কোটি মানুষের অপরিসীম দুঃখ দুর্দশা ও আত্মত্যাগের

কি কোন প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশে যদি ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকে? পাকিস্তানতো একটি ইসলামিক রাষ্ট্রই ছিল। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন করার প্রয়োজন হয়েছিল কারণ এদেশের মানুষ ইসলামের নামে শোষণ-পীড়ন-নির্যাতন-হত্যার রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করে একটি অসাম্প্রদায়িক কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল।

বর্তমানে বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা দেড়শ কোটিরও বেশি। ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ ৫৭টি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। মুসলিম প্রধান দেশসমূহে বঙ্গবন্ধু ছাড়াও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার ও রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেলেন তুরস্কের মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক, আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানউল্লা ও ড. নজিবুল্লাহ, পাকিস্তানের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিশরের আবদুল নাসের, তিউনিসিয়ার হাবিব বরগুই বা ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, আলজেরিয়ার আহমেদ বেনবেল্লা, সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ, ইরাকের সাদ্দাম হোসেন ও প্যালেস্টাইনের ইয়াসির আরাফাত। এসব দেশের ভেতর সিরিয়া ও বাংলাদেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে ইসলামী বা রাজনৈতিক ইসলামের সমর্থক দলগুলো সরকার পরিচালনা করছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে মোকাবেলার জন্য আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব লাল বলয়ের বাইরে সবুজ বলয় সৃষ্টির পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মুসলিম প্রধান অঞ্চল ও দেশসমূহে হাসান আল বান্না ও আবুল আলা মওদুদির রাজনৈতিক আদর্শ ইসলামকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, যার ফলে বিভিন্ন ধর্মনিরপেক্ষ মুসলিমপ্রধান দেশে ধর্মীয় মৌলবাদ উত্থানের পথ সুগম হয়েছে।

১৯২৮ সালে মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ধর্মনিরপেক্ষতাকে তুরস্কের রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে গিয়ে সকল ধর্মীয় দল, প্রতিষ্ঠান এমন কি সুফীদের মাজার ও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মসজিদের সংখ্যা সীমিত করে আরবির বদলে তুর্কি ভাষায় আজান চালু করেছিলেন। এ নিয়ে তুরস্কের ভেতরেও যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল, বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে। কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল ফ্রান্সের অনুরূপ, যেখানে সরকার ও রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ছিল বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিনির্ভর, যেখানে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করবে না, সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেয়া হবে। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে পশ্চিমা জগৎ কামাল আতাতুর্কের কট্টর মতবাদ সম্পর্কে যতটা জানে বঙ্গবন্ধুর উদার মতবাদ সম্পর্কে সে তুলনায় কিছুই জানে না। বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতা আর কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতা এক নয়। বঙ্গবন্ধুর সংবিধান কার্যকর থাকলে বাংলাদেশে আজ ধর্মের নামে এত নির্যাতন, হানাহানি, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, রক্তপাত হতো না।

বাংলাদেশের ৫২ বছর এবং পাকিস্তানের ৭৫ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যাবতীয় গণহত্যা, নির্যাতন ও সন্ত্রাস হয়েছে ইসলামের দোহাই দিয়ে। বাংলাদেশ যদি একটি আধুনিক ও সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায়, যদি আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চায়, যদি যুদ্ধ-জেহাদ বিধ্বস্ত বিশ্বে মানবকল্যাণ ও শান্তির আলোকবর্তিকা জ্বালাতে চায় তাহলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে রাজনীতি, সমাজ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু ধারণ নয়, বাস্তবায়নের জন্য লড়ে যেতে হবে নিরন্তর।

*লেখক: সাংবাদিক ও লেখক*

**স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের জনগণের মত এতো উচ্চ মূল্য, এতো ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় জীবন ও দুর্ভোগ আর কোন দেশের মানুষকে ভোগ করতে হয় নাই। আপনারা সবাই মিলেমিশে কাজ করুন। তাহলেই দেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি আসবে। বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা হবে না। নিরলস কাজ করে দেশে কৃষি বিপ্লব সাধন করুন।**

**-বঙ্গবন্ধু**

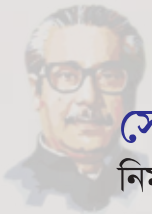

# সেই রাত্রির কল্পকাহিনী

নির্মলেন্দু গুণ

তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে,
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদী রং,
তারপর গেছেন তোমার জন্মসহোদর ভাই শেখ নাসের,
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্যবিবাহিত পত্নী,
আমাদের নির্যাতিতা মা।

এরই ফাঁকে এক সময় ঝরে গেছে তোমার বাড়ির
সেই গরবিনী কাজের মেয়েটি, বকুল।
এই ফাঁকে এক সময় প্রতিবাদে দেয়াল থেকে
খসে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের দরবেশ মার্কা ছবি।
এরই ফাঁকে এক সময় সংবিধানের পাতা থেকে
মুছে গেছে দুটি স্তম্ভ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র।
এরই ফাঁকে এক সময় তোমার গৃহের প্রহরীদের মধ্যে
মরেছে দুইজন প্রতিবাদী, কর্নেল জামিল ও নাম না-জানা
এক তরুণ, যাঁরা জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিল।

তুমি কামান আর মৃত্যুর গর্জনে উঠে বসেছ বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছ চোখে,
লুঙ্গির উপর সাদা ফিনফিনে ৭ই মার্চের পাঞ্জাবি
মুখে কালো পাইপ, তারপর হেঁটে গেছ বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহগুলি তোমার কি তখন খুব অচেনা ঠেকেছিল?
তোমার রাসেল? তোমার প্রিয়তমা পত্নীর সেই গুলিবিদ্ধ গ্রীবা?
তোমার মেহেদীমাখা পুত্রবধূদের মুজিবাশ্রিত করতল?
রবীন্দ্রনাথের ভূলুণ্ঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছ,
বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে
মেখেছ কপালে, ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে
পৃথিবীর দেওয়া মাটির ফোঁটার শেষ তিলক, হায়!
তোমার পা একবারও টলে উঠল না, চোখ কাঁপল না।
তোমার বুক প্রসারিত হলো অভ্যুত্থানের গুলির অপচয়
বন্ধ করতে, কেননা তুমি জানো, এক-একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের এক বেলার অন্নের চেয়ে বেশি।
কেননা তুমি তো জানো, এক-একটি গুলির মূল্য একজন
শ্রমিকের এক বেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশি।
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন, শুধু তোমার জীবন, পিতা।

তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে, বুক প্রসারিত করে কী আশ্চর্য
আহ্বান জানালে আমাদের। আর আমরা তখন?
আমরা তখন রুটিনমাফিক ট্রিগার টিপলাম।
তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার পাখির ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেল বেহেশতের দিকে...।
...তারপর ডেড্‌স্টপ।

তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে, গড়াতে
আমাদের পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে থামল।
- কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামল না।
সিঁড়ি ডিঙিয়ে, বারান্দায় মেঝে গড়িয়ে সেই রক্ত,
সেই লাল টকটকে রক্ত বাংলার দূর্বা ছোঁয়ার আগেই
আমাদের কর্নেল সৈন্যদের ফিরে যাবার বাঁশি বাজালেন।

# ঘাতক জানে না

## মুহম্মদ নূরুল হুদা

যাদের করেছো ক্ষমা, তারা কেউ তোমাকে করেনি ক্ষমা;
পিতা, খুনের ব্যবসা তারা এ-বাংলায় ফেঁদে আছে আজো রমরমা।
তুমিই প্রধান পুঁজি সে ব্যবসার, ঘৃণ্য সেই ঘাতকের প্রথম শিকার;
অনন্তর জাতিমাতা, জাতিভাই, জাতিবোন, অবোধ রাসেল; ছারখার
বাংলার কৃষ্টি, সৃষ্টি, শ্যামলিমা, মাঠঘাট, উদার প্রান্তর;
পদ্মা গঙ্গা মধুমতী তেতুলিয়া জাফলঙ ছিরাদিয়া গরান পশর,
একে একে দখল চেয়েছে তারা এ-বাংলার সোনাফলা মাটি পরিপাটি;
ঘাতক জানে না, হায়, এই বাংলা বাঙালির, চিরকাল অজেয় এ ঘাঁটি।

তুমি তো করেছো ক্ষমা; তারা কেউ তোমাকে করেনি ক্ষমা আর;
তারা কেউ স্বীকার করে না, হায়, দ্রষ্টা তুমি জাতিরাষ্ট্র এই বাংলার,
স্রষ্টা তুমি কালস্রোতে বিবর্তিত মিশ্রকৃষ্টি মিশ্রবর্ণ বিশ্বায়ত বাঙালি জাতির,
পিতা তুমি ধর্ম-বর্ণ-গোত্রাচার নির্বিশেষে মনোবঙ্গে জন্ম নেয়া লোকবাঙালির।

আমরা বাঙালি; এ-বাংলার আদিশিশু, নদীগিরি সমতলে তাম্রবর্ণ ভূমির সন্তান;
আমরা তো মাতৃভাষী; পলল উঠেছি বেড়ে জলেস্থলে পাহাড়ে বা দরিয়ায় ধীমান শ্রীমান
জেলে জোলা চাষী তাঁতী, জুমজ্ঞাতি, মহাজন, ধনিক বণিক আর বিচিত্র বরণ–
অটুট গোত্রীয় কৃষ্টি, মিশ্রিত লৌকিক সৃষ্টি, এই নিয়ে এক জাতি অভিন্ন ধরণ,–
তুমি যার রক্ষারজ্জু, একাত্তর থেকে শুরু তুমি যার প্রেরণার প্রহরী অম্লান,
যুদ্ধ যুদ্ধে বিভিন্ন শোণিতপুষ্পে গাথা তুমি এই জাতিমালিকার ঘ্রাণ-পরিত্রাণ;

তোমাকে কুড়িয়ে পাই বাঙালির লুপ্ত সব বীজধান,
অনাবাদী শস্যক্ষেত, বিলঝিল, পাহাড়-সাগর
তোমাকে কুড়িয়ে পাই ঘরে ঘরে নবান্নের কোলাহল,
পদ্মার মোহনা আর বঙ্গোপসাগর জুড়ে জেগে-ওঠা পাখালিয়া চর।

তোমাকে যে বুকে ধরে, বঙ্গ তার জন্মভূমি, সেইজন বাঙালি অজেয়
তোমাকে যে তুচ্ছ করে, জন্ম তার ভিন্নভূমি, আত্মঘাতী সে-জন অজ্ঞেয়।

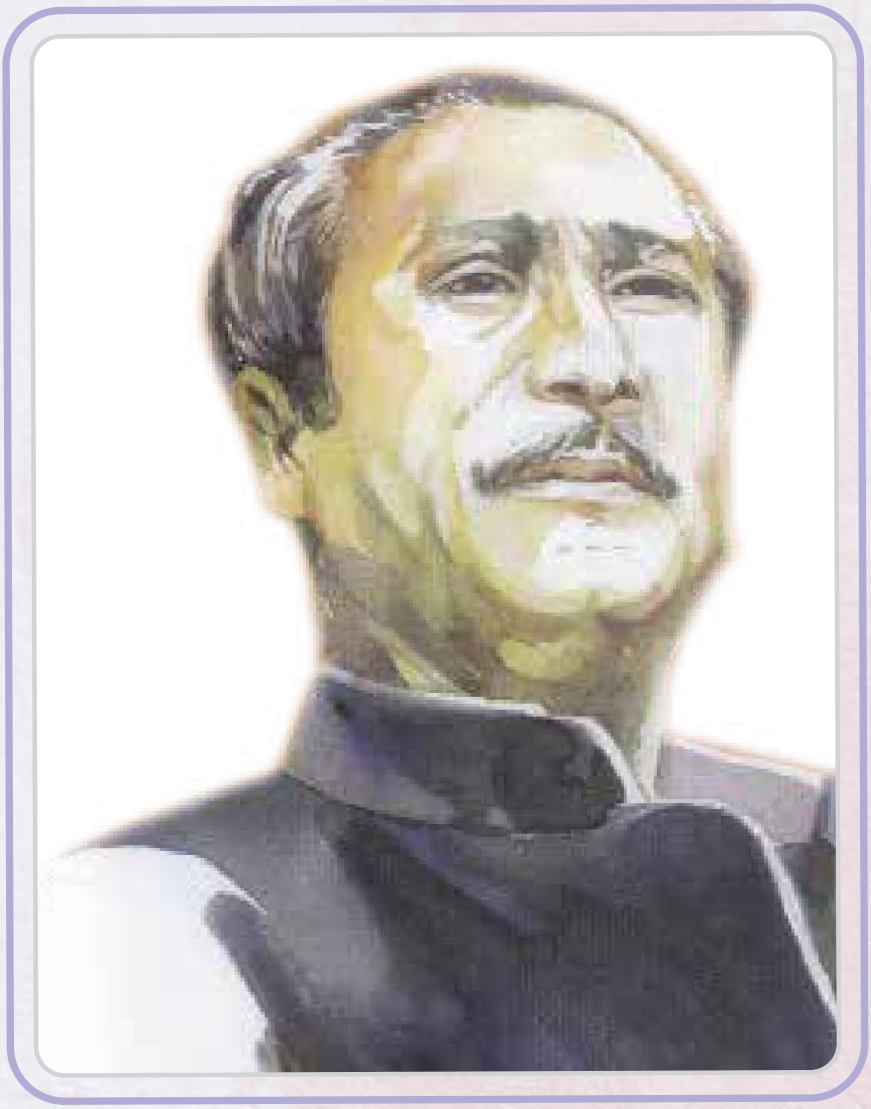

# বঙ্গবন্ধু বিষয়ক সাহিত্যধারা

## রফিকুর রশীদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সারাজীবনের মহৎ কীর্তি দিয়েই হয়ে উঠেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। বলা যায় বাঙালির আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের অন্য নাম বঙ্গবন্ধু। সবাই জানে এ তাঁর নাম নয়, বাংলাকে ভালোবেসে, বাঙালিকে ভালোবেসে তিনি অতিক্রম করেছেন অনতিক্রম্য এই অসামান্য পরিচয়। 'বঙ্গবন্ধু'- মাত্র এইটুকু শব্দবন্ধের মধ্যেই কেমন অবলীলায় আকাশের অসীমতা আর সাগরের বিশালতা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়! আবার সূর্যের প্রাখর্য এবং চাঁদের স্নিগ্ধতা- এই দুই বৈপরীত্যেরও অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এই একটিমাত্র শব্দবন্ধের মধ্যে। কিন্তু কেন তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসের মধ্যে। স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙালির সুদীর্ঘ কালের লড়াই-সংগ্রামের রক্তখচিত ইতিহাস এবং দীর্ঘ ন'মাসব্যাপী সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যেমন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের গৌরবদীপ্ত অভ্যুদয়কে নিশ্চিত করেছে, একই সঙ্গে তা বাংলা সাহিত্যের ধারায় যুক্ত করেছে নতুন স্রোত, উন্মোচিত হয়েছে সাহিত্যের নতুন দিগন্ত। নাম তার মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য। কাব্যে-গল্পে-উপন্যাসে-সংগীতে-নাটকে শিল্পসুষমামণ্ডিত সৃজনশীলতার বেগবান এক ধারা একাত্তরে এসে যুক্ত হয় বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রবাহের সঙ্গে। শুধু মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যই নয়, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন-সাধনা, জীবন ও কর্ম নিয়েও সমান্তরালভাবে রচিত হতে থাকে নতুন মাত্রার সাহিত্য। কবিতা-ছড়া-গান, গল্প-উপন্যাস-নাটক- কি নেই এই সাহিত্যধারায়! বড়দের সাহিত্য, ছোটদের সাহিত্য, কিশোরসাহিত্য- এধারার সকল সাহিত্যকর্মের কেন্দ্রে আছেন বঙ্গবন্ধু, বাঙালি জাতির অনির্বাণ দীপশিখা। তাঁকে ঘিরেই গড়ে ওঠে অনন্য এ সাহিত্যধারা। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেন- প্রাথমিক আবেগ থিতিয়ে এলে এই সাহিত্যধারা ধীরে ধীরে স্রোতহীন নদীর মতো শুকিয়ে যাবে, নীরস-নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে এবং আরো কত মন্তব্য! প্রাথমিক আবেগ কাকে বলে? মুক্তিযুদ্ধের বহু আগে থেকেই শুরু হয়েছে বাঙালির স্বাধীনতাস্পৃহা নিয়ে সাহিত্য রচনা, মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে এ ধারা প্রবল বেগবান হয়ে ওঠে এবং এখন পর্যন্ত এ ধারা যথেষ্ট সচল আছে। মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন অনেক সাহিত্যিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও দিব্যি মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও এ ধারায় নতুন নতুন লেখক যুক্ত হচ্ছেন এবং আশা করা যায় আরো অনেকে হবেনও। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বঙ্গবন্ধুকে চাক্ষুষ দেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা প্রতিদিনই কমে আসছে, তবুও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সাহিত্য রচনার ধারা মোটেই ক্ষীণতর হয়নি। সে সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তারপরও প্রাথমিক আবেগ থিতানোর কথা আসে কোথা থেকে! আসলে এই শ্রেণির সমালোচকেরা এ আবেগের উৎস কোথায় সেটাই হয়তো ধরতে পারেননি। মা কিংবা মাতৃভূমি নিয়ে আবেগের শেষ হয়? পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমির মুক্তি তথা স্বাধীনতা নিয়ে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের আবেগের বুঝি কোনো সীমা পরিসীমা হয়! তাহলে স্বাধীনতার স্বপ্নপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে আকাশস্পর্শী আবেগের শেষ হবে কিভাবে! বস্তুতপক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ই বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য, স্বাধীনতা- মহাকাব্যই তাঁর সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। যতদিন এ জাতির বুকের গভীরে স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধু ধ্রুবতারা হয়ে জেগে থাকবেন বাঙালি হৃদয়-আকাশে ততদিনই বাঙালির কলমে আবেগমথিত সাহিত্য রচিত হবে সেই ধ্রুবতারাকে ঘিরে।

পরাধীন একটি জাতির মানসজগতে পরিবর্তন এনে কঠোর আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নে উচ্চকিত করে তোলার যে শৈল্পিক নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন, তাই দেখে বিদেশি সাংবাদিক [মার্কিন সাময়িকী 'দ্যা নিউজউইক'] তাঁকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বলে অভিহিত করেছেন। হাজার বছরের অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক বাঙালির কারুময় জীবনাচার থেকে পাঠ নিতে নিতে বেড়ে উঠেছেন বঙ্গবন্ধু, ইতিহাস তাঁকে জয়মাল্য পরিয়ে অসামান্য উচ্চতায় যেমন আসন দিয়েছে , চিরদিনের অবহেলিত নিপীড়িত বঞ্চিত বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তিনিও বাঙালি বীরের জাতির মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তুলেছেন। বাঙালির জাতিগত পরিচয় আজ আর মোটেই অগৌরবের নয়, বরং স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে হয়ে উঠেছে অহংকারের, গর্বের, মর্যাদা এবং সম্মানের। নিঃসন্দেহে এটা হয়েছে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তের কল্যাণেই। 'রাজনীতির কবি' তিনি, গোটা জীবনের রাজনীতি-সাধনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-কাব্যের চেয়েও বড় আর কোন মহাকাব্য রচনা করবেন! মধুসূদন-রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্তের কাব্যসাধনার চেয়ে কোনো অংশে কম কিছু নয় এই রাজনীতির কবির মহৎ সাধনা। বরং এ কথাই জোর দিয়ে বলা যায়- বাঙালি কবি সাহিত্যিকেরা তাঁদের অমর কাব্য-সাধনায় বাঙালি জাতির বুকে স্বাধীনতার যে স্বপ্নসাধ বপন করেছেন লিখনির মাধ্যমে, বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান শেখ মুজিব তাকেই বাস্তবায়ন করেছেন রাজনীতি-সাধনার মাধ্যমে, স্বাধীনতার ফসল তুলে দিয়েছেন বাঙালির ঘরে ঘরে। কাজেই মুক্তিসংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পাশাপাশি স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে নিয়েও যে বিপুল পরিমাণে সাহিত্য রচিত হবে, এটাই স্বাভাবিক, এটাই প্রত্যাশিত।

পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট বাঙালির উঁচু মাথা চূর্ণ হয়েছে। পাকিস্তানি স্বৈরশাসক এবং তাদের তাঁবেদার বাহিনী যে-কাজ করতে পারেনি, বাংলাদেশের ঘৃণ্য এক কুচক্রী মহলের ইন্ধনে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্য ইতিহাসের সেই কুক্ষণে রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে সেই পৈশাচিক কাণ্ডটি সম্পন্ন করেছে। তাদের এই নারকীয় অপকর্ম বাঙালির বীরত্বপূর্ণ পরিচয়কে করেছে কালিমালিপ্ত, সহস্রাব্দের সমূহ অর্জনকে করেছে ধূলিধূসরিত, ইতিহাসের গতিমুখ করেছে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত। বাঙালির এ মহানায়কের জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি গোটা জাতিকে করেছে মর্মাহত, স্তম্ভিত। বিপন্ন বাঙালি তবু আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে সেই মহান নেতার সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁর অচরিতার্থ স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামমুখর জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরেও কত ভাষায় কত যে শিল্প-সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। বিশেষ করে বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার স্পৃহাকে শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে তিনি যে সুবর্ণ অধ্যায় রচনা করেন এবং পঁচাত্তরের পনেরই আগস্ট তাঁকে বর্বরোচিতভাবে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালির শৌর্যমণ্ডিত ইতিহাসে যে শোকাবহ ও কালিমালিপ্ত অধ্যায় যুক্ত হয়, যুগপৎ এ দুটি ঘটনাই সংবেদনকাতর বাঙালি শিল্পী সাহিত্যিককে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। তারই অনিবার্য প্রভাব পড়ে বাংলা ভাষায় রচিত অসংখ্য কবিতায়-গানে-গল্পে-নাটকে-উপন্যাসে এবং আরো অন্যান্য সৃজনশীল শিল্পমাধ্যমে। সত্যি এ এক বিস্ময়কর ঘটনাই বটে। কোনো রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে এত বিপুল এবং বৈচিত্র্যময় শিল্প-সাহিত্য রচনার দৃষ্টান্ত বিরল।

যুগপৎ দুটি ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে- বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের

সুযোগ আসে খুব কাছাকাছি সময়ে। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে বছরব্যাপী বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্যভাবে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মানব সভ্যতার হুমকি হয়ে সারাবিশ্বের কাঁধে চেপে বসা অচেনা মহামারি করোনার আঘাতে বিপন্ন এই দুঃসময়ে বাঙালি জাতি এ দুটি উৎসব যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। তবুও বাঙালি লেখকেরা এ উপলক্ষ্য মাথায় রেখে একদিকে যেমন স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে অসংখ্য সাহিত্য রচনা করেছেন, অন্যদিকে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়েও বিপুল পরিমাণে সাহিত্য রচনা করেছেন। জাতীয় মননের প্রতীক বাংলা একাডেমি বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একাধিক বই প্রকাশ করে আসছে। আর ঐ বছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে উদ্যোগ নেয় বঙ্গবন্ধু-বিষয়ক একশ' বই প্রকাশের। এ এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শুধু বাংলা একাডেমি নয়, এ ধরনের বিশেষ প্রকাশনা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, এমন কি বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনও। শিশু-কিশোরদের মানস গঠনের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিশু একাডেমি রঙে রেখায় মনোরম অলংকরণে অত্যন্ত বর্ণাঢ্যভাবে পঁচিশটিরও বেশি বই প্রকাশ করেছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। সরকারি এ সব প্রকাশনার পাশাপাশি এ দেশের বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলিও এক্ষেত্রে মোটেই পিছিয়ে নেই। মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই তারা গত পঞ্চাশ বছর ধরেই প্রকাশ করে আসছে, ঐ বছরের বিশেষ তাৎপর্যকে বিবেচনায় রেখে আরো অধিক মনোযোগ দিয়েছে এই বিশেষ দিকে। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশে এমন কোনো সৃজনশীল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে না যারা বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একাধিক বই প্রকাশ করেনি। বই বিপননের ক্ষেত্রে সরকারি আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশা থেকেই যে এই বিপুল বইপত্র প্রকাশের আয়োজন হয়েছে তা ঠিক নয়, এর সঙ্গে প্রকাশকদের দেশপ্রেম এবং বঙ্গবন্ধুপ্রীতিও অনেকাংশে জড়িয়ে আছে, সে কথা মানতেই হয়। বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বইপুস্তকের সহজপ্রাপ্যতার কথা মাথায় রেখে বর্তমানে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সন্দেহ নেই, সকল বিবেচনাতেই এটা একটা শুভ উদ্যোগ। শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকাও পালন করবে এই উদ্যোগ। আগামীদিনে তাদের কৌতূহল মেটানোর প্রয়োজনেও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক সাহিত্য চর্চা অব্যাহত থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ফলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাক বা না থাক, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় বঙ্গবন্ধুবিষয়ক শিল্পসাহিত্য চর্চার ধারা অব্যাহত থাকবে বাঙালির জাতীয় স্বার্থেই।

আমরা শিল্প-সাহিত্য চর্চার নেপথ্যে আবেগের উপস্থিতি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে বলতে চাই- বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত সাহিত্যধারা মূলত বাংলা সাহিত্যকেই অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে, প্রাণসম্পদে ভরপুর করেছে। বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের পরিপূর্ণ পরিচয় পেতে চাইলে এই নতুন মাত্রার সাহিত্যধারাকে বাদ দিয়ে সেটা কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। এটা এতটাই অনিবার্য এবং অপরিত্যাজ্য।

*লেখক: কথাসাহিত্যিক*

# শোকের চিহ্নগুলি তোমার

অসীম সাহা

৩২-এর বাড়িটির সিঁড়ির ওপর থেকে নেমে যাওয়া আঁকাবাঁকা
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
স্বদেশের রক্তাক্ত ঢেউয়ের মাঝে ভাসমান স্রোতবতীর
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
চিরে যাওয়া ভাঙা চশমার কাচে প্রতিফলিত বেদনার্ত
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
নিভে যাওয়া ধ্বংসস্তূপের মাঝে পড়ে থাকা একাকী
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
মধ্যরাতের অন্ধকারে পড়ে থাকা বিক্ষত বিশাল দেহের
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া আর্তনাদে নির্বাক পাখিদের
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
কাকের কর্কশ চিৎকারে বেদনাহত আকাশ ও বাতাসের
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
মধুমতী নদী দিয়ে বয়ে যাওয়া রক্তস্রোতে কম্পমান
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
পৃথিবীর অসংখ্য শিশুর করুণ মুখের হাহাকারের
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী, প্রতিমুহূর্তের প্রেরণাদাত্রী ফজিলাতুন নেছার
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
তোমার দুঃসাহসী পুত্র কামাল ও তাঁর স্ত্রী সুলতানার
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
তোমার সৈনিক পুত্র জামাল ও তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী রোজীর
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
তোমার শিশুপুত্র রাসেলের মায়ের কাছে যাবার করুণ আকুতির
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
তোমার ধানমণ্ডির বাড়ির প্রতিটি কক্ষের খাট-পালঙ্কের
শোকের চিহ্নগুলি তোমার
তোমার উদ্ধত বুক, '৭৫-এর বর্বর হায়েনাদের বুলেটের
শোকের চিহ্নগুলি তোমার!

আহা, আজ সকল শোকের চিহ্ন রক্তাক্ত মাংসপিণ্ড হয়ে একটু-একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে গহন সমুদ্রে–আর সেই পিণ্ডগুলো প্রচণ্ড গর্জনে আর্তনাদ করতে-করতে আছড়ে পড়ছে তোমার দুঃসাহসী পায়ের পাতায়।

হায় নিষ্ঠুর আগস্ট, আজ আমাদের কান্নার দিন!
বাংলার মানচিত্রে জতুগৃহের মতো জ্বলে ওঠা আত্মার আর্তনাদে দগ্ধ,
ক্ষত-বিক্ষত আর বিদীর্ণ মানুষের শোকার্ত দিন!

# বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে পর্দার অন্তরালের তৃতীয় পক্ষ

নূহ-উল-আলম লেনিন

অপরাধ করলে ইতিহাসের অমোঘ বিধান থেকে রেহাই পাবার উপায় নেই। বিলম্বে হলেও কথাটি আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। কার্যকর হয়েছে পাঁচ আত্মস্বীকৃত খুনির ফাঁসির দণ্ডাদেশ। একথা সত্য সকল অপরাধীকে ধরা সম্ভব হয়নি। ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত অবশিষ্ট আসামিরা বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। সরকার চেষ্টা করছে তাদের খুঁজে বের করে দেশে ফিরিয়ে আনতে। আর তা সম্ভব হলে তাদের দণ্ডও কার্যকর হবে।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত সকল অপরাধীর দণ্ড কার্যকর করলেই কি বাঙালি জাতি কলঙ্কমুক্ত হবে? আমাদের বিবেচনায় এ জাতি কখনই সম্পূর্ণ কলঙ্কমুক্ত হতে পারবে না। যে জাতি তার স্বাধীনতার মহানায়ক ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার নিরাপত্তা বিধান এবং তার জীবন রক্ষা করতে পারে না, হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ সাময়িক হলেও রুদ্ধ করে রাখে এবং বিচার বিলম্বিত করে সে জাতির লজ্জা ও দীনতা কোনদিনই ঘুঁচবার নয়। কেবল কি এটুকুই? আমার বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারও অসম্পূর্ণ। বিচারের এই অসম্পূর্ণতা যতদিন দূর না হবে তত দিন আমাদের ইতিহাসের দায়মুক্তি ঘটবে না।

এ কথা আমরা সবাই জানি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে দেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনে। আর দশটি হত্যাকাণ্ডের বা অপরাধের যেভাবে বিচার হয়ে থাকে, এটিও সেভাবেই হয়েছে। ব্যতিক্রম কেবল এখানে যে, সাধারণ হত্যাকাণ্ডের বিচারে বিচারকগণ

'বিব্রতবোধ' করেন না, কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের সময় হাইকোর্টের একাধিক বিচারক 'বিব্রতবোধ' করেছেন। ফলে বিচার প্রক্রিয়া প্রলম্বিত হয়েছে। সে যাই হোক, বিচারের সময় বিচারিক আদালত থেকে শুরু করে হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্টের বিচারকগণ প্রচলিত আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তারা রাজনৈতিক বিবেচনার ঊর্ধ্বে থেকেছেন এবং হত্যাকাণ্ড ও হত্যা পরিকল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ আমলে নিয়ে তার বিচার করেছেন। হত্যার রাজনৈতিক কার্যকারণ ও রহস্য উৎঘাটন করতে যাননি। ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অন্য কেনো অপশক্তি জড়িত কিনা এবং জড়িত থাকলে কে কতটা জড়িত, সে রহস্য আজও অনুদঘাটিত রয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয় যে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডটি ছিল বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। আর আত্মস্বীকৃত খুনি কর্নেল ফারুক-রশিদরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও তাদের পেছনে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তিশালী মহলের মদত ছিল, সেটিও সুনিশ্চিত।

এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে যে গভীর ভাবাদর্শগত প্রশ্ন এবং রাজনীতি যুক্ত ছিল, অন্য একটি বিচারের রায়ে সেই সত্যও আজ উন্মোচিত হয়েছে। কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং ব্যক্তি মুজিবকে হত্যা করাই খুনিচক্রের একমাত্র বা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর অবৈধ ক্ষমতাদখলকারী মোস্তাক-সায়েম-জিয়া চক্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত হানে। তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নির্বাসিত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জনকে বিসর্জন দেয়। সামরিক ফরমান বলে সংবিধান সংশোধন করে। বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পাল্টে দেয়। তখনকার তথাকথিত সংসদে সংবিধানের 'পঞ্চম সংশোধনী' পাশ করিয়ে তাদের সকল অপকর্মকে বৈধ করার প্রয়াস পায়।

ঢাকার মুন সিনেমা হলকে কেন্দ্র করে দায়ের করা একটি রিট মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে। পরে আপিল বিভাগও হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেছে। দুটি মামলার মধ্যে কোনো যোগাযোগ না থাকলেও, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে দেওয়া রায়টি প্রকারান্তরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের অসম্পূর্ণতাকেই অংশত সম্পূর্ণ করেছে। বলা যেতে পারে, পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে দেওয়ার মামলাটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার পরিপূরক।

কিন্তু তারপরও ইতিহাসের অনাবৃত অনেক সত্য এখনো উন্মোচিত না হওয়ায়, এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত বাইরের শক্তিকে আমরা চিনতে পারছি না। নতুন প্রজন্ম জানতে পারছে না, ফারুক-রশিদ চক্রের পেছনে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের শক্তিধরদের কেউ ছিল কি না? বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময়ের বিশ্ব পরিস্থিতি এবং বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রতি বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে কারা হত্যাকারীদের মদত যোগাতে পারে।

ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাংলাদেশে তাদের পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি। জন্মলগ্ন থেকেই জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তানের সিভিল-মিলিটারি রুলিং সার্কেল বাংলাদেশের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালায়। প্রথমত: তারা আন্তর্জাতিকভাবে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর রক্ষণশীল শাসকদের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বাধা দান করে। পাকিস্তান ওই সব দেশের শাসকগোষ্ঠীকে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, ''ইসলামি রিপাবলিক পাকিস্তান' ভেঙে ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ রাষ্ট্র সৃষ্টি হচ্ছে 'হিন্দু ভারতের' ষড়যন্ত্রের ফল। বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও দেশটি মুসলিম উম্মাহর বাইরে চলে গেছে।'' দ্বিতীয়ত: পাকিস্তানি শাসকরা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বাধাদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরাজিত সাম্প্রদায়িক শক্তি ও নানা প্রবণতার চরমপন্থি শক্তিগুলোকে মদতদান করে এবং অন্তর্ঘাতে উৎসাহ যোগায়। তৃতীয়ত: পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা-আইএসআই, আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যেও তাদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। মোস্তাক-জিয়া এবং ফারুক-রশিদরা যে পাকিস্তানি সামরিক গোয়েন্দাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত এবং তাদের মদতেই যাবতীয় ষড়যন্ত্র চালিয়েছে, এটা বোঝার জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ায় প্রয়োজন পড়ে না।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত চালানো, বাংলাদেশকে মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং বঙ্গবন্ধু সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে পাকিস্তানের পেছনে রাজতন্ত্রী সৌদি আরব ও স্বৈরশাসক গাদ্দাফীর লিবিয়া প্রভৃতি তেলের পয়সায় ধনী দেশগুলোর মদত ছিল। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অব্যাবহিত পরে উল্লসিত পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে সৌদি আরব ও লিবিয়া প্রভৃতি দেশও অবৈধ মোস্তাক সরকারকে সোৎসাহে স্বীকৃতি দান করে। সে সময়ের চীনের ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে প্রকাশ্যেই। এমনকি জাতিসংঘের সদস্যপদ পাওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীন ভেটো প্রয়োগ করেছে। সেই চীনও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রায় সাথে সাথেই খুনি মোস্তাক সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়। চীনা সরকারের সোভিয়েত ও ভারত বিরোধী নীতিই ছিল বাংলাদেশ বিরোধিতার মূল কারণ। পাকিস্তান ভারতের এক নম্বর দুশমন ছিল বলেই তারা চীনের প্রাণের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধ যুগের এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে শক্তিধর দেশগুলো তাদের স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থকে বিবেচনায় রেখেই বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক করেছিল।

এখন আসা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে। একথা সবার জানা যে গত শতাব্দীর ষাট বা সত্তরের দশকে বিশ্ব ছিল দুই পরাশক্তি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয়ে বিভক্ত। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বস্ত মিত্র। পক্ষান্তরে পাকিস্তান ছিল (এবং এখনো আছে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বশংবদ।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত আমাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয় এবং স্বধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে চরম ঝুঁকি গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নও বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়ায়। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বাত্মক সহযোগিতা ছাড়া এত অল্প সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অসম্ভব ছিল।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়ায় এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে অস্ত্র, অর্থ ও নৈতিক সমর্থন দেয়। এমনকি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সপ্তম নৌবহর পাঠাবার পাঁয়তারা করে।

স্বাধীনতার পর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নেয়। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব সর্বোপরি অবাধ ধনবাদী বিকাশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের প্রগতিশীল আর্থ-সামাজিক নীতি, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার ঘোষণা, পাট ও বস্ত্র শিল্প এবং ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণ আমেরিকাকে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করে। ''পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত, শোষক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে''-তারা বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণায় শঙ্কাবোধ করে। মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশ প্রশ্নে তাদের পরাজয়কেও মেনে নিতে পারেনি। পরারষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশে তার নীতি তথা মার্কিন প্রশাসনের নৈতিক পরাজয়কে তার ব্যক্তিগত পরাজয় বলেই মনে করেছেন। ইতোমধ্যে প্রকাশিত কিসিঞ্জারের স্মৃতিকথা এবং 'হোয়াইট হাউস পেপারে' এসব তথ্য প্রাকাশিত হয়েছে। হেনরি কিসিঞ্জার উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বাংলদেশকে 'তালাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যা দিয়ে অপমান করতে চেয়েছে। বলা বাহুল্য নিক্সন প্রশাসন বঙ্গবন্ধুর সরকারের পতন কামনা করেছে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে আরও দুর্দশার দিকে ঠেলে দিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চেয়েছে। ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা সৃষ্টি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নগদ অর্থে কেনা খাদ্য বোঝাই দুটি মার্কিন জাহাজকে বাংলাদেশে আসতে দেয়নি।

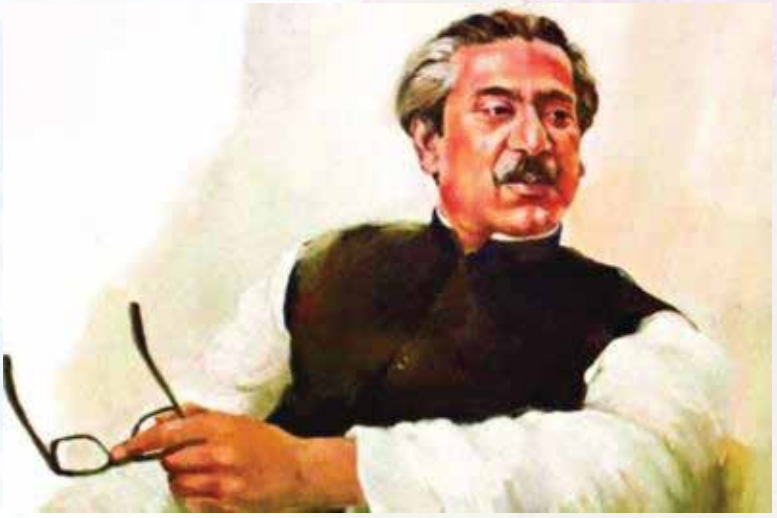

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এমা রথসচাইল্ড তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেছেন।

১৯৭৫-এ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র ভূমিকাও রহস্যাবৃত। বাংলাদেশে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বোস্টার এবং প্রকাশিত হোয়াইট হাউসের গোপন নথিপত্রের বরাতে জানা যায় যে, রাষ্ট্রদূতের অজ্ঞাতেই ঢাকাস্থ সিআই-এর স্টেশন প্রধান চেরি নানা রকম রহস্যজনক তৎপরতায় লিপ্ত ছিল। চেরি যে সরাসরি স্টেট ডিপার্টমেন্ট তথা হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন সে তথ্যও ইতোমধ্যে মার্কিন সাংবাদিক ম্যাসকারেনহাসের বরাতে আমরা জানতে পেরেছি। আমি নিজেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর ৬ টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের নম্বরপ্লেটযুক্ত একটি গাড়ি একজন আরোহীকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে দ্রুত চলে যেতে দেখছি। পরবর্তীতে একাধিকসূত্রে প্রকাশিত হয়েছে ওই গাড়িতে সিআইএ-র স্টেশন প্রধান চেরি ছিলেন। কেন এত সকালে একটি বিদেশি দূতাবাসের গাড়ি ঢাকা শহরের স্পর্শকাতর এলাকাগুলোয় এসেছিল?

নানা ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে সিআই-র প্রত্যক্ষ ভূমিকার কোনো তথ্য আজও প্রকাশিত হয়নি। তবে আমার ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঢাকায় অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত তো ছিলই এমনকি সিআইএ কোনো না কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই সত্য একদিন না একদিন প্রকাশিত হবেই।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সময়কালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের অনুকূলে ছিল না। ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপড়নে হিমসিম খাচ্ছিল। ভারত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কি ঘটছে সে সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞাত ছিল, এটা ভাবাও যায় না। তবে ভারতের নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় প্রমাণিত হয়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত সরকার উদাসীন ছিল। ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত হোক তারা সম্ভাব্য অভ্যুত্থান মোকাবিলায় কোনো কার্যকর ভূমিকা নেয়নি। কিন্তু কেন? মিত্র বা শত্রু– যে যেই ভূমিকাই নিয়ে থাক না কেন তার নির্মোহ এবং বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশ সরকারকে সাহস করে এ ব্যাপারেও খোঁজ খবর নিতে হবে, প্রকৃত সত্য উৎঘাটন করতে হবে। বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে দেশের সিভিল সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীদের। সরকারের নানা বাধ্যবাধকতা থাকলেও, সিভিল সমাজতো মুক্ত-স্বাধীন। আজ সময় এসেছে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত পর্দার অন্তরালের তৃতীয় পক্ষ এবং তাদের ভূমিকা শনাক্ত করা এবং জাতির সামনে ইতিহাসের অবগুণ্ঠন খুলে দেওয়া।

*লেখক: উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য*
*বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ*

# ওরা

## আসলাম সানী

(সত্য আর সাহস যখন একাকার- কবি মুহাম্মদ সামাদ বন্ধুস্বজনেষু)

ওরা পাপীষ্ঠ অধম পাষণ্ড খুনি
ওরা অভিশপ্ত নরকের কীট ছিলো,

ওদের চোখ অন্ধ, মুখ বধির, কর্ণযুগল কালা
অনভূতি-বিবেক-বোধশক্তি-সংবেদনশীলতা
সব লোপ পেয়েছিলো,
ওদের লোভ লালসা উচ্চাকাঙ্ক্ষা উচ্চাভিলাসে
ওরা ধিক্কৃত ছিলো, নিকৃষ্ট নির্মম
ওরা অধঃপতিত ছিলো,
ওরা এতোটাই উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া বিপথগামী ছিলো যে
এক সময় ওরা নরক থেকেও বিতাড়িত হলো
এবং নিক্ষিপ্ত হলো অসীম আঁধারে,
ওদের নেপথ্যে প্রধান কালোচশমায়- আলোকে আড়াল করে
কলকাঠি নেড়ে ইতিহাসের চাকা বিপরীতমুখী
ঘোরাতে যে অপচেষ্টা চালায়
সেই অন্ধকার থেকেই উল্লাস করতে করতে
ধ্বংসযজ্ঞে লিপ্ত হলো ওরা এক পবিত্র উপাসনালয়ে,
যেখানে মানুষের মুক্তি আরাধনায় রত
জগতের মঙ্গল ও কল্যাণে ব্রত
সৃষ্টি সৌন্দর্য শুভের এক ধ্যানমগ্ন মহাঋষির
পবিত্র আবাসে ঘৃণ্য হায়েনার দল
পাপাচারে লিপ্ত হলো
হত্যাযজ্ঞ চালালো বাঙালির ইতিহাসে
ঐতিহ্য অহংকার পরিচয় আর অস্তিত্বে-

বাংলার হাজার বছরের স্বপ্ন সাধনা আশা আর মহত্বে
পবিত্র সংবিধানের পাতা ছিড়ে
আকাশে বাতাসে উড়িয়ে
ওরা উন্মাদনায় উল্লসিত হলো প্রেতনৃত্যে।

অসহায় মানচিত্রকে রক্তাক্ত করলো
পতাকা-জাতীয় সংগীতের অপমান-অবমাননায়
প্রলুব্ধ হলো হিংস্রতায়
হীনতা নির্লজ্জতা বেলেল্লাপনার সীমাহীন ধৃষ্টতায়
ওরা ফুলের বাগান তছনছ করলো
ফসলের ভূমি বিনষ্ট করলো আর
কবিতার খাতা-শিল্প-সম্ভাবনা-চিত্রকর্ম-ভাস্কর্য
ভেঙেচুরে-জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে-খামচে ছিন্নভিন্ন করলো
ওরা এতোটাই অপরাধে নিমজ্জিত হলো যে
শিশুর কান্নার চিৎকারে মায়ের আর্তনাদ বধূর করুণ আর্তি
এমনকি ভাইয়ের ব্যথিত মুখ ওদের হৃদয়কে
এতোটুকু প্রকম্পিত করেনি
হায়! প্রভুর পুণ্যবাণীও ওদের ইন্দ্রিয় শ্রবণ ও
ঘ্রাণশক্তিকে স্পর্শ করেনি,

ওরা সত্য ন্যায় পুণ্যকে এতোটাই ভয় করতো যে
শুভ সাধুতা স্বপ্ন আর আলোর ভয়ে
সর্বক্ষণ ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো- তাই
সুবেহ সাদেকের পূর্বেই ওরা স্বর্গ থেকে আবার
নরকের দিকে দ্রুত ধাবিত হলো-

...হাইয়্যা আলাছসালাহ হাইয়্যা আলাল ফালাহ্
আল্লাহু আকবার আল্লাহু...।

# সাত মার্চের তর্জনী

## শিহাব শাহরিয়ার

সাত মার্চে তোমার তর্জনী–এখনো আমাকে
সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে
এখনো তোমার সফেদ পাঞ্জাবি, কালো কোট
আমার চোখে চোখে প্রতিনিয়ত আলো ফেলে

আমি যখন নির্জন সবুজ খেত ধরে হাঁটি
টুঙ্গিপাড়ার সেই মাটি-পথ;
এখনো আমাকে বলে:
'খোকা' হেঁটেছিল এই পথে–
বলে: বাইগারের জলের সাথে
'খোকা' ডুব সাঁতার খেলেছে
তাল গাছ, ইট বিছানো পুকুর ঘাট,
পুকুরের জল, জলের আচরণে
এখনো ভেসে উঠে তোমার শৈশবের স্মৃতিময় মুখ

গিমাডাঙ্গার স্মৃতিমুখর স্কুল-মাঠের ঘাসেরা বলে:
মুজিব আমাদের দুপুরকে উজ্জীবিত করেছে বহুদিন

খরস্রোতা আড়িয়াল খাঁ বলে: মুজিবের সাইকেলটি
আমাকে চিনিয়েছে মাদারিপুরের মেঠো পথ–

ইসলামিয়া কলেজ হোস্টেলের
তোমার শয়ন কক্ষ, পড়ার টেবিল,
এখনো তোমার বলিষ্ঠ মানবিক চেতনাকে
বহন করে চলেছে

এক সন্ধ্যায় তাজমহলের গায়ের পাশে দাঁড়িয়ে
যমুনায় উপচে পড়া জ্যোৎস্নার রং
মেপে মেপে বলেছিলে: আহা কি সুন্দর
কী যে সুন্দর এই পূর্ণিমা, জল-তরঙ্গ

ঠিক এমনই জ্যোৎস্নার স্ফূরণ দেখেছিলে তুমি
মধুমতী, পদ্মা, বুড়িগঙ্গার প্লাবিত জলের হৃদয়জুড়ে?

ধানমন্ডি, পল্টন, সোহরাওয়ার্দীর বাতাসেরা
এখনো তোমার উদীপ্ত কণ্ঠস্বরে কথা বলে!
এখনো তোমার কালো পাইপ থেকে উত্থিত ধোয়া
ঘ্রাণে বিমোহিত করে রেখেছে বত্রিশের ছাদ

তোমার ভরাট মুখের পুরুষ-দীপ্ত পোর্টেট
এখনো শোভা পায়–বাংলার ঘরে ঘরে
বাঙালির অন্তরে অন্তরে

স্বাধীনতার সূর্য ফুটিয়ে তুমি ফিরে গেছো
পুণ্যভূমি টুঙ্গিপাড়ার শীতল ছায়ায়

তোমার অসমাপ্ত আত্মজীবনীর পৃষ্ঠাগুলো পড়ে
আমরা আরো ভালবাসতে শিখেছি বাংলাদেশকে

# জেলের দিনের সুবাস

## সেলিনা হোসেন

রেণু যখন জেলখানায় এসে খাবার দিয়ে যায় তখন মুজিবের সামনে দিনের চেহারা জেলখানার বাইরে চলে যায়। মনে হয় বন্দিজীবনের বাইরে এসে দাঁড়ানো হলো। ফিরে পাওয়া হলো মুক্ত জীবন। ঘরে বসে ভাত খাচ্ছেন রেণু ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। দেখতে পান সবার চেহারায় ভাত খাওয়ার আনন্দ। মায়ের রান্না খেয়ে ছেলে-মেয়েরা খুশিতে টগবগ করে। মুজিব নিজেও খুশিতে ভেসে যায়।

রেণু আজকে যে খাবার দিয়ে গেছেন সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন মুজিব। জেলজীবনের ধূসর বলয় নানা চিন্তায় ভরে আছে। রেণুর খাবারের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, কি করে একলা খাব এত খাবার? তাঁর প্রিয় সব খাবারই দিয়ে গেছেন।

মুজিব কই মাছ খেতে ভালোবাসেন। রেণু বেশ কয়েকটি কই মাছ ভেজে দিয়েছেন। অন্য কয়েকটি মাছ রান্না করে দিয়েছেন। সঙ্গে আছে মুরগির রোস্ট। একসঙ্গে তো এতকিছু খাওয়া যায় না। তিনি নিজের মতো করে কিছু খেলেন। তারপরে আশেপাশে কয়েদি যারা আছে তাদের ডেকে বাকি খাবারগুলো দিয়ে দিলেন।

বেলাল তো মুরগির রোস্ট হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে গড়গড়িয়ে বলে, আজ আমার জেলখানার জীবন ধন্য। এমন মজার খাবার পেলে আর কিছুদিন জেলে থাকতে রাজি আছি। সবাই একসঙ্গে হাসে।

মাসুদ বলে, তোমার সাত বছর জেল হয়েছে। পাঁচ বছর শেষ করেছ।

- তাতে কি হয়েছে? জেলখানার একঘেয়ে খাবার খেয়ে বেঁচে আছি। এই বাঁচা শুধু নিঃশ্বাস ফেলা। আর কিছু না। আজকে আমাদের ভাবীর রান্না করা খাবার খেয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ পেলাম।

তাপসও চেঁচিয়ে বলে, এমন কই মাছ ভাজা কবে খেয়েছি তা ভুলে গেছি।

মুজিব হাসতে হাসতে বলেন, এখানে বসে খাবে? না, নিয়ে যাবে?

- এমন খাবার আপনার সামনে বসেই খাব।

- তাহলে তো ভালোই। আমি দেখে আনন্দ পাব।

- না, শুধু দেখলে হবে না। আপনাকেও খেতে হবে।

- আমিতো খেয়েছি। আর খেতে পারব না।

- খালি একটি কই মাছ খান। কাঁটা বাছতে বাছতে খাবেন। এই খাওয়া দেখে আমরাও মজা পাব। একসঙ্গে খাওয়ার আনন্দ হবে এটা।

- ঠিক আছে, আসো। শুরু করি।

মুজিব নিজের থালায় একটি কই মাছ উঠিয়ে নেন। বাকি সবকিছু ওদের দিকে এগিয়ে দেন।

ওরা হাতে নিয়ে খেতে থাকে। আনন্দে মাথা নাড়ে। ডান হাতে রেখে বাম হাতে কই মাছের কাঁটা বাছে। মুরগির রোস্ট থেকে টুকরো ছিঁড়ে সবাইকে দেন মুজিব নিজে। মাঝামাঝি আকারের টুকরোগুলো মাছ শেষ করে হাতে নেয়। সুস্বাদু টুকরোগুলো নানা ভঙ্গিতে চাবায়। ওদের খুশি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায় মুজিবের। সবাই একসঙ্গে বলে, আমরা আজ খুব খুশি হলাম। শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

- এই জেলের একরকম খাবার খেয়ে আমরা এক একজন কতগুলো বছর ধরে বেঁচে আছি।

তাপস বলে, আমি পাঁচ বছর।

- আমি এগারো বছর।

- আমি তিন বছর।

মুজিব বলেন, আমি ভাগ্যবান যে আমার স্ত্রী রেণু আমাকে এই একঘেয়ে খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। দোয়া করি আল্লাহ যেন ওকে একশ বছর বাঁচিয়ে রাখে।

- আমরাও এখন রোজ দোয়া করব ভাবীর জন্য। ভাবী আমাদের সামনে অন্যরকম মা।

- হ্যাঁ, তোমরা দোয়া করবে, যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে।

- করব, করব। আমাদের মাথার উপর রাখব।

- জেলখানার খাবারের ব্যাপারটা আমাকেও রাগিয়ে দেয়। যখন মিঠাকুমড়া শুরু হয় তখন মিঠাকুমড়াই রান্না হয়, আবার যখন ডাঁটা জন্মায় তখন এটাই কিছুদিন চলে, আবার চালায় পুঁইশাক। ঋতুর সঙ্গে আমাদের খাবারের যোগসাধন করে জেলখানা। যখন যেটা ক্ষেতে জন্মায় সেটা সেই জন্মানোর পরের থেকে চলতে থাকে। মানুষের ভালো মন্দ খাবারের দিকে নজর দেয় না জেলখানা।

- ওদের কাছে আমরা মানুষ না মুজিব ভাই। আমরা কয়েদি। আপনার মতো মানুষকে ক্ষমতায় পেলে আমাদের বেঁচে থাকা আপনার নজরে থাকবে। জয় বাংলা মুজিব ভাই।

- আমরা যাই। আজকে আর ডাল দিয়ে ভাত খাব না। ডাল আমাদের রোজ দেয় এটা ভাত খাওয়ার ভরসা।

তাপস বলে, আমারতো খালাসের সময় হয়ে এসেছে। আর বছরখানেক বাকি। এমন মজার খাবার পেলে আমি জেলে আরও বেশিদিন থাকতে চাই। এমন মজার খাবার বেঁচে থাকার শর্ত।

- কিন্তু এমন মজার খাবার খেয়ে মুজিব ভাই বেশিদিন জেলে থাকবেন এটা আমরা চাই না। মুজিব ভাই মুক্ত হলে রাজনীতি সরব হবে। আমরাও দিনবদলের লড়াই করব। মিছিলে- স্লোগানে মাতিয়ে তুলব রাজপথ।

- তোমরাইতো আমার রাজনীতির শক্তি। দেখা যাক কি হয়।

- একটা কিছু হবেই। আপনার সঙ্গে থেকে দিনবদল করব আমরা। করতেই হবে।

মুজিব চোখ বড় করে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবে, হ্যাঁ, একটা কিছু হবেই। দেশের মানুষের এই স্বপ্নপূরণ করতে সবাই মিলে একজোট হবে।

- আপনি কিছু ভাবছেন বোধহয়।

- আমার ভাবনাতো সবসময়ই থাকে। এ তো আর নতুন কথা না।

- আমরাও তা জানি। তবু বলার জন্য বলি। আমরা নিজেদের ঘরে যাই মুজিব ভাই।

- যাও।

- আপনি কী করবেন?

- বাগানে যাব।

- বাগান আপনার খুব প্রিয় জায়গা।

মুজিব মৃদু হেসে চুপ করে থাকেন। ওরা চলে গেলে প্লেট-বাটিগুলো গুছিয়ে ঘরের কোনায় রেখে দেন। তারপর বেরিয়ে আসেন বাগানে যাওয়ার জন্য। বাষট্টি সালে জেলে থাকার সময় তিনি ওই বাগানটা শুরু করেছিলেন। তখন ওখানে টমেটো গাছ লাগিয়ে ছিলেন। কিছুদিন পরে জেল থেকে খালাস হয়ে গেলে ওই বাগানটা ছাব্বিশ সেলে যারা আছে তারা ফুলের বাগান করেছিল। ধীরেন বাবু বেশকিছু ফুলগাছ লাগিয়ে ছিলেন। আবার জেলে আসার পরে মুজিব খবর দিয়েছিলেন কয়েকটা গোলাপের চারা তাঁকে দিতে। আজ সকালে তারা তিনটি গোলাপের চারা দিয়ে গেছে। মুজিব গোলাপের চারা তিনটি নিয়ে বাগানে আসেন। নিজের হাতে গাছগুলো লাগান। দেখতে পান ফুলের রঙে ভরে আছে বাগানের নানাদিক। সুন্দর হয়ে উঠেছে বাগানটা। লাগানো গাছের গোড়ায় সার দিয়ে তিনি ঘাসের উপরে পা ছড়িয়ে বসে পড়েন। বইপড়া আর বাগান করা তাঁর জেলজীবনকে স্বস্তি দেয়। তিনি অবসরে থাকেন এটা মনে করেন না। এসবের মধ্যে জীবনের নানা দিক ভরিয়ে তোলেন। বিশেষ করে সাধারণ কয়েদিদের জীবন দুর্বিষহ। তিনি তাদের কথাও ভাবেন। তাঁর কাছে ভালো খাবার থাকলে তিনি তাঁদের জন্য রেখে দিয়ে ডেকে এনে খেতে দেন। ওদের খুশির চেহারা দেখে খুবই আনন্দ লাগে তাঁর। এভাবে তিনি জেলজীবনকে সাধারণ দিনযাপনের মতো করে তোলেন। একথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে রেণুর চেহারা ভেসে ওঠে। ডানদিকের গাছে ফুটে থাকা লাল গোলাপের ডালটা টেনে নাকের কাছে ধরেন। স্নিগ্ধ গন্ধ নাকে টেনে বলেন, রেণু তুমি আমার লাল গোলাপ। জেলখানার ফুলের গন্ধ তোমাকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বাড়ি গেলে লাল গোলাপ তোমার খোঁপায় গুঁজে দেব। জেলখানার ভেতরে আমি একটি বাগান করেছি। তোমাকে দেখাতে পারব না কোনদিন। তোমার দিকে তাকিয়ে আমি জেলখানার বাগান দেখতে পাই। আমি জেলের অন্য কয়েদিদের মতো মন খারাপ করে থাকি না।

তখন তাঁর পাশে এসে বসে হারুন।

- মুজিব ভাই।

- কি রে হারুন? কেমন আছিস?

- মুজিব ভাই আপনি শুধু আমাদের নেতা না। আমাদের আপনজনও।

- আহা রে- সবার কথা আমার খুব মনে হয়।

- আমরা জানি তা। কোনো ভালো খাবার আপনি একলা খান না। আমাদের সবাইকে ডেকে ডেকে খাওয়ান।

- খাওয়াব তো। অনেকে যে বলে জেলের ডাল-ভাত খেতে খেতে পেটে চর পড়ে গেছে। আমার কাছ থেকে একটু খাবার খেয়ে সবাই খুব খুশি হয়। ওদের দিকে তাকালে আমার বুকভরে আনন্দ ভাসে।

- মুজিব ভাই, এজন্য আপনি এত বড় মানুষ। আপনার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

- থাক, এসব কথা বলতে হবে না।

- আপনার বাগানের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়।

- জেলখানায় আমার সময় কাটে বই পড়ে আর বাগান করে।

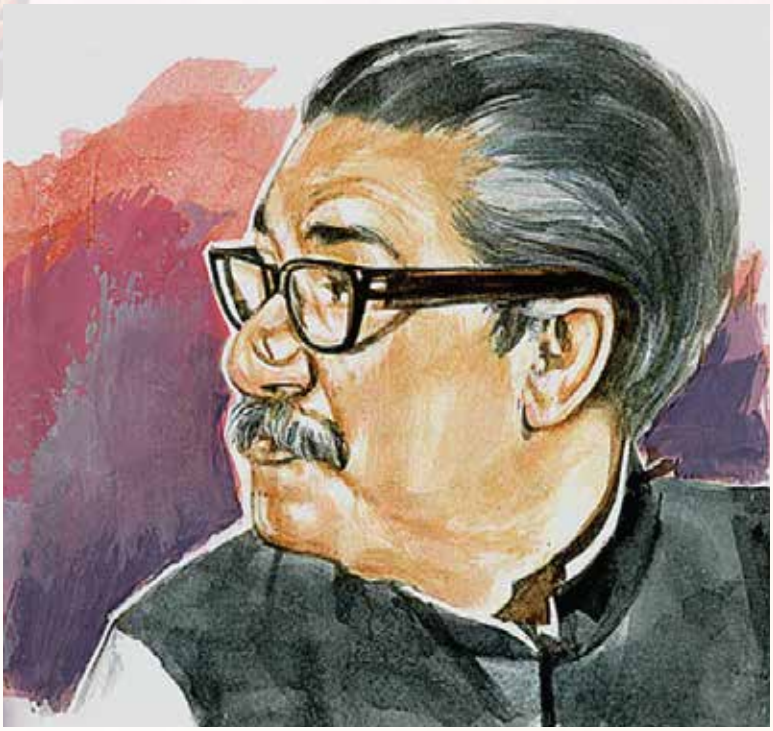

- আমিও এখন থেকে আপনার সঙ্গে বাগানে কাজ করব। ফুলের মধ্যে বসে থাকব। মনে করব আমি জেলখানায় নেই।
- ভালোই তো চিন্তা করলি রে হারুন। এখন থেকে আর জেলখানায় আসার মতো কাজ করিস না।
- জেলখানা থেকে বের হলে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। ভালোভাবে থাকার জন্য।
- ঠিক আছে রাখিস। আমি দেখব তোকে।
- আমি যাই।

মুজিবের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে ও উঠে যায়। মুজিব গোলাপ ফুলটা ছিঁড়ে জামার বুকপকেটে রাখেন। তারপর ফিরে আসেন নিজের ঘরে। ভাবেন, বাগান আর ফুল বেঁচে থাকার রঙিন প্রভাত। এসব না থাকলে বেঁচে থাকা ডাল-ভাত হয়ে যায়।

ঘরটা গুছিয়ে রেখে মুজিব বিছানায় শুয়ে পড়েন। ভাবেন, ঘুমাবো না। শুধা স্বপ্ন দেখব। নইলে নিজের সঙ্গে কথা বলব। এভাবে সময় কাটে তাঁর। এমন সময় কাটালে নিজের ভেতর অনেক কিছু গুছিয়ে রাখা যায়। চিন্তা এমন একটি জায়গা। বালিশে মাথা রেখে চোখ বড় করে উপরে তাকান। সাদা ছাদে কোনো ছবি নেই। তারপরও মনে করেন সাদা ছাদে তাঁর চিন্তা ফুটে আছে। তিনি ছাড়া এই চিন্তা আর কেউ দেখতে পাবে না। আশ্চর্য নিঃশব্দ ভুবন এটা। সেদিকে তাকিয়ে থেকে শুরু করেন নিজের সঙ্গে কথা। তারপর মনে করেন কথাগুলো ডায়রিতে লিখবেন। উঠে বসে ডায়রিতে লিখতে আরম্ভ করেন: "আমি যাহা খাই ওদের না দিয়ে খাই না। আমার বাড়িতেও একই নিয়ম। জেলখানায় আমার জন্য কাজ করবে, আমার জন্য পাক করবে, আমার সাথে এক পাক হবে না! আজ নতুন নতুন শিল্পপতিদের ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও দুই পাক হয়। সাহেবদের জন্য আলাদা, চাকরদের জন্য আলাদা। আমাদের দেশে যখন একচেটিয়া সামন্তবাদ ছিল, তখনও জমিদার তালুকদারদের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা ছিল না। আজ যখন সামন্ততন্ত্রের কবরের উপর শিল্প ও বাণিজ্য সভ্যতার সৌধ গড়ে উঠতে শুরু করেছে তখনই এই রকম মানসিক পরিবর্তনও শুরু হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের শোষণের চেয়েও এই শোষণ ভয়াবহ।"

নিজের চিন্তা ডায়রিতে লিখে কয়েকবার পড়ে খুব খুশি হন। এই তাত্ত্বিক ধারণা থেকে গণমানুষের প্রতি নিবেদনের জায়গাটি আরও গভীর করে তোলেন। জেলখানা থেকে ছাড়া পেলে এসব চিন্তা তাঁকে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে সাহসী করে তুলবে। তিনি তাঁর ভাষণে এসব কথা বলে সাধারণ মানুষকে বুঝতে সাহায্য করবেন। লেখা শেষ করে ডায়রি বন্ধ করে রাখেন। এক গ্লাস পানি খান একটানে। তখন দরজায় টুকটুক শব্দ হয়। দরজা খুলে দেখতে পান শুকনো মুখে একজন কয়েদি দাঁড়িয়ে আছে। ওর নাম জানা নাই তাঁর।

- স্যার।
- কি রে নাম কী? কেন এসেছিস? মুজিব ওকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়ান।
- আমার নাম খলিল। আমি আপনার কাছ থেকে ভালো খাবার খেতে এসেছি।
- এখন তো খাবার নেই রে-
- সব খাইয়ে দিয়েছেন?
- হ্যাঁ, যা ছিল সব দিয়ে দিয়েছি।
- তাহলে আর কি, আমরা মন খারাপ করে গেলাম।
- মন খারাপ করিস না। আমার কাছে খাবার এলে তোদেরকে ডেকে আনব।
- আচ্ছা।

খলিল পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে চলে যায়। মুজিব তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। ও আড়াল হয়ে গেলে বাগানে দৃষ্টি ফেরান মুজিব। হলুদ পাখি দুটি উড়ে এসে আমগাছে বসে।

দেখতে পান বেশ কয়েকজন কয়েদি ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে। ওদের অপরাধ নানারকম। তিনি নিজেকে বলেন, আমার রাজনীতি তোমাদের জন্য। তোমরা নানা অপরাধ করে জেলে আসো। তোমরা আমার স্বপ্নের মানুষ হয়ে যাও। আকাশের নীলরঙ আমাদের শরীরে বসন্তের সুবাস ছড়াবে। বন্ধুরা বাজে অপরাধ করে জেল খাটবে না। তোমাদেরকে সুন্দরভাবে বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্ন আমার রাজনীতি।

*লেখক: কথাসাহিত্যিক*

## বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি

সোহরাব পাশা

বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি থেকে রক্তের ধারায়
ভিজে যায় বাংলার সবুজ প্রান্তর,
আগুনের জলছবি মিশে যায় মেঘের ডানায়
সব পাখি ফেরেনি সেদিন স্বপ্নময় ঠিকানায় ;

জল নয়-গাঢ় লালখুনে ভিজে যায়
চোখের রোদ্দুর
সমুদ্র ধারণ করে না সেই দীর্ঘশ্বাসের তীব্র
আগুন নদী সে এক নির্মম-নিষ্ঠুর
পৈশাচিক করুণ ভয়াল মৃত্যু,

বিহ্বল স্তব্ধতা নেমে আসে চেতনার
রৌদ্রালোকে থেমে যায় মহানায়কের উজ্জ্বল পায়ের শব্দ
পাখিরাও ভুলে যায় ভোরের সংস্কৃতি
অন্ধকারে ঢেকে যায় দুঃখি বাংলার মুখ,

'বঙ্গবন্ধু নেই' শুধু এই শব্দে রক্ত
বৃষ্টিভেজা চোখে কেঁদে ওঠে বাংলাদেশ।

বঙ্গবন্ধু তোমার মৃত্যু নেই
তুমি জেগে আছো উজ্জ্বল লাল সবুজ পতাকায়
জেগে আছো প্রাণে প্রাণে শ্রদ্ধায় নিবিড় ভালোবাসায়,
বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ অভিন্ন চেতনা
বাঙালির তীব্র অহঙ্কার।

## আগস্ট এলে

গোলাম নবী পান্না

দেশটা স্বাধীন হলে পরে নির্ভয়ে পথ চলা,
তেমনি ভাষায় দখল পেলে কথাটা হয় বলা।

এমন ভেবেই তিনি যখন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে
জাতির কাছে পৌঁছে গেলেন সফল বিজয় দিয়ে।

তখন তিনি প্রাণের স্বজন দেশের প্রিয় নেতা
'বঙ্গবন্ধু' একজনই হন ভুলতে পারে কে তা?

আগস্ট এলে শোকের ছায়া বুকেই চেপে ধরে
শোক থেকে ফের শক্তি খুঁজি তাঁকেই স্মরণ করে।

কারণ তাঁকে স্মরণ করায় শক্তি ফিরে আসে
আসনকাঁপা ভাষণ আজো হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে।

সেই ভাষণের প্রেরণাতে আমরা জেগে উঠি
আঁধার ভুলে আলোর পথে নতুন বেগে ছুটি।

## কিংবদন্তি রাজা

অঞ্জনা সাহা

যখন নতুন স্বদেশ গড়ার স্বপ্ন
তোমার তরুণ চোখের তারায় ঝলমল করে উঠলো;
তোমার অনুগত ভক্ত-সহযোগীদের চোখেও
বিপুল গৌরবে জ্বেলে দিয়েছিলে আলোকচ্ছটা।
দুঃসাহসের ডানায় ভর করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে
একের পর এক জগদ্দল পাথর সরাতে থাকলে-
সে-এক কিংবদন্তি রাজার জলজ্যান্ত ইতিহাস।
শোষিত আর বঞ্চিতের কাছে রাখলে তোমার সুতীব্র অঙ্গীকার।
জনতা জাগলো নির্ভয়ে, ছিনিয়ে নিতে তাদের আপন অধিকার,
অকাতরে দিলো প্রাণ;
রক্তগঙ্গা পেরিয়ে এলো ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলব্যাপী
ঐতিহাসিক মানচিত্র–যার নাম বাংলাদেশ।
পুরনো পতাকা ছিঁড়ে-খুঁড়ে আকাশের বুকে জেগে উঠলো
লাল-সবুজের স্বাধীন পতাকা।
কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হলো...'আমার সোনার বাংলা...।"

স্বাধীন বাংলা গড়তে তুমি আত্মায়, রক্ত-মাংস-মজ্জায়
লালন করতে যেই স্বপ্ন, তোমার দেখা সেই স্বপ্ন
আজ সফল হতে চলেছে!
দূর-নক্ষত্রের মহাকাশ থেকে
তুমি কি দেখতে পাচ্ছো পিতা?
তোমার সুযোগ্য কন্যা এনে দিলো
তোমারই দেখা স্বপ্নলোকের চাবি।
সুযোগ্য উত্তরাধিকারী আত্মজ তোমার;
আমাদের প্রিয় সহোদরা–
বিশাল পদ্মার বুকে পতাকার মতোই তোমার
স্বপ্নের সেতু দৃশ্যমান আজ।

# চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

## আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

আটচল্লিশ বৎসর পূর্বে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি সোমবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নয় মাস চৌদ্দ দিন পাকিস্তানে বন্দী জীবনের পর স্বাধীন মুক্ত বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আর সে সময় থেকে বাঙালি জাতি প্রতি বৎসর এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় "বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস" হিসেবে উদযাপন করে। বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং একই সাথে সংকল্পবদ্ধ হই যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আমরা অবশ্যই বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাব।

প্রতি বছর ১০ই জানুয়ারি এক আনন্দের দিন হিসেবে বাঙালির মাঝে ফিরে আসে। এই দিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বাঙালি তাদের প্রিয়তম নেতাকে ফিরে পেয়ে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। রেসকোর্স ময়দান সেদিন আনন্দ, ভালবাসা ও কান্নার রোলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে একজন সাংবাদিক 'প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর কোন বাণী আছে কি-না' জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু স্মিতহাস্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ ভয় নাই ওরে ভয় নাই/ নি:শেষে প্রাণ যে করিবে দান/ ক্ষয় নাই ওরে ক্ষয় নাই...' পঙতিগুচ্ছ উদ্বৃতি করে বলেন যে আজকের দিনে জাতির প্রতি এটিই আমার বক্তব্য। সেদিন বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে নিজস্ব গুণাবলী ও নৈতিক মূল্যবোধের দ্বারাই বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতি তার মহানুভবতায় ভাস্বর হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু যেদিন স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন সেদিনই বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্খা পরিপূর্ণতালাভ করে। ষোলই ডিসেম্বর একাত্তরের পর থেকে জাতি অপেক্ষার প্রহর গুণেছে কখন স্বাধীনতার স্থপতি বাংলাদেশে ফিরে আসবেন।

বঙ্গবন্ধু যখন ৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২:৩০ মিনিটে লন্ডনে পৌছান তখনই বিশ্ব গণমাধ্যমে বাঙালি জানতে পারে যে তাদের প্রিয় নেতা এখন মুক্ত আর বঙ্গবন্ধু হিথ্রো বিমানবন্দরে

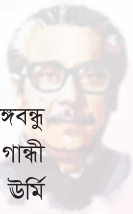

অবতরণ করে বলেন 'আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত।'

বাঙালির মুক্তিদূত ও মুক্তিদাতা মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব এভাবেই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে মুক্তির জয়গানই শুনিয়েছেন। লন্ডন থেকে সাইপ্রাসে বিমানের রিফুয়েলিং করে দিল্লী হয়ে বঙ্গবন্ধু ঢাকার তেজগাঁও বিমান বন্দরে অবতরণ করেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আপরাহ্ণ ১টা ৪০ মিনিটে।

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু সেদিন (তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে) সমবেত জনসমুদ্রে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা' বাঙালি জাতির চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস । তিনি বলেছিলেন 'স্বপ্ন আমার সফল হইয়াছে... স্বাধীনতা আর কেউ হরণ করিতে পারিবে না', 'আমার বাঙালিরা আজ মানুষ হইয়াছে,' 'আমার নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক।'

কি বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু সেদিনের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে? তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক ভাত, কাপড় ও মাথা গোঁজার ঠাই পাবে, বাংলাদেশ থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি নির্মূল করা হবে, দখলদার বাহিনীর দালালদের বিচার হবে ও পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর গণহত্যার বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে। তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এখনও ষড়যন্ত্র চলছে, আমরা প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি, প্রয়োজন হলে প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা সুরক্ষা করব।

ত্রিশ লাখ শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করে বক্তৃতার শেষে বঙ্গবন্ধু স্বয়ং সেদিন মোনাজাত পরিচালনা করেছিলেন।

মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বঙ্গবন্ধু ভারত, তদানিন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্যসহ সকল বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রতি ধন্যবাদ জানান।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আগেই ৮ই জানুয়ারি, ১৯৭২ শনিবার লন্ডনে পৌছেই বঙ্গবন্ধু স্বদেশের সাথে টেলিফোনে সংযুক্ত হন। তিনি সেদিন বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সোয়া পাঁচটায় ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ১৮ নম্বর সড়কে বেগম মুজিবের অস্থায়ী বাসভবনে ফোন করে কথা বলেন শেখ কামাল, বেগম মুজিব, শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, কনিষ্ঠ পুত্র রাসেলসহ সেখানে উপস্থিত অনেকের সাথে। বঙ্গবন্ধু বঙ্গভবনে ফোন করে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সাথেও কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর টেলিফোন সংলাপের খবর পরদিনের আজাদ পত্রিকায় 'একটি কণ্ঠ: কয়েকটি মুহূর্ত কিছু আবেগ-অনেক কান্না' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসটি ছিল সরকারি ছুটির দিন। জাতির পিতার ঢাকায় পদার্পণ উপলক্ষ্যে ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখ সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বলেন '১০ই জানুয়ারি হবে জাতির জীবনে সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন।' তিনি স্মিতহাস্যে সাংবাদিকদের বলেন 'সম্ভবত কেউ আনুষ্ঠানিক ছুটি ঘোষণার জন্য আগামিকাল অপেক্ষা করবেন না।

ঢাকায় আসার পথে বঙ্গবন্ধু স্বল্প সময়ের জন্য নয়াদিল্লীতে যাত্রাবিরতি করে ভারতীয় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন 'বাংলার দুঃখ মোচনে ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।'

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তির সংবাদের পর থেকে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় যেসব খবর ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় তার কয়েকটি শিরোনাম ছিল 'হে বীর হে নির্ভয়/ তোমারই হলো জয় (পূর্ব দেশ), আমার সোনার বাংলা আজ মুক্ত/ বঙ্গবন্ধু এখন লন্ডনে (ইত্তেফাক), জনগণের মাঝে ফিরে যেতে চাই/ এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নই (দৈনিক বাংলা), ঐ মহামানব আসে/ দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে (ইত্তেফাক), ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়/ মাগো, তোর মুজিব এল ফিরে (পূর্ব দেশ), আমার আনন্দ, বঙ্গবন্ধু বিজয়ীর বেশে ফিরিয়াছেন-ইন্দিরা গান্ধী (ইত্তেফাক), জনতার সাগরে জেগেছে উর্মি (সংবাদ)। সেসময়ের গণমাধ্যমে জাতির মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী মুজিব অনুভূতি স্থায়ীভাবে রক্ষিত আছে। আজকের দিনে আমাদের দায়িত্ব হবে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা-মুজিব অনুভূতিকে সমুন্নত রাখা।

ঢাকার ধানমন্ডিস্থ ১৮ নম্বর সড়কের অস্থায়ী বাসভবনে জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর প্রথম রাত্রি যাপনের অনুভূতি বর্ণনা করতে একজন সাংবাদিকের অনুরোধে ১১ই জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'ইহা বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নাই। বঙ্গবন্ধু এই সময় মুখে মৃদু হাসির আভা ছড়াইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' উচ্চারণ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারিত হয় বাঙালির এই প্রিয় গান।

বঙ্গবন্ধুকে করাচির ফয়সালাবাদের একটি কারাগারে আটকে রাখা হয়েছিল। পরে মিয়ানওয়ালি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রবল বাঁধা উপেক্ষা করে পাকিস্তান সরকার সামরিক গোপন আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু করে। প্রহসনমূলক সে বিচারে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশের প্রবল প্রতিবাদের মুখে সে রায় বাস্তবায়নের পথে তারা এগোয়নি। কিন্তু কারাগারে বঙ্গবন্ধুর মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তারা সবকিছুই করেছে। এমনকি কারা অভ্যন্তরে কবর খনন করা হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর বঙ্গবন্ধুকে সমাহিত করার জন্য। সে কবর দেখে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- 'তোমরা আমার লাশটি আমার বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও। যে বাংলার আলো বাতাসে আমি বেড়ে উঠেছি সেই বাংলায় আমি চিরনিদ্রায় শায়িত থাকতে চাই'। তিনি আরো বলেছিলেন 'ফাসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব বাঙালি, বাংলা আমার দেশ,

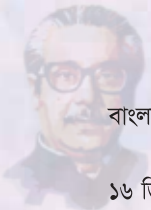

বাংলা আমার ভাষা।'

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ফলে পাকিস্তান সরকারের উপর বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দানের চাপ বাড়তে থাকে। বিশ্ব সম্প্রদায় দাবি তোলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। বঙ্গবন্ধুকে বন্দী রাখার কোন অধিকার পাকিস্তানের নেই।

বিশ্ব মুক্তিকামী জনতার দাবির মুখে পাকিস্তান বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয় ৮ জানুয়ারি ১৯৭২। ইতোমধ্যে পাকিস্তানের ক্ষমতার পালাবদল ঘটে। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রাক্কালে ভুট্টোই বঙ্গবন্ধুকে 'ফ্রিম্যান' হিসেবে ঘোষণা দেন। ফলে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তণের পথ উন্মুক্ত হয়। উল্লেখ্য ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য ভুট্টোর অনুমতি চেয়েছিল এবং বলেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

১৯৭২ এর সে সময়ে ভারত ভূখন্ডের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ছিল। ফলে বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার জন্য পাকিস্তান থেকে লন্ডন হয়ে আসার ইচ্ছা ব্যাক্ত করেন। ১৯৭২ এর ৮ জানুয়ারি পিআইএ-র একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু প্রথম লন্ডন গমন করেন। সেখানে পৌঁছার পর বিশ্ব মিডিয়ার সাংবাদিকদের তিনি বলেন- 'আমি আমার জনগণের নিকট ফিরে যেতে চাই'। বাঙালির জন্য বঙ্গবন্ধুর হৃদয় ব্যাকুল ছিল। তখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এডওয়ার্ড হিথ। তিনি বৃটিশ রাজকীয় বিমানবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন একটি বিশেষ বিমানে করে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় পৌঁছে দেয়ার। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দিল্লি বিমান বন্দরে পৌঁছান। সেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে ভিভি গিরি ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানান। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাযুদ্ধে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নয়াদিল্লিতে বঙ্গবন্ধুকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি বঙ্গবন্ধুকে 'যথার্থই জাতির জনক' বলে অভিহীত করেন এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেন-"আমার আনন্দ বঙ্গবন্ধু বিজয়ের বেশে ফিরিয়াছেন। ১০ জানুয়ারি নিয়ে দৈনিক পূর্বদেশ 'ভালোবাসার অর্ঘ্য নিয়ে জাতি উন্মুখ' শীর্ষক সংবাদে উল্লেখ করে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাঙালি জাতির জনক, বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম জনগণ বরেণ্য নেতা, বাংলার মানুষের একান্ত আপনজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ শত ৯০ দিন পর আজ সোমবার (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) জন্মভূমির কোলে, প্রাণপ্রিয় মানুষের কাছে ফিরে আসছেন। ফিরে আসছেন শত্রুর কোপানলের অগ্নিপরীক্ষায় খাঁটি সোনা হয়ে সোনার বাংলার বুকে। প্রিয় নেতা বলতেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। '-প্রিয় নেতার কথার প্রতিধ্বনি তুলে বাংলার মানুষ 'আমাদের সোনার মুজিব, আমরা তোমায় ভালোবাসি,' বলার জন্যে উন্মুখ সাগ্রহ প্রতীক্ষা আজ সাঙ্গ হবে। নেতা ও জনগণের ভালোবাসায় দুই সমুদ্র একাকার হয়ে রূপ নেবে ভালোবাসার মহাসমুদ্রে।"

পূর্বদেশ ৯ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে 'ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়, মাগো, তোর মুজিব এলো ফিরে।'-সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়- "অনেক ধৈর্য, অনেক কামনা, অনেক প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজই রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি বিমান তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। আমরা ফিরে পাব বঙ্গবন্ধুকে। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রাণের প্রিয় স্বাধীন বাংলাদেশকে বিশ্বের জাতিসমূহে গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে নতুন আদর্শে উজ্জীবিত করে নতুন পথে, দেশগড়ার পথে পরিচালিত করার সুযোগ পাবেন। তাই-তো আজ আমাদের এই আনন্দ। আজ থেকে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের অবসান হতে চলেছে। মহান রাষ্ট্রনায়কের মহান আদর্শে আজ থেকে শুরু হবে নতুন চলার পথের নির্দেশ।"

তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বিশাল জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'কবিগুরু, তুমি বলেছিলে সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করোনি। কবিগুরু তুমি দেখে যাও আমার সোনার ছেলেরা আজ মানুষ হয়েছে। তোমার এই আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। বাঙালি জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে তারা মানুষ, তারা প্রাণ দিতে জানে, এমন কাজ তারা করেছে যার নজির ইতিহাসে নাই।'

১০ই জানুয়ারি বাঙালির ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সারাজীবন যিনি বাঙালির শোষণ মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলার কৃষক শ্রমিক, আপামর জনতাকে যিনি অসীম দরদে ভালোবেসেছিলেন তিনি জনতার মাঝে ফিরে এসেছেন। এ যেন এক অসীম আনন্দ। "অসীম আনন্দ বিধাতা যাহারে দেন তার বেদনা অপার"। পরবর্তী জীবনে ঘাতকরা তাই ঘটিয়েছিল। যার কথায় বাঙালি উজ্জীবিত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যার উপস্থিতি বাঙালির রক্ত কণিকায় আনন্দের নাচন যোগাত, যার নেতৃত্বে বাঙালি পৃথিবীর বুকে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে সার্বিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করেছিল। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫-এ সেই মাহমানবকে সপরিবারে হত্যা করে স্বাধীনতার শত্রুরা চরম প্রতিশোধ নিয়েছিল এবং বাঙালির অপার আনন্দকে অপার বেদনায় ঢেকে দিয়েছিল।

নির্ভয়ে আভিজাত্যের সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে বঙ্গবন্ধু আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি ও জীবনদর্শনই বিশ্বমানবতার মুক্তির আন্দোলনকে সর্বদা জাগরিত রাখবে। শোকের মাসে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতাকে।

*লেখক: প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা*

# হে মরমী জনক

## জহীর হায়দার

জনক
হে মরমী জনক
অগ্নিযুগের এ সম্ভ্রান্ত পুরুষ
পৃথিবীর হে সিংহমানব

যারা তোমার পবিত্র আত্মাকে
সর্বনাশের কোলে ঠেলে দিয়ে
বিধ্বস্ত ক'রেছে দেশ
আমি তাদের সমুদ্র, মাটি, হাওয়া আর
সূর্যের সঙ্গে তোমার রক্তাক্ত হা-মুখের করুণ নৈঃশব্দ্য বুকে নিয়ে অভিশাপ দিচ্ছি
মর্তের ওই নরপশুদের নির্মম পাশবিকতার পতন হোক- পতন হোক পতন হোক
পতন হোক-
পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হোক সর্বতোমুখি বর্বরতা
স্রোতের সঙ্গে মিশে যাক শত্রুর বিধ্বংসী আগুন:

নিহত জনকের স্বপ্নকে ঘিরে
গড়ে উঠুক সোনার এ দেশ
বঞ্চিত শিশু ফিরে পাক ভোরের মানবিক
আলো আর মনুষ্যজাত দুঃখ-সুখ
আহত নক্ষত্রেরা ভুলে যাক কান্না
শান্তির কপোতেরা মুছে ফেলুক অশ্রু,

আমি প্রার্থনা করি
নিহত দেশপ্রেমিকেরা পুনরায় জেগে ওঠার
শক্তি ফিরে পাক প্রার্থনা করি
আমি প্রার্থনা করি:

চাপা পড়া স্বাধীনতার আবার উদার অভ্যুদয় ঘটুক,
শান্তির এই স্বদেশভূমিতে
আমি প্রার্থনা করি, আমি প্রার্থনা করি-

# বঙ্গবন্ধু: বাংলার বন্ধু মুক্তির অঙ্কিতা

## এস এম তিতুমীর

কোন্ ঘন অমানিষা, বিপদ
শ্বাপদ সংকুল আপদ। আগুন নদী
বাধার গিরি, কাঁটা পথ হেঁটে  হেঁটে
নিরবধি। আসলো সবুজ আলো, মাটির ঘাসে

আর্যরা হাসে।  হাসির ছন্দে ছন্দে
অনুপম আনন্দে, সভ্যতা মাথা তুলে। খুলে
বন্যতা। সুউচ্চ শাল-পিয়ালের শীর্ষ ছুঁয়ে
তার গা বেয়ে ধীরে ধীরে নুঁয়ে। মাটির কাছে
আলো হাতে এখনো শুয়ে আছে। সত্তা শিকড়
কচি পাতাদের মুখে মুখে গান, বেড়ে ওঠার আহ্বান
পরশ মাখানো উচ্চ শিখর। দুর্বাদলের মেঠো আলে

মানব বন্ধু, বাংলার মাটি-ঘর, খড় বাধা চালে। মনে
ক্ষণে ক্ষণে প্রতিক্ষণে। বাঁচালে হাজার ফুলের কুঁড়ি
প্রাণের বন্ধু, দিলে অমেয় বন্ধন, এই বাংলাকে
হৃদয়ের ডাকে। কোথায় অস্ট্রিক দ্রাবিড় শান্তপুরি
কোথায় এমন কিংশুক। শিম সজনে সর্ষে ফুলের রং
পিতামহ, পিতামহ থেকে। মাতামহ মাতামহর মমতা তলে
যে বুলি দাঁড়ালো কণ্ঠে, কোটি বাঙালির বুক। বুক জেঁকে
ওই তর্জনীতে লেখে, বাংলার মুক্তি। জাতির পিতা
ওই সমাসীন চোখ, শুদ্ধ ঐক্যের অনন্য আকর; অন্তরে গড়া
অকৃত্রিম বন্ধুর বন্ধনী, সমর্পিত, সমুজ্জ্বল বাংলার গাঁ পাড়া।
বন্ধু পাগল সাড়া। নিঃসীম দেশপ্রেমে, উত্তাল আত্মহারা
সেই তো মুক্তির দূত। মহান মানব। মুক্তির অঙ্কিতা।

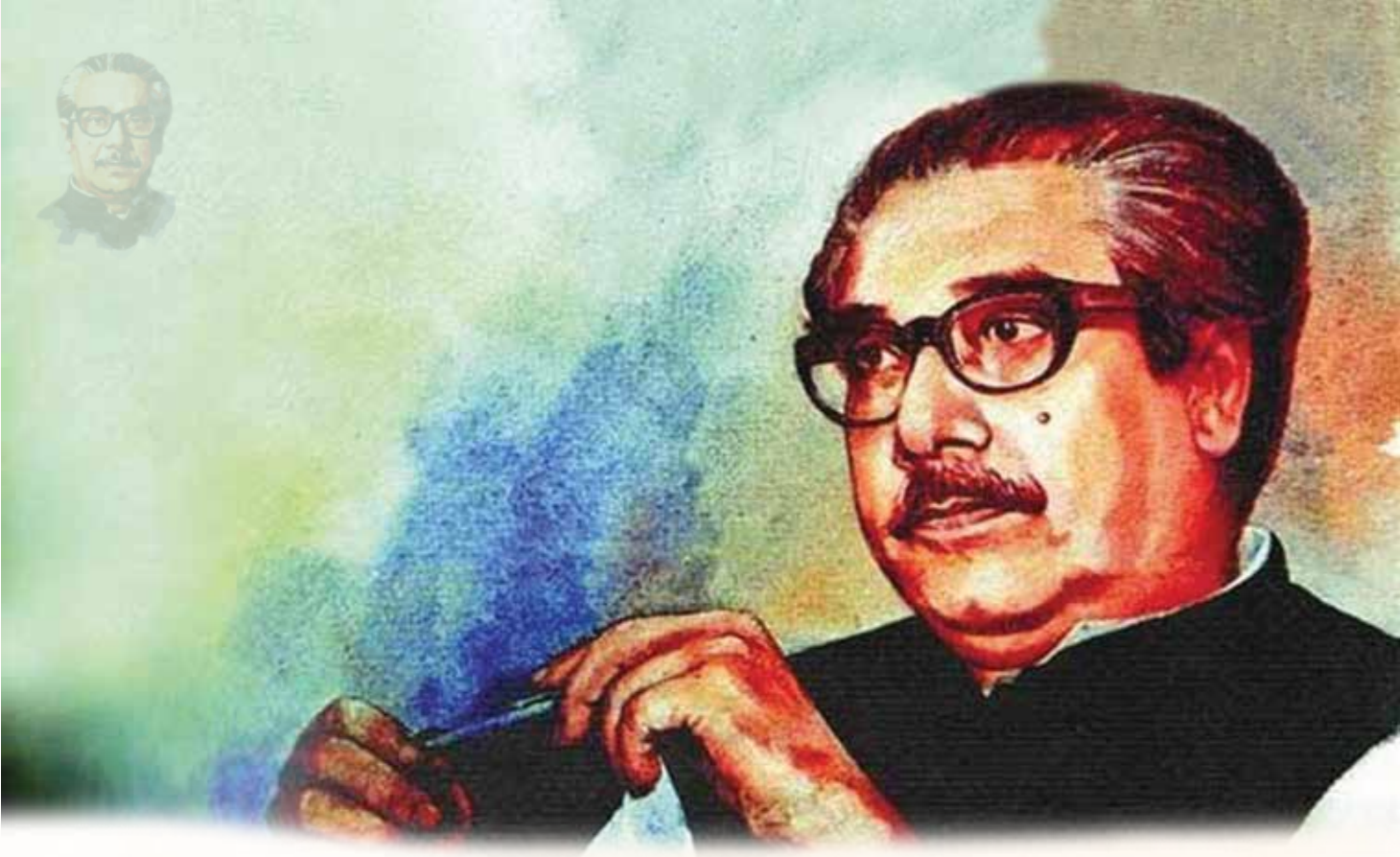

# শেখ মুজিবুর রহমান: জাতির পিতা পরিচয়ের আড়ালে অনন্য এক লেখকসত্তা

আরফান হাবিব

শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। মূলত তিনি রাজনৈতিক-রাজনীতির কবি। তাহলেও তাঁর প্রতিভা বিকিরিত হয়েছে আরো বহুভাবে এবং তার মধ্যে লেখকসত্তার গভীরতা ছাপিয়ে গিয়েছে অন্য সবকিছুকে। বাংলার ইতিহাস ও বাংলা সংস্কৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রভাব গত একশত বছরে ব্যাপ্তভাবে বিস্তারিত ও সমীরিত হয়ে আছে এবং থাকবে। বঙ্গবন্ধুর সাহিত্য সৃষ্টিধারা ঝরনার মতো উৎসারিত হয়নি বটে, কিন্তু ফল্গুধারার ন্যায় নিজস্ব পরিসরে তার মহত্ত্ব, বিশালত্ব ও বিচিত্রতা বিস্ময়কর। সাহিত্যকর্ম গ্রন্থাকারে একত্রিত করে যাবার গার্হস্থ্য মানসিকতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল না, সে সময়ও তিনি পাননি। বাংলা সাহিত্যের স্বল্পকাল সাহিত্যসাধকের শ্রেষ্ঠতম একজন তিনি। আজ আমাদের উপরে দায়িত্ব এসে পড়ছে এই অনন্য লেখকের তাবৎ সাহিত্যকর্ম একত্রীকরণের। চতুর্দিক থেকে আলো ফেলে নিরন্তর বিচার ও পুনর্বিচারের মাধ্যমে অনাগত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়ার।

রবীন্দ্রসমালোচকেরা মনে করেন- রবীন্দ্রনাথ যদি শুধুমাত্র 'একরাত্রি' গল্পটি লিখতেন তবুও তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে অমর হতে পারতেন। বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যদি তিনি ৭ই মার্চের ভাষণ ছাড়া আর কোন সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি নাও করতেন তবুও তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হতেন। ৭ই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর মৌলিক সৃষ্টি। বর্তমানে সাহিত্যস্বরূপ শ্রেণিকক্ষে পাঠ্য এবং নিন্দুকদের মনে করে দেওয়া উচিত ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজউইক' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করা হয়- ৭ই মার্চের মহাকাব্যিক ভাষণের জন্য। আমরা সৌভাগ্যবান যে, বঙ্গবন্ধু তার দীর্ঘ কারাজীবন অপচয়ের হাতে তুলে দেননি। বাগান করা কিংবা বন্দিদের জন্য খিচুরি রান্নার মতো শৈল্পিক কাজ যেমন তিনি করেছেন, তেমনি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেন। যার ফলে বাংলা সাহিত্যের ধারায় যুক্ত হয় তিনটি অনন্য গ্রন্থ- অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা ও আমার দেখা নয়াচীন। প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নিয়ে স্মৃতিকথা। মাত্র তিনটি গ্রন্থ একজনকে সার্থক লেখকে পরিণত করতে পারে? অবশ্যই। শুধুমাত্র একটি গ্রন্থও একজন কবিকে অমরত্ব দিতে পারে। বিশ্বসাহিত্যে এর শত উদাহরণ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে বঙ্গবন্ধু তেমনি প্রজ্জ্বোল একটি উদাহরণ। পৃথিবীর সব ইতিহাস সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রনায়কই মূলত লেখক, দার্শনিক ও চিন্তক এর সমন্বয়ে বিকশিত। প্রাচীনতম রাষ্ট্রনায়ক

পেরিক্লিস থেকে শুরু করে আব্রাহাম লিংকন, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলাসহ অসংখ্য রাজনিতিক এর রয়েছে লেখক-দার্শনিক সত্তার পরিচয়। আর এই লুপ্ত-বিরল বৈশিষ্ট্য অপ্রতিরোধ্যভাবে ধারণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ফলত সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে আজ তিনি অনন্য এক নাম। আসুন দেখি কেমন করে একজন জননেতা লেখক হয়ে উঠলেন এবং তাঁর সৃষ্টির বিভা কতটুকু।

একটি সার্থক জীবনের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী':

ইতিহাস চেতনা, সমাজ-অভিজ্ঞতা ও কালজ্ঞান এই বোধ যখন কোন ব্যক্তিমানসের সংবেদনার স্তর থেকে চেতনাপ্রবাহের নিগুঢ় আবেগ ও বিশ্বাসের ঐক্যবিন্দুতে সুগঠিত করতে সমর্থ হয়- সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞা হিসেবে তখনই তার সিদ্ধি। লেখকসত্তার জন্য এ সাফল্য অনিবার্য শর্ত। কারণ লেখক জীবনার্থের রূপান্বিত রূপক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনসম্পৃক্ত অভিজ্ঞতার প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্য দিয়ে অনিবার্য এ শর্ত পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। সাহিত্যের চিরায়ত ধারায় এ বৈশিষ্ট্যটি না থাকায় অনেকেই বিলুপ্ত হয়েছেন। কিন্তু আমরা অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র লেখককে দেখতে পাই একজন চিরায়ত লেখকের ভূমিকায়। ব্যক্তিজীবনের বহমান স্রোতের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হলেও জীবন ও জীবন-দর্শন সমার্থক নয়। ব্যক্তির কালগত ক্রমিক অভিজ্ঞতার যোগফল, ঘটনাধারার সমষ্টিই তার জীবন। সেক্ষেত্রে জীবনদর্শন হচ্ছে তার শুদ্ধ চৈতন্য, ব্যক্তির জীবননিষিক্ত সত্তা। সে অর্থে জীবনদর্শন মাত্রই স্তরবাহিক, গঠনশীল ও পরস্পরভিত্তিক। যা লেখককে সত্যিকার লেখকে রূপান্তর করে। অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে এর পরিব্যাপ্তি সুনিপুণভাবে বিকশিত। যার ফলে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এ গ্রন্থটি। অসমাপ্ত আত্মজীবনীর লক্ষাধিক কপি বিক্রি- বাংলা বই বিক্রির ইতিহাসে এক মাইলফলক। অন্যদিকে 'লালসালু' 'নক্সীকাঁথার মাঠ'সহ অন্যান্য যে সকল বই বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে বলে চিহ্নিত ছিল, সে সকল বইকে ছাপিয়ে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি বর্তমানে বাংলাদেশের সাহিত্যের সর্বাধিক অনূদিত বই। ইংরেজি, রুশ, তুর্কি, নেপালি, জাপানি, চীনা, আরবি, উর্দু, ফারসি, হিন্দি, স্প্যানিশ, অসমিয়া-সহ বেশ কয়েকটি ভাষায় বইটি অনূদিত এবং অপেক্ষায় রয়েছে আরো কিছু ভাষায় অনূদিত হওয়ার। বাংলাদেশে আর কোনো রচনা এমন বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। বইটিতে বঙ্গবন্ধুর জীবন, রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘটনা ও দার্শনিক মন্তব্যের আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনা- প্রতিটি পৃষ্ঠায় নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন-

'নতুন দিল্লি ঘুরে দেখলাম। নতুন দিল্লি এখন আরও নতুন রূপ ধারণ করেছে। ভারতবর্ষের রাজধানী। শত শত বৎসর মুসলমানরা শাসন করেছে এই দিল্লি থেকে, আজ আর তারা কেউই নাই। শুধু ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষর রয়ে গেছে। জানি না যে স্মৃতিটুকু আজও আছে, কতদিন থাকবে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ-১৪৪)

সত্যিকার এবং মহৎ সাহিত্যকর্ম- বলেই হয়তো প্রকৃতিও চায়নি বঙ্গবন্ধুর সাহিত্যকর্মগুলো হারিয়ে যাক। নয়তো '৭৫ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর এই সাহিত্যকর্মগুলো হয়তো আমাদের পর্যন্ত নাও আসতে পারত। যাইহোক আমরা সৌভাগ্যবান যে, আমরা এই অমূল্য খনির সন্ধান পেয়েছি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার বিভিন্ন লেখা বাছাই করে সংগ্রহ করে প্রকাশ করে জাতিকে সম্মানিত করেছেন। যদিও এর পেছনে রয়েছে তাঁর অপরিসীম ত্যাগ, শ্রম এবং ইতিহাস। অসমাপ্ত আত্মজীবনীসহ বঙ্গবন্ধুর বর্তমান তিনটি বই এর ভূমিকা লিখেছেন শেখ হাসিনা- যা বইগুলোকে করেছে আলংকারিক।

প্রথম জীবনের সামগ্রিকতার উপস্থাপনা রয়েছে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইয়ে। নিজের বিয়ের রোমান্টিক স্মৃতিও ব্যঞ্জনাময় হয়েছে বইটির পৃষ্ঠায়। প্রতিভার গ্রাহিকাশক্তি মূলতই নির্ভরশীল আত্মগঠন ও আত্মবিকাশ চর্চার উপর। কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ব্যতীত অসম্ভব। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটবিধৃত কোন ব্যক্তির চিন্তনক্রিয়া, অনুভবক্রিয়া ও কর্মক্রিয়ার প্রণালীবদ্ধ রূপ সমাজকাঠামোভুক্ত অপরাপর ব্যক্তির সংস্পর্শহত সংবেদনশীলতা দ্বারা বহুলাংশে হয় পরিপুষ্ট, পরিমার্জিত, রূপান্তরিত ও বিকশিত। এসকল লক্ষণ অসমাপ্ত আত্মজীবনীর লেখক এর মধ্যে বিরাজমান ছিল। তাই তার সাহিত্যকর্ম বিশুদ্ধ নান্দনিক। পাঠকহৃদয় বিস্মিত হবেন এমন অনেক উক্তি রয়েছে বইটির পাতায় পাতায়। যেমন-

'অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সে মরাতে শান্তি আছে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ-২০০)

'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃ-২০৯)

অসমাপ্ত আত্মজীবনী ২০১২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশনা সংস্থা- দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রচ্ছদ করেন সমর মজুমদার।

রোজ অনুপ্রেরণার উৎস 'কারাগারের রোজনামচা':

সাধারণ ডায়েরির কিছু পৃষ্ঠা বইয়ের রূপ পাওয়ার পর মনে হতে পারে এ আর এমন কি? পক্ষান্তরে পাঠে অগ্রসর হলে আমরা উপলব্ধি করি লেখকের অন্তর-সংগঠন, অন্তর্গত পরিচর্যা ও দৃষ্টিকোণের ব্যবহার, ভাষা-শৈলীর অন্তর্বয়ন- সর্বত্রই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রসর পরিশীলিত এবং তাঁর বিশ্বপ্রসারিত জীবনাদর্শ যা শিল্পবোধ উৎকীর্ণ। ১৯৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি থাকেন। সেই সময় কারাগারে প্রতিদিন তিনি ডায়েরি লেখা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাত দিয়ে এই ডায়রি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হয়। ডায়েরির ফারসি 'রোজনামচা' শব্দটি ব্যবহার করে বইটির নামকরণ করা হয়- কারাগারের

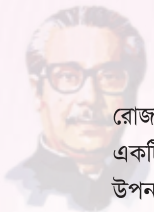

রোজনামচা। একজন রাজবন্দির কারাস্মৃতির একটি বই তাঁর লেখকগুণে হয়ে উঠে একটি উপন্যাসের চেয়েও ইন্দ্রজালময়। বর্ণনার নিখুঁত ভাষ্য এই বইকে করেছে অতিমাত্রায় দৃশ্যগুণময়। বইটি পাঠ শেষে মনে হয় এতো অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখককেও হার মানাবে। নিজের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পরিতৃপ্ত হয়ে আত্মঅনুকরণে নিমজ্জিত এ লেখকের লেখায় রয়েছে বৈচিত্র্যপ্রিয় ও নিঃসঙ্গ পথযাত্রার। এ অনুভব প্রকাশ করতে দেখি-

'সূর্য উঠেছে। রৌদ্রের ভিতর হাঁটাচলা করলাম। আবহাওয়া ভালই। তবুও একই আতঙ্ক- ইত্তেফাকের কি হবে! সময় আর কি সহজে যেতে চায়। সিপাহি, জমাদার, কয়েদি সকলের মুখে একই কথা, 'ইত্তেফাক কাগজ বন্ধ করে দিয়েছে।' (কারাগারের রোজনামচা, পৃ-১০১)

মানুষ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন অত্যন্ত সংবেদনশীল, তীক্ষ্ণধী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি-সচেতন এবং সাহিত্য সম্পর্কে সবিশেষ পরিজ্ঞাত। মনোধর্মের এই বিশেষ সংগঠনের কারণেই সমকালের বৈশ্বিক রাজনীতিতেও তিনি ছিলেন অগ্রসর। তাঁর ডায়েরি নিছক স্মৃতিকথা নয়। অন্যকথায়, জীবনবোধ ও তাঁর প্রতিভাবান ব্যক্তিসত্তার শব্দসৃজিত রূপকল্পই তাঁর ডায়েরি। নিচের উদ্ধৃত অংশটুকু এর চমৎকার উদাহরণ-

'রাত্রে এমনিই একটু ঘুম কম হয়। তারপর আজ আবার দুইটা পাগল একসাথে চিৎকার করতে শুরু করে। একজন পাগল ৪০ সেল থেকে চিৎকার করতে থাকে। সে একটু চুপ করলে আরেক জন ঠিক কুকুর, বিড়ালের মতো ডাকতে থাকে। এইভাবে চলতে থাকে। প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল। পরে মশারির ভিতর থেকে হেসে উঠি।' (কারাগারের রোজনামচা, পৃ-১৭৪)

'কারাগারের রোজনামচা' ডিসেম্বর ২০১৭ সালে প্রকাশ করে- বাংলা একাডেমি। বইটির প্রচ্ছদ করেন তারিক সুজাত।

নতুন করে দেখা 'আমার দেখা নয়াচীন':

১৯৫২ সালে ২-১২ অক্টোবর চীনের পিকিংয়ে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ অঞ্চলের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে নয়াচীন সফর করেন। 'আমার দেখা নয়াচীন' স্মৃতিনির্ভর এ ভ্রমনকাহিনি তিনি রচনা করেন ১৯৫৪ সালে কারাগারে বন্দি থাকাকালে। বইটির নামকরণ করেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। বিভিন্ন দেশ ও মানুষের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর ছিল প্রবল কৌতুহল ও অপার অনুসিন্ধৎসা। 'আমার দেখা নয়াচীন' বইটিতে বঙ্গবন্ধুর এ মুগ্ধকর বৈশিষ্ট্যটি সম্প্রতিভ রূপে প্রকাশিত।

কোনো শিল্পরূপের অন্তর্গত চরিত্রের মনোভাব, আচার-আচরণ-উচ্চারণ, বাহির ও অর্ন্তজগতের ক্রিয়াকর্মই ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাই সাহিত্যের ভাষাকে শুধু ব্যাকরণের শাসন মানলে চলে না। সাহিত্যের ভাষার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর লেখায় জীবনাভিজ্ঞতা, জীবনার্থ প্রকাশের চিত্রকল্প, ইমেজ-রূপককে পরিচর্চিত করেই তার ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন। অনেকটা তাই, বঙ্গবন্ধুর প্রায় সব লেখায় ও ভাষণে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা পড়তে গিয়ে পাঠককে সহজাত বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয়। এই অনন্য বৈশিষ্টটিই তাঁর লেখার মুন্সিয়ানা । মনে রাখা উচিত তিনি একটি অঞ্চলকে 'দেশ' বানিয়েছেন। অন্য দুটি বই এর মতো 'আমার দেখা নয়াচীন' বইটিতেও তার দৃশ্য বর্ণনা যেন পূর্ণাঙ্গ চিত্রে আঁকা। বর্ণনার নিখুঁত উপস্থাপনা মুগ্ধ হওয়ার মতো। যেমন-

'তবে একথা সত্য যে, এখনও চীনের লোক খুবই গরিব। কোনোমতে কাজ করে ভাত খাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। সাধারণ লোককে আমি ময়লা, ছেঁড়া তালি দেওয়া কাপড় পরতে দেখেছি।' (আমার দেখা নয়াচীন, পৃ-৮৬)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর লেখনিতে দ্বৈরথসত্তা। তাঁর বর্তমান ঘটনাবহুল জীবন ও দেশ-রাষ্ট্রের অবস্থান এবং মাতৃভূমির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতিক্রিয়ার সুপার রিয়ালিটির প্রকাশ ঘটিয়েছেন সবখানে। মুগ্ধ হয়ে আমরা পর্যবেক্ষণ করি একজন নিবিড় পর্যবেক্ষণের পৌনঃপুনিকভাবে প্রকাশিত সৃষ্টিশীল সত্তার। একটি উদারহণ দেওয়া যাক-

'আমি বললাম যে, আমি রাজনীতি করি। তবে কম্যুনিস্ট না। আমাদের আলাদা পার্টি আছে। তার ভিন্ন প্রোগ্রাম আছে। কম্যুনিস্ট পার্টিও একটা আছে। তবে তার জনসমর্থন বেশি নাই।'(আমার দেখা নয়াচীন, পৃ-৮২)

'আমার দেখা নয়াচীন' বইটি ২০২০ সালে প্রকাশ করে- বাংলা একাডেমি। প্রচ্ছদ করেন তারিক সুজাত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনচেতনা নিজের দেশ ও দেশের মানুষের মুক্তির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যনির্ভর এবং আপন ভাবনা ও অভিজ্ঞতায় অর্জিত। সব লেখকই কমবেশি সমাজসচেতন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশিষ্টতা এই যে, নিজের সমাজ ও দেশ সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বগত জ্ঞান যেমন স্পষ্ট, তেমনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সুসম্পন্ন। তাঁর বিশিষ্টতার আরও একটি কারণ এই যে, বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই এ অঞ্চল সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ও সুসংহত অভিজ্ঞতার অধিকারী। তাই লেখক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান ব্যতিক্রম ও বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

*লেখক: সহকারী অধ্যাপক*
*বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ*

# তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে

**পুলক রঞ্জন**

হে জাতির পিতা,
তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে
আজ সূর্যোদয় হয়নি এই আকাশে
পাখিদের মধুর ডাক স্তব্ধ
যেন তারা শোকাবহ
ভালোবাসা সঙ্গীহারা।

তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে
নিরাভরণ প্রকৃতি কালো চাদরে ঢেকে
শোক পালন করে যৌবন বসন্তবেলায়
পঙ্গপালের মতো জীবন দেয় অবহেলায়।

হে মহানায়ক,
তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে
নগরীরা আজ মৃত; শোক নিয়ে বুকে
কোলাহল কবর দিয়েছে সেই বহু আগে
ফোটেনি ফুল ব্যর্থ পরাগায়ন কুসুম বাগে।

তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে
গভীর সমুদ্র আজ স্থবির শুধু কাঁদে
বালুচড়ে আছড়ে আছড়ে মাথা কুটে
তুমি যে চলে গেছো বিশ্বে গেছে রটে।

হে জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা,
তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে
ম্রিয়মান ফিকে হয়েছে চাঁদের আলো
হলুদ পাখির রং তাও ছিলো ভালো
শকুন পাখা ঝাপটায় এখানে শবের গন্ধে
ইঁদুর দম্পতি করে না সংসার কুহক সন্ধ্যে।

তোমার  শোকে শুধু  তোমার শোকে
পেঁচারা ঘুমিয়ে থাকে ইঁদুরের শোকে
খাদক, খাদ্য সেও কষ্ট পায়
ব্যথা নিয়ে বুকে
ডাহুকও শোকে স্তব্ধ;
ফেরে না ছানাদের কাছে
ঠোঁটে, পোকা-মাকড় নিতে ভুলে গেছে।

হে ৭ মার্চের কবি,
তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে
বসন্ত আজ রুক্ষ; রঙিলা হারিয়েছে
শ্রাবণের কোলে মেঘের ঘনঘটায়
বৃষ্টি শুধু কাঁদে; ষোড়শ ছলাকলায়।

তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে
পথ হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে ফেলে পথ
সুখ দুঃখ যেন অকাল বোধনের দ্বৈরথ
পৃথিবী ঘেরাটোপে ঘন ব্যথিত কুয়াশায়
পথের দাবী পথ পায় না কোন আঙিনায়।

হে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি,
তোমার শোকে শুধু তোমার শোকে
কবির হাত কলম নিতে গেছে ভুলে
তুমি নাই; কিছুক্ষণ আগেও ছিলে
এই বাংলার মাটি মাঠ ফসলের গানে
সাধারণ খেটে-খাওয়া আমজনতার প্রাণে।

হে স্বাধীনতার কবি,
তোমার মৃত্যু নাই; যতই করুক
অস্বীকার ওরা
বাংলার মাটির প্রতিটি
ধূলিকণায় আছে মিশে
তোমার রুধির ধারা
ভোরের দোয়েলের শিষে
নদী বেপথু কুলহারা, হে মহৎ সর্বহারা
আমাদের পথ দেখাতে জ্বলে আছো আজো
হয়ে, দূর আকাশের সন্ধ্যাতারা।

# সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের স্মৃতিভাষ্যে বঙ্গবন্ধু

## মুহাম্মদ ফরিদ হাসান

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা সবচেয়ে উজ্জ্বল ও গৌরবদীপ্ত। তাঁর অপরিসীম সাহস, আপসহীন সংগ্রাম ওবলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। তাই তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তিনি বাঙালি জাতির পিতা। বঙ্গবন্ধু চেয়েছেন এ দেশ হবে সোনার বাংলা। যেখানে ধর্ম-বর্ণ ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই সমৃদ্ধি ও শান্তি নিয়ে বাস করবে। বাংলাদেশ হবে বিশ্বের মানুষের জন্যে অনুসরণীয়-অনুকরণীয় রাষ্ট্র। তিনি আমৃত্যু সে লক্ষ্যেই কাজ করে গেছেন। এ দেশ এবং এ দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল বিরল। কর্মগুণেই তিনি পরিণত হয়েছেন বাঙালির ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপাদমস্তক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যসচেতন নেতা। তিনি জানতেন সাংস্কৃতিক জাগরণ ব্যতীত দেশকে শৃঙ্খলমুক্ত করা যাবে না। কারণ নিজস্ব সংস্কৃতিই হচ্ছে বাঙালির শেকড়। বঙ্গবন্ধুর কাছে ছিল সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষের অবাধ যাতায়াত। তিনি তাঁদের শ্রদ্ধা ও স্নেহ করতেন। বিপদে-আপদে পালন করতেন অভিভাবকের ভূমিকা। কেবল বাংলাদেশেই নয়, ভারতের সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষের কাছেও বঙ্গবন্ধু ছিলেন পরম আপনজন। এ কারণেই আমরা দেখি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বরেণ্য অভিনেতা ছবি বিশ্বাস, অভিনেত্রী হেমা মালিনী, শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, শ্যামল মিত্র, চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় প্রমুখের প্রত্যক্ষ স্মৃতি রয়েছে। এরা প্রত্যেকেই বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে আনন্দিত ও আপ্লুত হয়েছেন, বঙ্গবন্ধুকে ভালোবেসেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বরেণ্য শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন একাধিকবার। পেয়েছেন তাঁর সান্নিধ্য ও আন্তরিক আতিথিয়েতা। স্বভাবতই জাতির পিতার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন এ গুণী শিল্পী। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি ও মূল্যায়ন:

'সেবার দেখা হল শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। তখন উনি বাংলাদেশের হৃদয়ের মণি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। বঙ্গভবনে ঢুকতে স্বাগত জানালেন স্বয়ং মুজিবুর রহমান। আমাকে বললেন, জানেন আপনার রেকর্ড ছিল আলমারিভর্তি। শয়তান ইয়াহিয়ার দল সব ভেঙে তছনছ করেছে। আপনার গানের আমি খুব ভক্ত। আমাদের সঙ্গে ছিল আমার গাওয়া দুটি লং প্লেয়িং রেকর্ড। উপহার দিলাম ওঁকে। উপহার পেয়ে কি যে খুশি হলেন মানুষটা। রেকর্ড দুটো মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, আপনার কণ্ঠের গান বয়ে এনেছেন আমাকে উপহার দিতে। এর থেকে বড় আর কী হতে পারে? শুনে আমি সঙ্কুচিত হচ্ছিলাম। আমার স্বামী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নিজের হাতে তোলা গুরুদেবের একখানি ছবি। সেই ছবি পেয়েও শেখ সাহেব দারুণ খুশি। একজনকে ডেকে বলে দিলেন, বঙ্গভবনে তাঁর বসার জায়গার সামনের দেওয়ালে সেই ছবিটি টাঙিয়ে দিতে।'

আরেক ভারতীয় শিল্পী- শৈলজারঞ্জন মজুমদারও পেয়েছেন বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য।

*বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। রাজ ভবন ১৯৭২।*

বাংলাদেশ তাঁর জন্মস্থান, এসেছিলেন জন্মভূমির স্পর্শ পেতে। সেসময়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁকে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে থেকে যেতে বলেছিলেন। স্মৃতিকথায় শৈলজারঞ্জন মজুমদার লিখেছেন: 'মনে পড়ে, তিনি (বঙ্গবন্ধু) বারবারই বলেছিলেন থেকে যেতে। বলেছিলেন, 'আপনারে আর ছাড়ুমই না।' উত্তরে বলেছিলাম, আমাদের গ্রামের বাড়িতো উদ্বাস্তু, শহরের বাড়িতে মসজিদ হয়েছে, থাকার জায়গা কোথায়? উত্তরে জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'ছাইড়্যা দ্যান। আমি আপনেরে বাড়ি দিমু, গাড়ি দিমু, ডোমিসিল দিমু।' তিনি বলেছিলেন, আপনার জায়গার অভাব হবে না। সে আমিও আমার অন্তরের অন্তস্থলে উপলব্ধি করেছি।'

বঙ্গবন্ধু শিল্পীদের কত আপনজন ছিলেন, তা সংগীতজ্ঞ শৈলজারঞ্জন মজুমদারের স্মৃতিভাষ্য থেকে অনুধাবন করা যায়। বঙ্গবন্ধু তাঁকে বাংলাদেশে থেকে যাওয়ার জন্যে কেবল অনুরোধই করেননি, তাঁকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোও প্রদানের কথা বলেছেন। কেবল একজন সংস্কৃতি অন্তপ্রাণ মানুষের পক্ষেই এমনটি করা সম্ভব।

বঙ্গবন্ধু সংগীত ভালোবাসতেন। তাঁর রাজনীতির সঙ্গে সংগীত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাঁর জনসভায় গুণী শিল্পীরা গান গাইতেন। সে গানগুলো ছিল রাজনীতি ও অধিকার সচেতন। বাউল সম্রাট শাহ আবদুল করিম বঙ্গবন্ধুর বহু জনসভায় গান গেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে পুরস্কারও দিয়েছেন। শাহ আবদুল করিম স্মৃতিকথায় বলেছেন, 'তাঁরা মিটিংয়ে আমাকে একটি গান গাওয়ার অনুরোধ করলেন। আমি তখন গান গাইলাম। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটা গান গেয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুকে দেখিয়ে বলেছিলাম: 'পূর্ণচন্দ্র উজল ধরা/চৌদিকে নক্ষত্র ঘেরা/জনগণের নয়নতারা/জনাব মুজিবুর রহমান/জাগরে মজুর কৃষাণ/জয় জয় বলো এগিয়ে চলো/হাতে লও সবুজ নিশান/জাগরে মজুর কৃষাণ।'

গান শুনে বঙ্গবন্ধু খুব খুশি হলেন। তিনি আমাকে একশ টাকা পুরস্কার দিলেন। আর বললেন, 'মুজিব ভাই থাকলে করিম ভাই থাকবে'

কেবল শাহ আবদুল করিম নন, গান শুনে সাইদুর রহমান বয়াতিকেও উপহার দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ১৯৭২ সালে বিডিআর দরবার হলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাইদুর রহমান বয়াতি সেদিন বঙ্গবন্ধুকে নিজের লেখা একটি গান শোনান। গানটির দুটি লাইন ছিল: 'বঙ্গবন্ধু মুজিবর বাংলার দুঃখের সর/সে বিনে বাঁচে না বাংলার প্রাণ আর।' জাতির পিতা তাঁর গান শুনে

*বঙ্গবন্ধুকে গান শোনাচ্ছেন শিল্পী আবদুল জব্বার।*

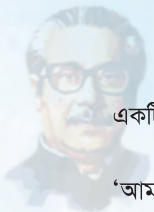

একটি ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন।

'আমার সোনার বাংলা' গানটি বঙ্গবন্ধুর খুব প্রিয় গান ছিল। তিনি চাইতেন জনসভা, সাংস্কৃতিক আয়োজনে এ গানটি বেশি বেশি পরিবেশিত হোক। কোনো কোনো অনুষ্ঠানে তিনি নিজেই গানটি পরিবেশনের জন্যে অনুরোধ করতেন। সন্‌জীদা খাতুনের লেখা থেকে জানা যায়, ১৯৫৫/৫৬ সালে কার্জন হলের একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে গান গাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি মঞ্চে ওঠার আগে একজন এসে জানালেন- শেখ মুজিবুর চাইছেন তিনি যেন 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গান। সেদিন এ গানটি সম্পূর্ণ গেয়েছিলেন সন্‌জীদা খাতুন। তাঁর লেখা থেকে আরও জানা যায়, দেশ স্বাধীনের পূর্বে রেসকোর্সের জনসভাগুলোতে বঙ্গবন্ধু জাহিদুর রহিমকে ডাকতেন এবং তাঁকে জনসভায় 'আমার সোনার বাংলা' গাইতে অনুরোধ করতেন। ১৯৭২ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে বিমানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন কূটনীতিবিদ শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জি। দেশে ফিরতে ফিরতে বঙ্গবন্ধু নিজে গেয়েছিলেন 'আমার সোনার বাংলা'। মর্মস্পর্শী সেদিনের স্মৃতি সম্পর্কে মি. ব্যানার্জি লিখেছেন: 'ফ্লাইটে নানা কথার মধ্যে হঠাৎ বঙ্গবন্ধু বললেন, ব্যানার্জি তুমি গান গাইতে জানো? অবাক হয়ে বললাম, আমি তো গানের গ-ও জানি না। তিনি বললেন, আরে তাতে কি! তুমি আমার সঙ্গে ধরো। বলেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। বেশ পেছনে বসা ড. কামাল হোসেনদেরও দাঁড়াতে বললেন এবং তাঁর সঙ্গে গান ধরতে বললেন। তিনি 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' খুব দরদ দিয়ে গাইতে থাকলেন আর তখন তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকল। একজন মহান নেতার গভীর দেশপ্রেম ও মাতৃভূমির প্রতি পরম ভালোবাসা আমাকে আবার মুগ্ধ করল।'

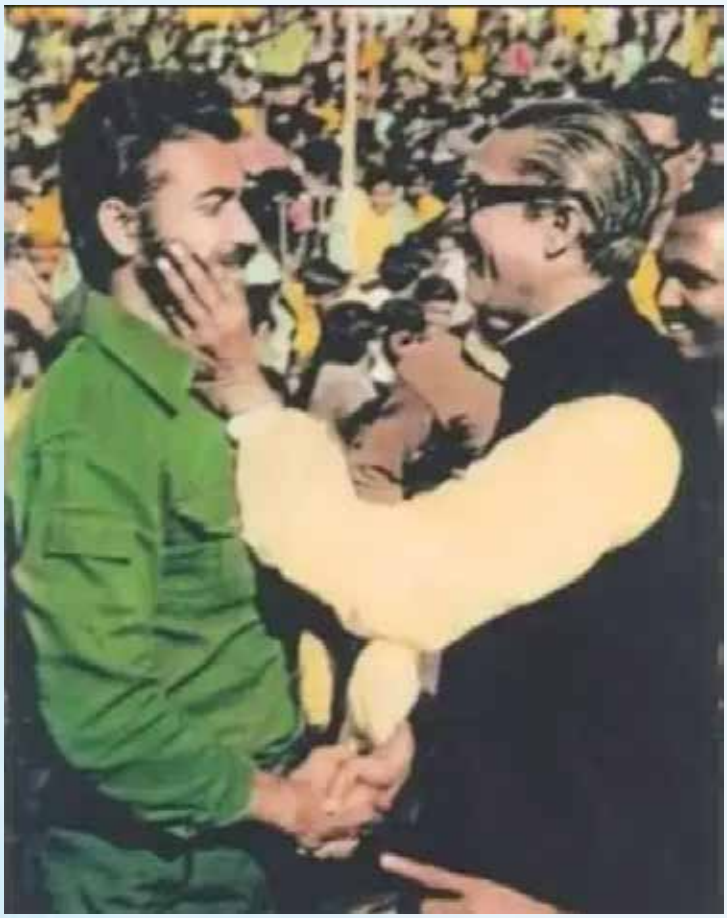

সংগীতশিল্পী আবদুল জব্বার বঙ্গবন্ধুকে বাবা বলে ডাকতেন। এতটাই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তাঁর সঙ্গে। বঙ্গবন্ধুও তাঁকে অসম্ভব স্নেহ করতেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তির পর আবদুল জব্বার তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'পাগলা'। তিনি চেয়েছেন ঐতিহাসিক সাতই মার্চ ভাষণের পূর্বে আবদুল জব্বার 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গাইবে। এরপর তিনি ভাষণ দিবেন। সেদিন তা-ই হয়েছিল। এতটাই গুরুত্ব বঙ্গবন্ধু এই শিল্পীকে দিতেন। জাতির পিতার সঙ্গে সান্নিধ্যের কথা আবদুল জব্বার সাক্ষাৎকারে বলেছেন: 'আমাকে তিনি ছেলের মতো জানতেন। বাংলাদেশে তাঁর যত ছেলে-মেয়ে আছে, তাদের মধ্যে আমি ছিলাম বাবা বঙ্গবন্ধুর গানের ছেলে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিল। 'হাজার বছর পরে এসেছি ফিরে, বাংলার বুকে আজ দাঁড়িয়ে', 'সালাম সালাম'- এসব গান তো গেলেই টেবিল বাজিয়ে গাইতাম। তিনি আমাকে প্রায়ই ডেকে নিতেন। যদি মন চাইত দেখব, আমার জন্য দরজা খোলা থাকত, হুড়হুড় করে তাঁর বাসায় ঢুকে যেতাম। গায়ক হিসেবে আমি ধন্য যে তাঁর সঙ্গে ভাত খেয়েছি, তাঁর পায়ের কাছে বসেছি, তাঁর দোয়া পেয়েছি।'



*চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'সংগ্রাম' চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে নায়ক খসরুর সঙ্গে কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।*

বঙ্গবন্ধুর সাথে সংস্কৃতি অঙ্গনের মানুষদের যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তার আরেকটি উদাহরণ চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর অভিনয়। জাতির পিতা চাষী নজরুল ইসলামের 'সংগ্রাম' চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে অভিনয় করেন। দৃশ্যটি ছিলো সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে স্যালুট দিবে, আর তিনি স্যালুট নেবেন। অভিনেতা খসরুর পীড়াপীড়িতে বঙ্গবন্ধু এ সিনেমায় অভিনয় করতে রাজি হন।'

বঙ্গবন্ধু সবসময়ই নবীন শিল্পী-সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিতেন। গুণী যে কোনো মানুষই ছিলো তাঁর কাছে আদরণীয়। অভিনেত্রী অঞ্জনা তখন শিশুশিল্পী। স্বাধীনতার পর

*জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের বিখ্যাত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।*

আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল। শিশু অঞ্জনা সে অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন। তাঁর নৃত্যশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'প্রাউড অব আওয়ার অঞ্জনা। আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, যাও বাংলাদেশকে নাচের বিশ্ব দরবারে পরিচিত করবা। অনেক দূর এগিয়ে যাও মা তুমি।' বঙ্গবন্ধুর সেই প্রশংসা বাক্য এখনও অঞ্জনার কানে বাজে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে শিল্প-সংস্কৃতি অঙ্গনের যে মানুষরাই আসতেন, তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁর সান্নিধ্য পেতে চাইতেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েও ব্যস্ততার মধ্যে বঙ্গবন্ধু তাঁদের সময় দিতেন। প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। লুৎফর রহমানের স্মৃতি থেকে জানা যায়, 'আমরা সকলে মিলে ছুটলাম তাঁর বাসভবনের দিকে। সেখানে পৌঁছানোর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন আমাদের সামনে এলেন, তখন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হলে বঙ্গবন্ধু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বলে উঠলেন, একি করছেন হেমন্ত বাবু। যার গান শোনার জন্য দেশি-বিদেশি মানুষ উন্মুখ, সেই আপনি আমার মতো সাধারণ মানুষকে প্রণাম করে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? হেমন্তবাবু আত্ম-প্রত্যয়ে উত্তর দিলেন, আমি বাঙালি জাতির জনককে প্রণাম করে ধন্য হলাম।'

বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিকর্মীদের সুখে-দুঃখে পাশে থাকতেন। প্রাধান্য দিয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। একটি মানবিক ঘটনার কথা এ অংশে উল্লেখ করতেই হবে। ১৯৭২ সালের ১৩ এপ্রিল মন্ত্রীদের নিয়ে জরুরি মিটিং করছিলেন বঙ্গবন্ধু। ওইসময় তিনি সেখানে অন্য কাউকে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই রুমে ঢুকলেন সুরকার সমর দাস। তাঁর চেহারা বিষণ্ণ। বঙ্গবন্ধু তাঁকে কাছে ডেকে কি হয়েছে জানতে চাইলেন। জানা গেল: সমর দাসের ১১ বছরের ছেলে অ্যালবার্ট দাস জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি। তাকে চিকিৎসার জন্যে দ্রুত চট্টগ্রামের খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিতে হবে। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে তাকে সড়কপথে অ্যাম্বুল্যান্সে নেয়া সম্ভব নয়। এ জন্য তাকে বিমানে/হেলিকপ্টারে নিতে হবে। সমস্যা হলো চট্টগ্রাম বিমানবন্দর থেকে হাসপাতালের দূরত্বও প্রায় ৭০ মাইল। ফলে সাধারণ ফ্লাইটে নেয়া সম্ভব নয়। তাই জরুরিভিত্তিতে একটি হেলিকপ্টার প্রয়োজন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছেও তখন ছোট বিমান/হেলিকপ্টার পাওয়া যায়নি। একমাত্র উপায় ছিলো প্রধানমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দকৃত হেলিকপ্টারটি ব্যবহার করা। সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ভিগো ওলসেন স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'সমরকে দেখে মিটিং থামিয়ে দিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর কাছ থেকে অ্যালবার্টের সব খবর শুনলেন। এরপর তুলে নিলেন টেলিফোনের রিসিভার। বিমানবাহিনী প্রধানকে ফোন করে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টারে করে অ্যালবার্টকে খ্রিস্টান মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠানোর নির্দেশনা দিলেন। এরপর সমরকে ডেকে বললেন, 'তোমার ছেলে মানে আমারই ছেলে। ওর জন্য আমার দোয়া রইল।'

সেদিন হেলিকপ্টারটি ব্যবহারের কারণেই অ্যালবার্ট দাসের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়েছিল। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল অ্যালবার্ট। তার সুস্থ হওয়ার খবর শুনে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'সমর, অ্যালবার্ট সুস্থ হয়েছে, এটা খুশির খবর। বেশি খুশি হয়েছি এ জন্য যে ওকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য হেলিকপ্টার দিতে পেরেছিলাম।'

বঙ্গবন্ধু জানতেন, কোনো জাতিকে এগিয়ে নিতে হলে শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চা জরুরি। সংস্কৃতিবান মানুষ জনরুচি গড়তে ভূমিকা রাখে, মানুষকে অধিকার সচেতন করে তোলে। তাই তাঁর কাছে সবসময়ই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য ছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে সংস্কৃতি অঙ্গনের ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থবহ ভূমিকা রেখেছেন। বঙ্গবন্ধুর উদারমনা দর্শনের কারণে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের নানা প্রতিবন্ধকতা বহুলাংশেই দূর হয়েছিল। সংস্কৃতিপ্রেমী বাঙালির জন্যে বঙ্গবন্ধু তখনও আদর্শ ছিলেন, এখনও আছেন।

*লেখক: কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক*

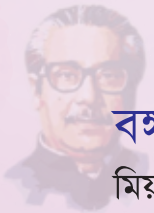

# বঙ্গবন্ধু তুমি স্বাধীনতা

মিয়া সালাহউদ্দিন

বঙ্গবন্ধু তুমি স্বাধীনতা
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা
তুমি অক্ষয়, অমর, চিরঞ্জীব
এই বাংলার মানুষের হৃদয়ে আজও জাগ্রত।

দেশের জন্য করেছো জীবনদান
মরণেও তুমি, জীবনেও তুমি
তোমার লাল-সবুজ পতাকা
আজ উড়ছে ফসলের মাঠে, প্রান্তরে, মানুষের ঘরে ঘরে।
তুমি আমাদের স্বাধীনতার স্থপতি
বিশ্বদরবারে এনেছো সম্মান
বাঙালিকে করেছো উঁচুশির
মানুষের অধিকারের জন্য করেছো লড়াই
খেটেছো জেল-জুলুম সারাজীবন
নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের তুমি হুংকার।

সেই কালোরাত পঁচাত্তরের পনরই আগস্ট
তখনও ভোর হয়নি
সেনাবাহিনীর একদল দুর্বৃত্ত ঘাতক
বাংলার বুক চিরে তোমাকে করেছে হত্যা।

তোমার নাম লেখা আছে বুকের পাঁজরে
এখনও কাঁদছে বাঙালি স্বজন হারানোর বেদনায়।

# সে রাতে আকাশে ছিল কালো মেঘ

দেলওয়ার বিন রশিদ

সে রাতে আকাশ জুড়ে ছিল কালো মেঘ
বিষন্নতায় গ্রাস করে সমগ্র বাংলাদেশ
ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে পৈশাচিক উন্মত্ততায়
ছড়ানো বিষবাষ্প ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে
বাঙালির ঘরে ঘরে
তারপর বিস্তৃত দিগন্ত পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়
কষ্ট গাথা,
পৃথিবীর জানালায় জানালায় আছড়ে পড়ে,

মানব মানবীর বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখে যায়,
বাঙালির স্বপ্নের দ্যুতিময় বাসনার বসত
তছনছ করে দেয় ঘৃণ্য ঘাতক,
বুলেটবিদ্ধ পিতার বুকের রক্ত মিশে
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, কুশিয়ারা, কংস, সুতি, বর্ণীর জলপ্রবাহে

বাঙালির চোখের জলে ভিজে সবুজ প্রান্তর,
বিষাদমাখা ভোর আনে শুধু দুঃখ যন্ত্রণা,
উড়ে উড়ে কাক জানান দেয় ধেয়ে আসা অমঙ্গলের বারতা,
ক্রমে ক্রমে বিষাদে ছেয়ে যায় দেশ।

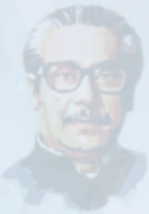

## শেখ মুজিব-এক অসামান্য কবিতা

আবুল কালাম আজাদ

কবি না হয়েও তোমাকে নিয়ে
অনায়াসে লিখে ফেলা যায় মহৎ কোনো কবিতা
তুমি আমাদের হিমালয়সম অহংকার
তুমি আমাদের বিশ্বের তামাম গোলাপসম ভালোবাসা
তুমি আমাদের এক আকাশ থমথমে মেঘসম বেদনা
তাই তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখতে শব্দের অভাব নেই
আমাদের কারও কাছেই
চৈত্র-দিনে মধ্য দুপুরের দোর্দণ্ড প্রতাপসম সূর্য
শাপলাফোটা শান্ত-স্তব্ধ পদ্মপুকুর
বিস্তৃত সবুজ ফসলের মাঠ
বর্ণালি সব পাখির বিচিত্র সুরেলা গান
বাংলার ঘাটে-মাঠে, বনে-প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা
অগণিত সুভাসিত রূপময় ফুল
সবই হতে পারে তোমার উপমা-চিত্রকল্প
তোমার বুক মানে আকাশ
তোমার কণ্ঠ মানে মেঘের গর্জন
তোমার হৃদয় মানে ফেনায়িত সাগরের
অনিঃশেষ ঢেউয়ের মতো একের পর এক
আছড়ে পড়া ভালোবাসা-
ভালোবাসা দেশ আর মানুষের জন্য
যে ভালোবাসার জন্য তুমি শান্ত-স্থির চিত্তে
বুকে তুলে নিয়েছো বুলেট
তোমার বুকের রক্তে উর্বর করেছো বাংলার পলিমাটি
আপন দেহের সুদীর্ঘ ছায়ায়
ঢেকে দিয়েছো পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশত আটানব্বই বর্গমাইল
তুমি মানে বাংলাদেশ
তুমি মানে লাল-সবুজের পতাকা
তুমি মানে-'আমার সোনার বাংলা,
আমি তোমায় ভালোবাসি'
তুমি মানে বঙ্গবন্ধু
তুমি মানে জাতির জনক
তাই কবি না হয়েও তোমাকে নিয়ে
অনায়াসে লিখে ফেলা যায় দুর্দান্ত সার্থক কবিতা
শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প, অনুপ্রাস
কোনো কিছুতেই সম্ভাবনা নেই দ্বন্দ্বের
তিল পরিমাণ পতন হয় না ছন্দের।

## মুজিব মহাশক্তি

মাসুদা তোফা

মুক্তির উপায় খুঁজি মুক্তি চাই মুক্তি
চারপাশ ঘিরে আছে মহা অপশক্তি।

অপশক্তি রুখে দিতে মহাশক্তি চাই
বঙ্গবন্ধু মহাশক্তি তোমাকেই চাই।
আসবে কি অপশক্তি দূর করে দিতে
মুক্তি পেতে অপেক্ষায় থাকি দিনেরাতে।
তুমি আসবে মুক্তির মশাল জ্বালিয়ে
তুমি আসলে অশনি যাবেই পালিয়ে।
তুমিই মুক্তির দূত দিয়েছো বুঝিয়ে

বাঙালির দুঃখ তুমি দিয়েছো সারিয়ে।
জীবনের সব দুঃখ আপনার করে
মৃত্যু সুধা নিলে হেসে মানুষের তরে।
তুমি তাই মহাশক্তি প্রতিটি হৃদয়ে
তুমি আসবে বলেই অপেক্ষা নির্ভয়ে।
তুমি এসো বারবার বাঙালির ঘরে।
পাইনি এমন শক্তি কভু চরাচরে।
ভালোবেসে প্রতিদিন তোমাকেই চাই।
তুমি ছাড়া বাঙালির সত্যি মুক্তি নাই।

## দুরন্ত সাহসী একজন

রীনা তালুকদার

যুগে যুগে অস্তিত্বের শিরে
গেঁথে গেছে মৌলিকত্ব
শ্লথ পা দ্রুততর গতিতে
সম্মুখে এগিয়ে দেয় এখনো
সেই একজন দুরন্ত সাহসী

বাংলাদেশ, বাঙালি আছে; আছে ভূমিজ ফসল
স্বাধীনতা সবর্জন বিদিত
তার অনুপস্থিতি অস্বীকৃত অবশ্যই
নেই তিনি কোথায় ?
নিবেদিত বাঙালির প্রিয়জন শ্রদ্ধায় স্মরণে চিরকাল
তিনি থাকবেন বাউল বাংলার সবুজ জমিন জুড়ে।

# জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

১৫ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ● ৩১ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

## বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

*নিশুতি অধিবেশন*

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফএম ১০০ মেগাহার্জ

*রাত*

১২-১৫ দিব্যধামের ছাপাখানা:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে নিশুতির নাটক
রচনা ও প্রযোজনা:
খায়রুল আলম সবুজ

১-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

২-০০ হৃদয়জুড়ে বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা: শাফাৎ খৈয়াম
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: শেখ সাদী খান
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

ঢাকা-ক ও খ: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ ও ৮১৯ কিলোহার্জ এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ

*সকাল*

৬-২৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
কামাল আহমেদ

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

*সকাল*

৭-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
ফাহমিদা নবী
মলয় কুমার গাঙ্গুলী ও
সুমনা বর্ধন

৮-১৫ চিরঞ্জীব মুজিব:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
খ. ১৯৭৫ সালের আগস্টের কালরাতে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের শিকার জাতির পিতার পরিবারের শহিদ সদস্যদের নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মৃতিচারণ
গ. জাতির পিতার সমাধিসৌধের উপর প্রামাণ্য
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সেদিন আকাশে শ্রাবণের মেঘ ছিল
শিল্পী: সাদি মোঃ তকিউল্লাহ
গ্রন্থনা:
জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা:
জোবায়েদ হোসেন পলাশ ও
সেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা:
মোঃ আতিকুর রহমান

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
ক. এইদিনে: এইদিনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন:

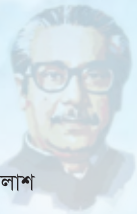

গ্রন্থনাকারী
খ. শোকাবহ ১৫ আগস্ট: ১৯৭৫
সালের ১৫ আগস্ট সংঘটিত
নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড নিয়ে স্মৃতিচারণ:
সাক্ষাৎকার প্রদান:
শেখ ফজলুল করিম সেলিম
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ওয়াসিম আকরাম
গ. রূপালি সংস্কৃতি:
মুজিব আমার পিতা- বঙ্গবন্ধুর
সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের
প্রেক্ষাপট নিয়ে
নির্মিত চলচ্চিত্রের সংকলন:
ফাতেমা তুজ জোহরা
ঘ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতির পিতা:
মোঃ মাঈনুল আলম
ঙ. আমাদের গান:
জাতির পিতার স্মরণে গান:
কাঁদো বাঙালি কাঁদো
শিল্পী: নাহিদ সুলতানা
গ্রন্থনা: আলফাজ তরফদার
উপস্থাপনা: লালটু হোসাইন ও
তাহমিদা হান্নান
প্রযোজনা:
মোঃ দুলাল হোসাইন

৯-০৫ আছেন তিনি হৃদয়পটে:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ. খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু বিষয়ে
আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা:
কাজী সাকেরা বানু
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
একটি মানুষ মহান নেতা:
সমবেত কণ্ঠে
ঙ. কবিতা: মুক্তি মানে পাখি
আবৃত্তি: আফরা রাইদা পৃথিয়া
চ. 'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ: ধ্রুব চৌধুরী ও
মালিহা মেহনাজ রূপকথা
ছ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা:
সুমায়তা আজিজ রিমঝিম ও
সমৃদ্ধি সূচনা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১০-০৫ প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের
অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
ক. প্রজন্ম ভাবনা:
তরুণ প্রজন্মের চোখে ১৫ আগস্ট:
মোঃ কাওসার শেখ
খ. তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু:
তরুণ প্রজন্মের ভাবনায়
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
জীবন, কর্ম, আদর্শ ও রাজনীতি:
ম্যাক্সিম গোর্কি সাম্য
গ. প্রজন্মের গান:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: সারা জাবিন ফাইরুজ
উপস্থাপনা:
মোঃ আল আমিন তারেক ও
শাহানা ইয়াসমিন মিম
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান

*বেলা*

১১-০৫ সম্পাদকীয় মন্তব্য:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক
দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয়
দৈনিকসমূহের সম্পাদকীয় ও বিশেষ
ক্রোড়পত্র পাঠের অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: শাহিনূর রহমান,
শাহনাজ পারভীন ও
আহসান হাবীব বাপ্পী
সঞ্চালনা:
ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: শেখ ইমরান আহমেদ

১১-২০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সুমন রাহাত, সমবেত

*দুপুর*

১২-২০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
প্রিয়াংকা গোপ ও
মোঃ রফিকুল আলম

১২-৩০ স্মৃতি চিরঅম্লান:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: আমির হোসেন আমু,
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দীক ও
সুভাষ সিংহ রায়
সঞ্চালনা: সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
প্রযোজনা:
মাহফুজুল ইসলাম

১২-৫৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তিমির নন্দী

*বেলা*

১-৪৫ শোকার্ত পঙ্‌ক্তিমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মীর মাসরুরুজ্জামান
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান

২-০৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
জানিতা আহমেদ ঝিলিক,
কে এম আব্দুল্লাহ আল মর্তুজা মুহিন

২-৩০ হৃদয়ে লেখা যে নাম:
বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা ও গ্রন্থনা:
নাসির আহমেদ
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: আজাদ মিন্টু
উপস্থাপনা: জাবের আহমেদ পলাশ
ও তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান

৩-০৫ কান্নাঝরানো সেই রাত:
বিশেষ নাটক
রচনা: আনজীর লিটন
প্রযোজনা: মনোজ সেনগুপ্ত

*বিকাল*

৪-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৫-১০ অবিনাশী উচ্চারণ:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান

৫-৪০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
ঐশিকা নদী, সমবেত

*সন্ধ্যা*

৬-৩৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সুবীর নন্দী, আফসানা ফেরদৌস রুনা
ও দোলা ইসলাম

*রাত*

৯-০০ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন:
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
খ. প্রামাণ্য প্রতিবেদন:
জাতির পিতার পূণ্য জন্মভূমি
টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সজীব দত্ত
গ. কবিতা:
বঙ্গবন্ধু: ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়
ঘ. কথিকা:
রাষ্ট্র পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর চারনীতি:
ড. খুরশিদা বেগম
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা:
আজহারুল ইসলাম ও
আফরোজা পারভীন কনা
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক
দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সংবাদ প্রবাহ
গ্রন্থনা: মাহফুজুর রহমান
ধারাবর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা:
মোঃ দুলাল হোসাইন

১০-০৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া
পরিচালনা:
ড. কে.এম.আব্দুল মমিন সিরাজী

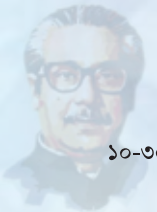

প্রযোজনা: আঞ্জুমানারা বেগম
১০-৩০ স্মৃতি চিরঅম্লান:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: আমির হোসেন আমু,
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দীক ও
সুভাষ সিংহ রায়
সঞ্চালনা: সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ

*সকাল*

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান:
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
খ. কথিকা:
বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও
আজকের বাংলাদেশ:
নজরুল ইসলাম খান
গ. আত্মজার স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা রচিত
'শেখ মুজিব আমার পিতা' এবং
শেখ রেহানা রচিত
'বাবাকে মনে পড়ে'
থেকে অংশবিশেষ পাঠ
পাঠে: সুপ্রভা সেবতী ও
অনন্যা লাবনী পুতুল
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
যদি রাজদণ্ড দাও:
দেওয়ান সাইদুল হাসান
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: তামান্না সিদ্দিকী
উপস্থাপনা:
খান নজম ই এলাহী ও
আমিনা ফেরদৌস মণি
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু
৮-০০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

*সন্ধ্যা*

৭-০৫ আছেন তিনি হৃদয়পটে:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ. খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু বিষয়ে
আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা:
কাজী সাকেরা বানু
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
একটি মানুষ মহান নেতা:
সমবেত কণ্ঠে
ঙ. কবিতা: মুক্তি মানে পাখি
আবৃত্তি: আফরা রাইদা পৃথিয়া
চ. 'শেখ মুজিব আমার পিতা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ: ধ্রুব চৌধুরী ও
মালিহা মেহনাজ রূপকথা
ছ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা:
সুমায়তা আজিজ রিমঝিম ও
সমৃদ্ধি সূচনা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু
৭-৩৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৭-৪৫ শোকার্ত পঙ্‌ক্তিমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মীর মাসরুরুজ্জামান
প্রযোজনা:
আশিকুর রহমান

*রাত*

৮-০০ কান্না ঝরানো সেই রাত:
বিশেষ নাটক
রচনা: আনজীর লিটন
প্রযোজনা: মনোজ সেন গুপ্ত
৮-৫৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৯-০০ হৃদয়ে লেখা যে নাম:
বিশেষ গীতিনকশা
গীত রচনা ও গ্রন্থনা:
নাসির আহমেদ
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা: আজাদ মিন্টু
উপস্থাপনা:
জাবের আহমেদ পলাশ
ও তানিয়া পারভীন
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মোঃ মনিরুজ্জামান
৯-৪০ অবিনাশী উচ্চারণ:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুবিনা শাহনাজ
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান
১০-০০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
১০-০৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া
পরিচালনা:
ড. কে.এম.আব্দুল মমিন সিরাজী
প্রযোজনা:
আঞ্জুমানারা বেগম
১০-৩৫ প্রজন্মকণ্ঠ: নতুন প্রজন্মের
অংশগ্রহণে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
গ্রন্থনাকারী
ক. প্রজন্ম ভাবনা:
তরুণ প্রজন্মের চোখে ১৫ আগস্ট:
মোঃ কাওসার শেখ
খ. তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু:
তরুণ প্রজন্মের
ভাবনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
জীবন, কর্ম, আদর্শ ও রাজনীতি:
ম্যাক্সিম গোর্কি সাম্য
গ. প্রজন্মের গান:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা:
সারা জাবিন ফাইরুজ
উপস্থাপনা:
মোঃ আল আমিন তারেক ও
শাহানা ইয়াসমিন মিম
প্রযোজনা:
আশিকুর রহমান

## বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম

*সকাল*

৬-২৫ যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
মলয় কুমার গাঙ্গুলী
৬-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তুমি বাংলার ধ্রুবতারা:
সমবতে কণ্ঠে
বাঙালি আর বাংলাদেশ:
সমবেত কণ্ঠে
৮-১৫ আলোকপাত:
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
ক. জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা:
নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
খ. আজকের চট্টগ্রাম:
তাসলিমা আকতার
গ. পত্রপত্রিকার শিরোনাম:
জহিরউদ্দিন আহম্মেদ
ঘ. ইতিহাসের পাতায়
আজকের দিন: মেহেবুবা-ই-ফাতেমা
ঙ. সাক্ষাৎকার:
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান
সাক্ষাৎকার প্রদান:

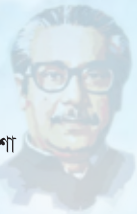

নোমান আল মাহমুদ
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: রেহানা বেগম রানু
চ. হৃদয়ে একাত্তর:
সংকলন ও পাঠ: হাবিব রেজা করিম
ছ. কবিতা আবৃত্তি: মিলি চৌধুরী
জ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: যাকিয়া তাসনীম

৮-৪৫ চির অম্লান: শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
ক. বিশেষ প্রামাণ্য:
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সাধারণ জনগণের ভাবনা:
কাজী মাহফুজুল হক
খ. কবিতা আবৃত্তি: প্রবীর পাল
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৯-৩০ হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
আয়েশা হক শিমু
শিশু উপস্থাপক: ইসাবা সামিহ ও আয়মান জাহিন
ক. বঙ্গবন্ধু ছেলেবেলা নিয়ে
শিশুতোষ আলোচনা:
মিশকাতুল মমতাজ মুমু
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি:
অহনা বিশ্বাস ও
সাইয়্যেরা সালসাবিল
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
ঘ. আমাদের মহানায়ক:
বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ পরিচালক
প্রযোজনা: যাকিয়া তাসনীম

১০-০৫ শোকে, শক্তিতে পিতা:
বিশেষ কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সাইদুল আরেফিন
প্রযোজনা: যাকিয়া তাসনীম

*বেলা*

১১-০৫ সম্পাদকীয় মতামত:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়
মতামত নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

১১-২০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
ক. বজ্রকণ্ঠ বঙ্গবন্ধু: কেয়া লাহিড়ী
খ. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি:
সমবেত কণ্ঠে

১১-৩০ তুমি নেই, তবু আছ:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী
উপস্থাপনা: ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

*দুপুর*

১২-২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস
উপলক্ষ্যে নির্বাচিত গানের অনুষ্ঠান
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

*বেলা*

১-২০ মহাকালের মহানায়ক:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
ড. মোহাম্মদ শহিদ উল্যাহ
অংশগ্রহণ: সুভাষ চন্দ্র দে,
এ কে এম বেলায়েত হোসেন ও
ড: মোঃ আমিনুর রহমান
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:

৩-০৫ ধন্য পিতা:
যুবগোষ্ঠীদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মৃত্তিকা চৌধুরী
উপস্থাপনা: সুমাইয়া শাহরীন
ক. তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু:
উপস্থাপক
খ. তারুণ্যের মিলনমেলা:
বিষয়: বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বগুণ ও তরুণভাবনা
গ. দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীত:
প্রিয়ম কৃষ্ণ দে
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
সৈয়দা তানজিলা ইসলাম মিম
ঙ. বঙ্গবন্ধুর অমরকথা:
বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' হতে পাঠ: স্বাগতা বড়ুয়া নদী
চ. পল্লিগীতি: জিয়া উদ্দীন বাদশা
প্রযোজনা: শুভাশীষবড়ুয়া

৩-৩০ বাংলা কাঁদে তোমার জন্য:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: দিলীপ ভারতী
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা:
আলাউদ্দিন তাহের
উপস্থাপনা: ইমরান মাহমুদ ফয়সাল ও সেঁজুতি দে
প্রযোজনা: মোঃ নাঈম সিদ্দিকী

*বিকাল*

৫-১০ মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব: বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজনীন আকতার রেখা
ক. কথিকা: বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম:
নাসের রহমান
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ আমানুর রহমান খান

৫-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

*রাত*

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জামিলউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

১০-৩০ বিশেষ দোয়া মাহফিল:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবনচরিত নিয়ে বিশেষ আলোচনা, মিলাদ মাহফিল ও দোয়া
পরিচালনা: মাওলানা এরশাদুল হক
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালক
খ. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম:
মাওলানা মনিরুল ইসলাম রফিক
গ. মিলাদ মাহফিল
প্রযোজনা: ড. মোঃ সাঈদুর রহমান

## বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

*সকাল*

৬-৩০ যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
মলয় কুমার গাঙ্গুলী

৬-৩৫ মুজিব তোমায় মনে পড়ে:
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আরিফুজ্জামান নবাব
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতী ম্যাগাজিন
অনুষ্ঠান-এ শোকের মাস আগস্ট ও দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
উম্মে শাহরিনা এ্যানি
ক. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি: অংকন সান্যাল
খ. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে পাঠ: মোঃ হাসান আখতার
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. ১৫ই আগস্ট: জাতির কলঙ্কজনক

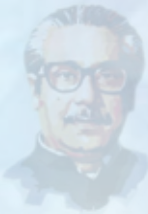

অধ্যায়:
ড. মোহাম্মদ ফায়েকউজ্জামান
ঙ. বঙ্গবন্ধুর বাণী
চ. ফিচার: ধানমন্ডি ৩২ নম্বর
গ্রন্থনা: জিহাদ জনি
প্রযোজনা: মোঃ মাসুম পারভেজ

৮-৪৫ মৃত্যুঞ্জয়ী মহান পুরুষ:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস স্মরণে মাসব্যাপী অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুখসানা আক্তার লাকী
ক. প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
খ. বঙ্গবন্ধুকে হত্যার সেই রাতে যা ঘটেছিল: ড. সুলতান মাহমুদ
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

৯-০৫ একটি স্বপ্নের নাম: শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. রাশেদা খালেক
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা: উপস্থাপক
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান: ঋদিয়া হাফসা অংকিতা
গ. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি: শিশুতোষ আলোচনা:
ড. আনন্দ কুমার সাহা
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি:
ফাতেমা ফিরদাউস ও হিল্লোল সরকার অভ্র
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
স্বস্তিকা সরকার
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৯-৩৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
গাউসুল আযম হৃদয়

৯-৪৫ স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
স্মৃতিচারণে:
এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
আব্দুর রোকন মাসুম

*দুপুর*

১২-১৫ সম্পাদকীয় মতামত:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আকবারুল হাসান মিল্লাত
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

১২-৩৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
পদ্মিনী দে

*বেলা*

১-৩০ মুজিব তুমি বিজয়ের গান:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ড. অনিক মাহমুদ
সুর-সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মাকসুমুল হুদা
ধারাবর্ণনা: শহীদুল হক সোহেল ও রুখসানা আক্তার লাকী
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

২-১০ শব্দে ও ছন্দে পিতার মুখ:
স্বরচিত কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. তানিয়া তহমিনা সরকার
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

২-৩০ পিতা তুমি চিরঅম্লান: গীতিনকশা
রচনা: রফিকুর রশীদ
ধারাবর্ণনা: শিখা খাতুন
সুর-সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা:
রেজওয়ানুল হুদা খন্দকার
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৩-০৫ ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও শাহাদতবরণকারী সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা
পরিচালনা:
ড. মোঃ কাওসার হোসাইন
অংশগ্রহণ: ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান এবং এ.কে.এম মুজাহিদুল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মাসুম পারভেজ

৩-২৫ হৃদয়ের অহংকারে:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান ও কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুমাইয়া আনোয়ার পূর্ণা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

*বিকাল*

৫-১০ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: হাসান ইমাম সুইট
অংশগ্রহণ: প্রফেসর আব্দুল খালেক ও আব্দুল ওয়াদুদ দারা
প্রযোজনা:
এস এম নাদিম সুলতান

৫-৪০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
পারমিতা হক কংকন

৫-৫০ বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি:ধারণ ও ধারাবর্ণনা:
ফেরদৌস-উর রহমান
প্রযোজনা:
দেওয়ান আবুল বাশার

*রাত*

১০-০০ বিষন্ন প্রহর: বিশেষ নাটক
রচনা মোস্তফা মোঃ আব্দুর রব
প্রযোজনা: সুখেন কুমার মুখার্জী

## বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

*সকাল*

৬-৩০ মুজিব মানে যুদ্ধজয়ের গান:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত সংকলিত গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: অশোক কুমার দে
ধারাবর্ণনা: শামারুখ শেখ
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৭-৩০ দৃষ্টিপাত: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. আজকের ডায়েরি:
শেখ শফিকুল হাসান
খ. এইদিনে: ফারহানা ওহাব প্রমী
গ. বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড:
দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্র:
হাফিজ আহমেদ
ঘ. বঙ্গবন্ধুর দাফনের অজানা গল্প:
নাজমুল হক লাকী
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: নাজমুল হক লাকী
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৮-৩০ কালরাতের নির্মমতা:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ইমরুল কায়েস
সংগীত পরিচালনা:
শেখ আলী আহমেদ
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

৯-০৫ মুক্তির মহানায়ক:
শিশু-কিশোরদের বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিচালনা: শাহিনা আখতার
ক. আমাদের মহানায়ক:
মোঃ সাফায়াত হোসেন
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি:
গাজী তানজিম জাওয়াদ স্বচ্ছ
গ. বঙ্গবন্ধু স্মরণে গান:
ফাইরুজ লাবিবা
ঘ. দলীয় পরিবেশনা:
এবং আবৃত্তি সাংস্কৃতিক সংগঠন
প্রযোজনা:
শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১০-০৫ বঙ্গবন্ধু তুমি অব্যয় অক্ষয়:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার, খুলনা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত গীতিনকশার নির্বাচিত গান নিয়ে বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান

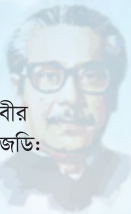

গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কাজল ইসলাম
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

১০-৪৫ বঙ্গবন্ধু স্মরণে বিশেষ জারি
পরিবেশনা:
দিদারুল ইসলাম ও দল

*বেলা*

১১-০৫ এখনও রক্তের রং আকাশে:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সালমানুল মেহেদী মুকুট
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১১-৩০ সেদিন আকাশে শ্রাবণের মেঘ ছিল:
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মামুনুর রশীদ
ধারাবর্ণনা: বিপ্লবী মমতাজ মিমি
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

*দুপুর*

১২-১৫ মুজিব মানে মুক্তি:
বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত কবিতা ও
গানের বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শংকর মল্লিক
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

*বেলা*

১-৩০ বিশেষ দোয়া মাহফিল:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ আলোচনা ও দোয়া
পরিচালনা: মুফতি আব্দুল কুদ্দুস
প্রযোজনা: মোঃ মামুন আকতার

২-০৫ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা:
গোষ্ঠীভিত্তিক পরিবেশনা
অংশগ্রহণ:
বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, খুলনা
প্রযোজনা: মেঃ মামুন আকতার

২-৩০ হৃদয়ের বাতিঘর তুমি- বঙ্গবন্ধু:
বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা:
সেলিনা আক্তার নার্গিস
প্রযোজনা: মেঃ মামুন আকতার

*বিকাল*

৫-১০ দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা:
কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে
বিশেষ গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: ধ্রুব একাডেমি, খুলনা
প্রযোজনা: কে.এম ইকরামুল কবীর

৫-৪০ শোক থেকে শক্তি- আগস্ট ট্র্যাজেডি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মকবুল হোসেন মিন্টু
অংশগ্রহণ:
তালুকদার আব্দুল খালেক,
শেখ হারুন-অর-রশিদ ও
এম ডি এ বাবুল রানা
প্রযোজনা:
মোঃ মামুন আকতার

*রাত*

৯-০৫ বেতার বিবরণী:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
খুলনায় অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের
উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন
ধারাবর্ণনা: সানজানা খান
তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনা:
মোঃ রেজাউল হক
প্রযোজনা:
মোঃ মোমিনুর রহমান

১০-০০ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশেষ নাটক

## বাংলাদেশ বেতার, রংপুর

*সকাল*

৬-৩৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৭-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৮-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৮-৩০ সম্ভার: প্রাত্যহিক বেতার
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. প্রসঙ্গ কথা:
শোকাবহ ১৫ই আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস:
ড. মাগফুর হোসেন
খ. শোকের মাসের বিশেষ
ধারাবাহিক:
হারিয়ে তোমায় পিতা: সংকলিত
গ. 'পনের আগস্ট' কবিতা আবৃত্তি:
মোঃ হামীম
ঘ. বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধ:
জোবায়ের আলী জুয়েল
ঙ. সুস্বাস্থ্য প্রতিদিন: সংকলিত
গ্রন্থনা: এমাদ উদ্দিন আহমেদ
উপস্থাপনা:
কে এম লুৎফর কবীর পান্না ও
নাসিমা চৌধুরী লিপি
প্রযোজনা: শাম্মী হক

১০-০৫ মুজিব মানে মুক্তি:
স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
সাব্বির হোসেন
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

১০-৩০ তুমি বাংলাদেশের প্রাণ:
বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা: জীবন কুমার পোদ্দার
উপস্থাপনা:
আকাঙ্খা ফেরদৌস আস্থা
সুর ও সংগীত: মোঃ আহসান হাবীব
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

*বেলা*

১১-০৫ সম্পাদকীয় মতামত:
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
জাতীয় পত্রিকাসমূহে
প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামতের
উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান
পর্যালোচনা: মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

১১-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
তুমি বাংলার ধ্রুবতারা

১১-৩০ রক্তস্নাত আগস্ট:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোঃ সাহেদুল ইসলাম
উপস্থাপনা:
রাফিউজ্জামান সরকার ও
শাহারিয়া সিদ্দিকী
সুর ও সংগীত: মোঃ আব্দুর রশিদ
প্রযোজনা: নিশাত তাসনিম কেয়া

*বেলা*

১-৩০ বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা:
মাওলানা বায়েজিদ হোসাইন
আলোচনায় অংশগ্রহণ:
মাওলানা রকিব উদ্দিন আহমেদ ও
মাওলানা শাহজাহান আলী
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

২-১০ দেশাত্মবোধক গান ও বঙ্গবন্ধুকে
নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

৩-৩০ হামার শোকের আগস্ট:
বিশেষ ভাওয়াইয়া গীতিনকশা
রচনা: পঞ্চানন রায়
সুর ও সংগীত: অনন্ত কুমার দেব
ধারাবর্ণনা: মোঃ রায়হানুল ইসলাম
ও মিনাক্ষী বণিক
প্রযোজনা: এ এইচ এম শরিফ

*বিকাল*

৪-২০ অশ্রুঝরা আগস্ট:
শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী ধারাবাহিক অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: এস.এম. খলিল বাবু
ক. ১৯৭৫ এ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের
শোকগাথা: সোহরাব আলী
খ. কারাগারের রোজনামচা থেকে পাঠ
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু

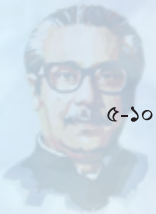

৫-১০ চিরভাস্বর বঙ্গবন্ধু:
আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
অধ্যাপক আতাহার আলী খান
অংশগ্রহণ: এ্যাডভোকেট
হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া,
শামীম তালুকদার ও
অধ্যাপক সফিয়ার রহমান
প্রযোজনা:
মোছাঃ ফারহানা আর্জুমান বানু
৫-৫০ বঙ্গবন্ধুর অমরকথা:
বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থ থেকে
পাঠের অনুষ্ঠান
*রাত*
৯-১০ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
রংপুর অঞ্চলে
আয়োজিত অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি
করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও প্রামাণ্য সংগ্রহ:
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা:
নিশাত তাসনিম কেয়া

## বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

*সকাল*
৬-৩০ যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
মলয় কুমার গাঙ্গুলী
৬-৩৫ আকাশটা আজ মেঘে ঢাকা:
জাতির পিতাকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মতিন্দ্র সরকার
উপস্থাপনা: রিফাত আরা
৭-৩০ মন ছুটে যায় টুঙ্গিপাড়ায়:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নিখিল রঞ্জন মজুমদার
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৮-১৫ বঙ্গবন্ধুর অমরকথা:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
রহমান রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ
পাঠে: মোঃ ফয়সল উদ্দিন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. জাতীয় শোক দিবসের তাৎপর্য
নিয়ে আলোচনা: উপস্থাপক
খ. ভ্রাম্যমান মাইক্রোফোন:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক
দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার
মানুষের শোকাবহ অনুভূতি
বহিঃপ্রচার ধারণ, গ্রন্থনা ও
উপস্থাপনা:
সৈয়দ সাইমুম আঞ্জুম ইভান
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠ
ঘ. অশ্রুসিক্ত আগস্ট:
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের
হৃদয়বিদারক ঘটনা নিয়ে স্মৃতিচারণ
অংশগ্রহণ:
বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ
ঙ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সুকান্ত গুপ্ত
চ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:
প্রফেসর ড. জামাল উদ্দিন ভুইয়া
ছ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: আবিদ ফায়সাল
উপস্থাপনা:
রাবেয়া বেগম ও জিল্লুর রহমান জয়
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ
৯-১০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৯-২০ খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
জীবনী নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা:
অধ্যাপক তাপসী চক্রবর্তী
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি: ঐশক সাহা
ঘ. তোমার জন্য হৃদয় কাঁদে:
শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোঃ এনায়েত আলী
ঙ. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের
ভাষণের খণ্ডিত অংশ
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা:
মোঃ কুতুব উদ্দিন
ধারাবর্ণনা: অগ্নিলা দাস
গ্রন্থনা: আনোয়ারা বেগম
উপস্থাপনা: ঋদ্ধি দাশ
প্রযোজনা:
মোঃ দেলওয়ার হোসেন
১০-০৫ শোকের মাতম: দিবসভিত্তিক
পুঁথিপাঠ: শেখ আব্দুর রহিম
১০-১৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
যদি রাত পোহালে শোনা যেত
১০-৩০ রক্তঝরা আগস্ট:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
পরিচালনা: শরদিন্দু ভট্টচার্য্য
প্রযোজনা:
প্রদীপ চন্দ্র দাস
*বেলা*
১১-১৫ শোকসাগরে ভাসি:
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর মেলা, সিলেট
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
১১-৫০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত জারিগান:
কাজল আহমদ ও সঙ্গীরা
১-৩০ প্রেরণার বাতিঘর:
তরুণদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. চিরতারুণ্যে ভাস্বর তুমি:
প্রশ্নোত্তরে আলোচনা:
লুৎফুর রহমান তাহবিলদার ও
শ্রাবনী দাস চৌধুরী
খ. আমি যেন কবিতায়
শেখ মুজিবের কথা বলি:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি:
শাহরিন জাহান উপমা
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. শোকাবহ ১৫ আগস্টের বর্ণনা:
গায়ত্রী রানী রায় ও বন্ধন চৌধুরী বর্ষ
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:অনামিকা চন্দ
প্রযোজনা:
মোঃ দেলওয়ার হোসেন
২-০৫ তুমি অব্যয় তুমি অক্ষয়:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা
আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোকাদ্দেস বাবুল
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৩-০৫ শ্রাবণের আকাশে বিষাদের সুর:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শামসুল আলম সেলিম
সুর সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা:
দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়
ধারাবর্ণনা: মাধব কর্মকার
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস
৩-৩৫ ১৫ই আগস্ট- ইতিহাসের কালো
অধ্যায়: আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: শফিকুর রহমান ও
তাপস দাশ পুরকায়স্থ
সঞ্চালনা: রজত কান্তি গুপ্ত
প্রযোজনা:
প্রদীপ চন্দ্র দাস
*বিকাল*
৪-৩৫ তুমি আছো বাংলায়:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান

গ্রন্থনা: তুষার কর
উপস্থাপনা:
জয়িতা তালুকদার তিথি
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৫-৩০ শোক থেকে শক্তি এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ:
শোকের মাস আগষ্ট উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: সৈয়দা জেবুন্নেছা হক, আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী ও অধ্যাপক ড. তুলসী কুমার দাশ
সঞ্চালনা: জগলু চৌধুরী
প্রযোজনা:
মোঃ দেলওয়ার হোসেন

*সন্ধ্যা*

৬-০৫ শ্যামল সিলেট:
কৃষি বিষয়ক আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গ কথা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস
ক. কৃষি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
মোঃ ফারুক হোসাইন
পরিচালনা: মবশ্বির আলী
প্রযোজনা:
মোঃ দেলওয়ার হোসেন

*রাত*

৯-০৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল
সঞ্চালনা:
মাওলানা শাহ মোঃ নজরুল ইসলাম
দোয়া পরিচালনা:
মাওলানা শাহ আলম
প্রযোজনা:
মোঃ দেলওয়ার হোসেন

১০-৩০ কোটি হৃদয়ের প্রতিধ্বনি:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সিলেটে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
বহি:প্রচার ধারণ,
গ্রন্থনা ও সম্পাদনা:
এম রহমান ফারুক
বর্ণনা: সৈয়দ সাইমুম আঞ্জুম ইভান
প্রযোজনা:
প্রদীপ চন্দ্র দাস

## বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

*সকাল*

৬-৫০ যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৭-৩০ বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৮-১৫ ইতিহাসের কালো অধ্যায় ১৫ আগস্ট:
সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান: অধ্যাপক ড. মোঃ ছাদেকুল আরেফিন
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
মোহাম্মদ তানভীর কায়ছার
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৮-৩০ মুজিব রবে হৃদয়ের গভীরে:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে গীতিনকশা
রচনা: পার্থ সারথী
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
কাজী মামুন
ধারাবর্ণনা: রওনক জাহান
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-০৫ আমরা মুজিবসেনা:
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:
বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, বরিশাল
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৯-৪৫ মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব: ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মারিফ আহম্মেদ বাপ্পী
ক. প্রসঙ্গ কথা:
শোকের মাস আগস্ট:
উপস্থাপক
খ. ১৫ আগস্ট ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞ:
সাক্ষাৎকার প্রদান:
এ্যাড. তালুকদার মোঃ ইউনুস
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ পিতা তোমাকে ভুলিনি:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

১০-৪৫ জারিগান: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জারিগান
পরিবেশনা:
রেখা বয়াতী ও সঙ্গীরা

*বিকাল*

৪-০৫ কে বলে তুমি নেই:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ড. গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আহসান হাবীব দুলাল
ধারাবর্ণনা: ইমন
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৪-৩৫ বঙ্গবন্ধু একটি অমিয় নাম:
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দেবাশীষ হালদার
অংশগ্রহণ: সুব্রত চক্রবর্তী ও ফারহানা ইসলাম লিনা
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-১৫ শোকাবহ ১৫ই আগস্ট ও আজকের বাংলাদেশ:
আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
কে এম মনিরুল আলম
অংশগ্রহণ:
গাজী নঈমুল হোসেন লিটু, সৈয়দ দুলাল ও মোঃ আরিফ হোসেন
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

*রাত*

১০-২৫ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদতবরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল
পরিচালনা:
মাওলানা মোঃ মুনিরুজ্জামান নূরানী
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-৪০ বিশেষ বেতার বিররণী:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বরিশালে অনুষ্ঠেয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও বহিঃধারণ:
সজল মাহামুদ
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

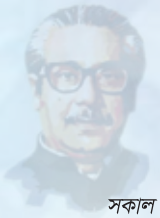

## বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

*সকাল*

৬-৫৫ ক. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৭-৪৫ ক. বঙ্গবন্ধুর অমরকথা:
বঙ্গবন্ধু রচিত
'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'/
'কারাগারের রোজনামচা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

৮-১৫ উত্তরের সুর: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে
ভাওয়াইয়া গানের অনুষ্ঠান

৮-৩০ উত্তরাচল:
প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-এ
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. আগস্ট মাস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ ধারাবাহিক
কাঁদো বাঙালি কাঁদো: সংকলিত
গ. অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বঙ্গবন্ধু:
জুলফিকার আলী
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ্রন্থনা: ইকবাল হোসেন
উপস্থাপনা:
কানিজ ফাহিমা ফেরদৌস ও
আতিয়ার রহমান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৯-০৫ আমাদের মহানায়ক:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তানিয়া আক্তার
উপস্থাপনা: মুনতাহা মাহি
ক. সমবেত কণ্ঠে দলীয় সংগীত
খ. শিশুতোষ আলোচনা:
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সাত্তার
গ. একক গান
ঘ. কবিতা আবৃত্তি
সংগীত পরিচালনা: উত্তম চন্দ্র রায়
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৯-৩০ সূর্যের মত অম্লান:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: হাসান রায়হান ও
মনিবুন ফেরদৌস
সংগীত পরিচালনা: লক্ষ্মি কান্ত রায়
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-১৫ যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান:
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

১০-৩০ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর
পরিবারের শাহাদতবরণকারী
সদস্যগণের আত্মার মাগফিরাত
কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
মাওলানা মোঃ আব্দুল মালেক
ক. পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত:
হাফেজ ক্বারী মোঃ ফারজুল ইসলাম
খ. কথিকা: ইসলামের প্রচার ও
প্রসারে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
মাওলানা মোঃ ইউসুফ আলী
গ. দরুদ পাঠ: অংশগ্রহণকারীগণ
ঘ. মুনাজাত: ১৯৭৫ সালের
১৫ আগস্ট শাহাদতবরণকারীদের
আত্মার মাগফিরাত কামনায়
মুনাজাত:
মাওলানা মোঃ মনিরুজ্জামান
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

*বিকাল*

৪-৩৫ স্মৃতিতে অম্লান:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোস্তাক আহমদ
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-১০ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
মোস্তাফিজুর রহমান রিপন
অংশগ্রহণ: বীর মুক্তিযোদ্ধা
মাহবুবুর রহমান বাবলু,
সেলিনা জাহান লিটা ও
নজরুল ইসলাম স্বপন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-৪৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

*সন্ধ্যা*

৬-১০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদতবার্ষিকী
ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় থেকে পাঠ
উপস্থাপনা: আতিয়ার রহমান
অংশগ্রহণ: এস এম জসিম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৬-২৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
ঠাকুরগাঁও এবং এর আশেপাশে
আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা এবং
প্রামাণ্য সংগ্রহ:
আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৬-৪০ ধন্য সেই পুরুষ:
শোকের মাস আগস্ট/২০২৩
উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সৈকত বণিক
খ. মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব: মামুনুর রশীদ
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান/কবিতা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৭-০০ ক. 'কারাগারের রোজনামচা'
গ্রন্থ থেকে পাঠ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

## বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

*সকাল*

৯-১৫ শোকাবহ আগস্ট:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদতবার্ষিকী স্মরণে
মাসব্যাপী অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জসিম উদ্দিন বকুল
ক. দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
পরীক্ষিৎ বড়ুয়া
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
গ. 'আমার দেখা নয়াচীন'
গ্রন্থ থেকে পাঠ

১০-৩০ হৃদয়ে জাতির পিতা:
শিশু-কিশোরদের নিয়ে
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সানজিদা খানম সায়মা
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোকদিবস স্মরণে
শিশুতোষ আলোচনা:
আহাসানুল হক
গ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে কবিতা আবৃত্তি:

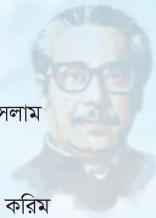

আদিত্য সিকদার প্রিন্স
ঘ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান: ইমু ধর
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম
১০-৫০ বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান
*বেলা*
১১-১০ যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
গ্রন্থনাবদ্ধ সংগীতানুষ্ঠান
উপস্থাপনা: মোঃ সাহেদ
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম
*দুপুর*
১২-১০ চেতনায় বঙ্গবন্ধু: যুবসমাজের
অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সৌতি দাশ
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান এর
জীবন কর্ম আদর্শ নিয়ে আলোচনা:
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
গ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে কবিতা আবৃত্তি:
ঐশী বড়ুয়া
ঘ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান:
সম্পূর্ণা দাশ রিসা
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম
১২-৩৫ অবিনাশী পঙ্‌ক্তিমালা:
কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নীলোৎপল বড়ুয়া
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ
*বেলা*
১-৩০ চিরঞ্জীব মুজিব:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মোঃ আলী জিন্নাত
অংশগ্রহণ: আশেক উল্লাহ রফিক,
নুরুল আবছার ও অজিত দাশ
প্রযোজনা: মোঃ সুলতান আহমেদ
২-৩০ তুমি আছো বাংলার স্বপ্ন জুড়ে:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: ডা. গোলাম মোস্তফা
সংগীত পরিচালনা: বাবুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: রুহুল আমিন ও
রুবিনা পারভীন
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম
৩-০৫ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থসমূহ থেকে পাঠের
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নাজমা পারভীন উর্মি
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম
৩-২৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোকদিবস স্মরণে দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: সিরাজুল ইসলাম ছিদ্দিকী
অংশগ্রহণ:
মাওলনা সেলিম উল্লাহ আলকাদেরী,
মাওলানা বেলাল উদ্দিন ও
মাওলানা আবুবক্কর
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

## বাংলাদেশ বেতার, রাঙামাটি

*বেলা*
১১-১২ শোধ হবে না তোমার রক্তের ঋণ:
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: দুলাল চৌধুরী
১১-৪০ শোকের পঙ্‌ক্তিমালা:
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মোঃ মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
*দুপুর*
১২-০৭ আগামী: শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও গীতরচনা:
মোঃ ফখরুজ্জামান
উপস্থাপনা: কথা চাকমা
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
আলী হোসেন চৌধুরী
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গান:
বৃষ্টি দাশ ঐশী
গ. শোক হোক শক্তি:
শিশুদের উদ্দেশ্যে
১৫ই আগস্ট নিয়ে কথিকা:
তাছাদ্দিক হোসেন কবির
ঘ. ১৫ই আগস্টের কবিতা আবৃত্তি:
জাফরানা আফরিন জুবিন
ঙ. সমবেত কণ্ঠে
১৫ই আগস্টের গান
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
*বেলা*
১-১০ বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও
আজকের বাংলাদেশ:
আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সুনীল কান্তি দে
অংশগ্রহণ: দীপংকর তালুকদার,
ফিরোজা বেগম চিনু,
তুষার কান্তি বড়ুয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা
হাজী মোঃ কামালউদ্দিন
প্রযোজনা: মোঃ সেলিম
১-৪০ শোকাহত আগস্ট:
যুবসমাজের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সাদিয়া রহমান
ক. দিবসভিত্তিক গান
খ. বঙ্গবন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবন ও
যুবভাবনা: মোঃ আলী আদনান
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তি
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
২-৪০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয়
শোক দিবস উপলক্ষে
বিশেষ দোয়া মাহফিল
পরিচালনা:
মাও: মোঃ ওসমান গনী চৌধুরী
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
৩-০৫ জনকের অনন্তযাত্রা: বিশেষ নাটক
রচনা: মোঃ সোহেল রানা
প্রযোজনা:
মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী
৩-৩৫ যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশে নারীদের
পুনর্বাসনে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
মহিলাদের অংশগ্রহণে বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ঋষিতা চাকমা
নাসরিন ইসলাম, অঞ্জুলিকা খীসা,
নিরুপা দেওয়ান
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

## বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

*বেলা*
১১-২০ কাঁদো কাঁদো বীর বাঙালি:
বঙ্গবন্ধুর স্মরণে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান
*দুপুর*
১২-১৫ অপরূপা বান্দরবান:
বেতার ম্যাগাজিন
ক. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
খ. কথিকা: বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ
ও বিশিষ্ট ব্যক্তির
চোখে বঙ্গবন্ধু: অংচমং মারমা
গ. ডিজিটাল বাংলাদেশ:

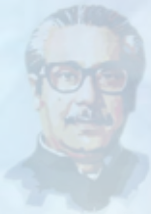

তথ্য-প্রযুক্তি আধুনিকায়নের
মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা
নিয়ে তথ্যমূলক নিবন্ধ:
দেওয়ান মোঃ আবুজার
ঘ. বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনী:
বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবন ও
কর্ম নিয়ে সংকলিত নিবন্ধ
বিখ্যাত ব্যক্তি:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সংকলন ও গ্রন্থনা:
আফসানা শাহীন
ঙ. কবি কামাল চৌধুরী রচিত
'টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে'
কবিতা আবৃত্তি:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
কাঁদে পদ্মা কাঁদে মেঘনা,
শিল্পী: পাপড়ী ভট্টাচার্য
গ্রন্থনা: শান্তি সারকি
উপস্থাপনা:
আল্পনা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা ও
মাহমুদুল হাসান
পাণ্ডুলিপি পাঠে:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

*বেলা*

১-৩০ সম্পাদকীয় মন্তব্য:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে
দৈনিক জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয়
সংবাদপত্রসমূহের
সম্পাদকীয় অংশের উপর ভিত্তি
করে সরাসরি অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
বুদ্ধ জ্যোতি চাকমা
সঞ্চালনা: কৌশিক দাসগুপ্ত
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

২-২০ গিরিসুর: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের
জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
উপস্থাপক
খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে
বঙ্গবন্ধুর অবদান:
কাঞ্চন জয় তঞ্চঙ্গ্যা
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি (তঞ্চঙ্গ্যা ভাষায়):
সন্ধ্যাতারা তঞ্চঙ্গ্যা
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি (মারমা ভাষায়):
খিংখিং সাইন মারমা
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
(মারমা ভাষায়)
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আল্পনা প্রভা তঞ্চঙ্গ্যা
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

২-৪০ নবকেতন:
তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
(তরুণ প্রজন্মের চোখে বঙ্গবন্ধু
শিরোনামে প্রামাণ্যসহ)
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
উপস্থাপক
খ. ১৫ই আগস্ট
শ্রাবণের অঝর কান্না:
মোঃ তারেকুল ইসলাম
গ. সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা:
চিংমাপ্রু খেয়াং
ঘ. বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে
যুবসমাজের ভূমিকা: রনি দে
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
মৌমিতা মজুমদার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সূচনা বড়ুয়া ইতু
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

৩-৩০ হৃদয়ের নিভৃত বন্দরে
বঙ্গবন্ধু অমলিন: গীতিনক্শা
রচনা: মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সুর সংযোজনা ও
সংগীত পরিচালনা:
মোঃ আব্দুর রহিম
ধারাবর্ণনা: মোবারক হোসেন ও
নাদিয়া সুলতানা লোপা
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

*বিকাল*

৪-১০ তুমি প্রত্যয় হয়ে আছো
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ গীতিআলেখ্য
পরিবেশনা: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক
স্কুল এন্ড কলেজ, বান্দরবান
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

৪-৩৫ সুরঞ্জনা:
মহিলাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
উপস্থাপক
খ. যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে
নারীদের পুনর্গঠনে
বঙ্গবন্ধুর অবদান:
এ্যাড. সারা সুদীপা ইউসুফ
গ. বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানা রচিত
'বাবাকে মনে পড়ে':
স্মৃতিচারণমূলক লেখা পাঠ:
মৌমিতা চৌধুরী
ঘ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত
কবিতা আবৃত্তি: উপস্থাপক
ঙ. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'
গ্রন্থ থেকে পাঠ:
তাহিয়া রহমান
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
পিতা তোমারে ভুলি নাই
ফাহমিদা নবী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
হোসনে আরা খানম
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

৫-১০ মহান রাষ্ট্রনায়কের বাংলাদেশ:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: লক্ষীপদ দাশ ও
এ কে এম জাহাঙ্গীর
সঞ্চালনা:
মনিরুল ইসলাম মনু
প্রযোজনা:
মোঃ মামুনুর রহমান

৫-৪০ রক্তাক্ত পঙ্‌ক্তিমালা:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মেহেদী হাসান
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

*সন্ধ্যা*

৬-০৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ মিলাদ
মাহফিল ও মোনাজাত
পরিচালনা
(তেলাওয়াত ও তরজমাসহ):
মাওলানা মোঃ মোবাশেরুল হক
ক. কথিকা:
বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম-
মাওলানা মোঃ শাহাবুদ্দিন
খ. কাসিদা পাঠ: মাওলানা
মোঃ আবুল কালাম আজাদ,
মোঃ আজগর হোসাইন,
আব্দুর রহমান হোসাইন ও
দিদারুল ইসলাম
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৬-৪৫ বেতার বিবরণী:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমানের
৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে
বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান অঞ্চলে
অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও বহি:ধারণ:
রিব্বানুল কবির বাপ্পী
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

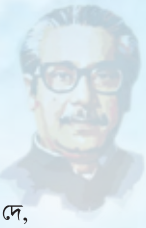

## বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

*বেলা*

১১-৩০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

*দুপুর*

১২-০৫ স্বাধীনতা ও দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: আবু ছালেক মোঃ সেলিম রেজা সৌরভ, এম এ করিম মজুমদার ও মোঃ আলী আকবর
সঞ্চালনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: ফাহাদ হোসেন মোল্লা

১২-৪০ ধন্য সেই পুরুষ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'কে নিবেদিত কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: ধ্বনি আবৃত্তি স্কুল, কুমিল্লা
প্রযোজনা: ফাহাদ হোসেন মোল্লা

*বেলা*

১-০৫ জয়বাংলা: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুর মোহাম্মদ রাজু
ক. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের অংশবিশেষ
খ. যদি রাত পোহালে শোনা যেত: মলয় কুমার গাঙ্গুলী
গ. কবি নির্মলেন্দু গুণের বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা থেকে আবৃত্তি: উত্তম বহ্নি সেন
ঘ. বঙ্গবন্ধুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ স্বনির্ভর বাংলাদেশ: ড. জি এম মুনিরুজ্জামান
ঙ. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে পাঠ: সারওয়ার নাইম
প্রযোজনা: ফাহাদ হোসেন মোল্লা

১-৩০ হৃদয়তানে বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

*বিকাল*

৪-০৫ খোকা থেকে বঙ্গবন্ধু: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার পূর্নি
ক. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান: সমবেত কণ্ঠে
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা: প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
গ. স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্রের গান: সমবেত কণ্ঠে
ঘ. শিশু-কিশোরদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর অবদান (আসরভিত্তিক আলোচনা): শাহজাহান চৌধুরী
প্রযোজনা: ফাহাদ হোসেন মোল্লা

৪-৩৫ হে জাতির পিতা: বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা: ডা: এম কে ঢালী
সুর সংযোজনা: এম এ কাইউম খান

৫-১০ বঙ্গবন্ধুর কৃষিভাবনা: কৃষি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: ড. মোহিত কুমার দে, শরীফ উদ্দিন ও ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম
সঞ্চালনা: চন্দন কুমার পোদ্দার
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম. মেহেদি হাছান

৫-৩৫ বিশেষ বেতার বিবরণী: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কুমিল্লা ও তার আশেপাশে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী

*সন্ধ্যা*

৬-০৫ মুক্তিযোদ্ধার চোখে বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদান: বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী আবুল বাশার
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শাহজাহান চৌধুরী
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-২৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা হাবিবুর রহমান আল ফরিদী
প্রযোজনা: এ.এইচ. এম মেহেদি হাছান

## বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

*সকাল*

৮-১৫ চিরঅম্লান মুজিব: শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সাদিয়া আফরিন
ক. প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
খ. যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু: ড. মোঃ হাসিবুর রহমান
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৮-৩৫ সৌরভে তুমি গৌরবে তুমি: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সনিয়া আক্তার
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯-১৫ চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ: মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ফাতেমা বেগম
ক. প্রসঙ্গ কথা: দিবসভিত্তিক
খ. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা: মোঃ এমদাদুল হক
গ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
ঘ. একাত্তরের চিঠি থেকে পাঠ: সিফাত আবদুল্লাহ
ঙ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কবিতা: নূপুর গোলদার
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

৯-৪০ ক. ডায়রির পাতা: 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থ থেকে পাঠ: সিফাত বিনতে জামান রাকা
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

*দুপুর*

২-৩০ চিরঞ্জীব মুজিব: কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে গোষ্ঠীভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠান
পরিবেশনা:

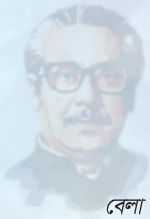

ত্রিবেণী গণ সাংস্কৃতিক সংস্থা, গোপালগঞ্জ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

*বেলা*

৩-০৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৩-৩০ বাঙালি জাতির অস্তিত্বে বঙ্গবন্ধু: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণ:
ড. এ. কিউ. এম মাহবুব, মাহবুব আলী খান ও কাজী মাহবুবুল আলম
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

*বিকাল*

৪-০৫ ধন্য সেই পুরুষ: কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ
৪-২৫ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান
৫-১০ বজ্রকণ্ঠের অমরত্ব: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিভিন্ন সময়ে দেশে-বিদেশে প্রদত্ত ভাষণের উদ্ধৃতি নিয়ে গ্রন্থিত বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা: নাজমুল হক লাকী
উপস্থাপনা: সামিয়া রহমান লিসা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৫-৪০ স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের উপর ভিত্তি করে বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
বহি:ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জীবানন্দ ঠাকুর
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

*সন্ধ্যা*

৬-০৫ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা: মোজাম্মেল হোসেন মুন্না
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির
৬-২০ বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান

## বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

*সকাল*

৮-১০ যদি রাত পোহালে শোনা যেত: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিবেদিত গান
শিল্পী: সাবিনা ইয়াসমিন
৮-২০ পূর্বাশা: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন: ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নিয়ে প্রতিবেদন
গ. ইতিহাসের এই দিনে: বাংলাদেশ ও বিশ্ব ইতিহাসে এইদিনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর তথ্য
ঘ. স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ নিবন্ধ
ঙ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতা: যার মাথায় ইতিহাসের জ্যোতিবলয়:
সিহাব সাকিব ঈশান
চ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান: তুমি ছিলে তুমি রবে-
ইন্দ্রমোহন রাজবংশী
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৮-৪০ তুমি চির উজ্জ্বল: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আঁখি আকবর রনি
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম
১০-২০ সে নাম মুজিব: কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
স্বর্ণা চাকলাদার
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম

*বেলা*

৩-৩০ সৌরভে তুমি, গৌরবে তুমি: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান

*বিকাল*

৪-২০ হৃদয়জুড়ে বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গানের অনুষ্ঠান
৫-১০ মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ মুজিব:
আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ:
অধ্যাপক মোঃ আমানউল্লাহ, অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান ও বিমল পাল
সঞ্চালনা: হায়াতউল্লাহ
প্রযোজনা:
মোঃ জাকিরুল ইসলাম
৫-৩০ বঙ্গবন্ধুর অমর কথা:
বঙ্গবন্ধু রচিত গ্রন্থ থেকে পাঠের অনুষ্ঠান
ক. অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে পাঠ:
মোঃ মুনজুর এলাহী সৌরভ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
বড় প্রিয় একটি নাম:
সুবীর নন্দী ও শাম্মী আখতার

## জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

*সকাল*

৭-২০ সুখের ঠিকানা:
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
এ মাটির ধূলিকণা (অংশবিশেষ): তপতী ভট্টাচার্য
গ. প্রশ্নোত্তরে আলোচনা:
বাল্যবিয়ে রুখবো, স্বপ্নের পথে হাঁটবো
সাক্ষাৎকার প্রদান: ইফতেখার রহমান
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
তামান্না সিদ্দিকী
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

*বেলা*

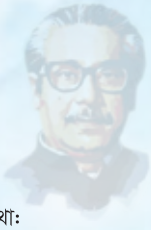

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল:
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
খ. সাক্ষাৎকারমূলক
আলোচনা অনুষ্ঠান:
১৫ আগস্ট ১৯৭৫ স্বাধীন স্বপ্নের
মৃত্যু ও স্বৈরতন্ত্রের পুন:জন্ম
অংশগ্রহণ:
আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী
সঞ্চালনা: মামুন উর রশিদ
গ. কথায় গানে সংগীতমালা:
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান নিয়ে
সাজানো অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
উপস্থাপনা:
মোঃ জসিমউদ্দিন ও
সুরাইয়া সুলতানা মনিরা
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

*বিকাল*

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার:
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
মলয় কুমার গাঙ্গুলী
সঞ্চালনা:
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা
গ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে আবৃত্তি:
লুলুয়া ইসহাক মুন্নি
গ্রন্থনা:
মোঃ জোবায়েদ হোসেন পলাশ
উপস্থাপনা:
সুরাইয়া সুলতানা মনিরা ও
মোঃ জোবায়েদ হোসেন পলাশ
প্রযোজনা:
তোফাজ্জল হোসেন

*রাত*

৮-১০ সুখী সংসার:
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
সেদিন আকাশে শ্রাবণের
মেঘ ছিল- সাদী মোহাম্মদ
গ. ধারাবাহিক নাটক 'নিহার বানু'
(বিশেষপর্ব)
রচনা:
মুহাম্মদ শাহ আলমগীর
প্রযোজনা: আবু নওশের
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সৈয়দা শাহান আরা চৌধুরী
প্রযোজনা:
তোফাজ্জল হোসেন

## কৃষি সার্ভিস দপ্তর

*সকাল*

৬-৫০ কৃষি সমাচার:
কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
উপস্থাপক
ক. স্বপ্নের বাংলাদেশে
বঙ্গবন্ধুর কৃষি দর্শন:
অধ্যাপক
আবু নোমান ফারুক আহমেদ
খ. বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত গান:
কাঁদো বাঙালি কাঁদো-
সাজেদুর রহমান সুইট
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

*সন্ধ্যা*

৬-০৫ সোনালি ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
ক. জাতীয় শোক দিবসের উপর
ভিত্তি করে কথিকা:
কৃষি ও কৃষকের বন্ধু বঙ্গবন্ধু:
মা. আসাদুল্লাহ
খ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান:
বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে:
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
আসর পরিচালনা: নজরুল ইসলাম
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
ক. জাতীয় শোক দিবসের উপর
ভিত্তি করে বিশেষ কথিকা:
বঙ্গবন্ধু কৃষকের আলোর দিশারী:
কৃষিবিদ হামিদুর রহমান
খ. বঙ্গবন্ধু নিবেদিত গান:
যদি রাত পোহালে শোনা যেত:
মলয় কুমার গাঙ্গুলী
আসর পরিচালনা:
আব্দুস সবুর খান চৌধুরী
প্রযোজনা: জান্নাতুল ফেরদৌস

## ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

*বেলা*

১-৩০ আছো তুমি অন্তরে:
জাতির পিতার শাহাদতবার্ষিকী ও
জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদান:
তোফায়েল আহমেদ (এমপি)
সাক্ষাৎকার গ্রহণ:
মামুন উর রশিদ
প্রযোজনা: ফারজানা

১-৫০ জাতির পিতাকে নিবেদিত গান

২-০০ মৃত্যুহীন প্রাণ: বিশেষ গীতিনকশা
গ্রন্থনা ও গীতরচনা:
ফেরদৌস হোসেন ভূইয়া
সুর সংযোজনা:
শেখ সাদী খান
উপস্থাপনা: লাল্টু হোসাইন ও
নাজনিন নাহার নীপা
প্রযোজনা: ফারজানা

২-২৫ শোক থেকে শক্তি:
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: অধ্যাপক আ আ ম স
আরেফিন সিদ্দীক ও
অধ্যাপক খুরশিদা বেগম
সঞ্চালনা:
রেজাউল করিম সিদ্দীক
প্রযোজনা:
মোঃ সারোয়ার মোর্শেদ

২-৪০ হৃদয় জুড়ে পিতার মুখ:
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
লায়লা আরিয়ানি হোসেন
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

## বহির্বিশ্ব কার্যক্রম

# External service

রাত ১০.৩০-১১.৩০ (মধ্যপ্রাচ্য)
রাত ১.১৫-২.০০ (ইউরোপ)
চিরভাস্বর বঙ্গবন্ধু:
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. ১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
খ. গান: তুমি তো নাই
শিল্পী: সামিনা চৌধুরী
গ. সাক্ষাৎকার: বঙ্গবন্ধুর সহজাত নেতৃত্ব
সাক্ষাৎকার প্রদান:
অধ্যাপক খুরশিদা বেগম
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: রাজীব দে সরকার
ঘ. আবৃত্তি: সে নাম মুজিব:
মাহমুদা আক্তার
গবেষণা ও গ্রন্থনা: ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: ইকবাল খোরশেদ ও
সুমনা সিরাজ সুমি
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

Between 6:30 PM & 7:00 PM
(English 1st Transmission)
Duration: 17 min
Between 11:45 PM & 1:00 AM
(English 2nd Transmission)
Duration: 25 min
Special Program on the Death Anniversary
of the Father of the Nation
Bangabandhu
Sheikh Mujibur Rahman and National
Mourning Day' 2023
Bangabandhu:
The Soul of Our Nation
a. Intro on the Death Anniversary of
Father of the Nation
Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.
b. Song:
Sedin shraboner Megh Chilo
(সেদিন আকাশে শ্রাবণের মেঘ ছিল)
Singer: Sadi Mohammad
Takiulaah
Lyric: Prof. Abu Sayed
c. Excerpt from the Book 'My
Father My Bangladesh'
by Sheikh Hasina
Read by: Shamim Khan
d. Talk: Virtues of Leadership of
Bangabandhu:
Professor Khurshida Begum
e. Poem: Ei Siri (GB wmuwo)
Recited By: Proggya Laboni
f. Tumi chole gecho
(তুমি চলে গেছো)
Singer: Shammi Akhtar
Research and Compilation:
Alfazuddin Ahmed Tarafdar
Presented by: Shamim Khan
Produced by: Hafsa Akter Sonia

## বাণিজ্যিক কার্যক্রম

*সকাল*
৯-০৫ মৃত্যুঞ্জয়ী বঙ্গবন্ধু:
শোকের মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোঃ আমিনুল ইসলাম
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

## ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

*সকাল*
৯-২০ চেতনায় চির জাগরুক:
কবিতা নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: রিয়াদ হোসেন ও
ফারজানা ইয়াসমিন লুবনা
প্রযোজনা:
উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

*বিকাল*
৪-০৫ পিতা তোমার স্মরণে:
গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা:
সাইদুল আমান চপল
উপস্থাপনা: রাহাত সিদ্দিকী প্রিন্স ও
শাহনাজ পারভীন
প্রযোজনা:
উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

# স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু

তরুণ ফুটবলার শেখ মুজিবুর রহমান (সামনের সারিতে বাঁ থেকে তৃতীয়) ১৯৪০

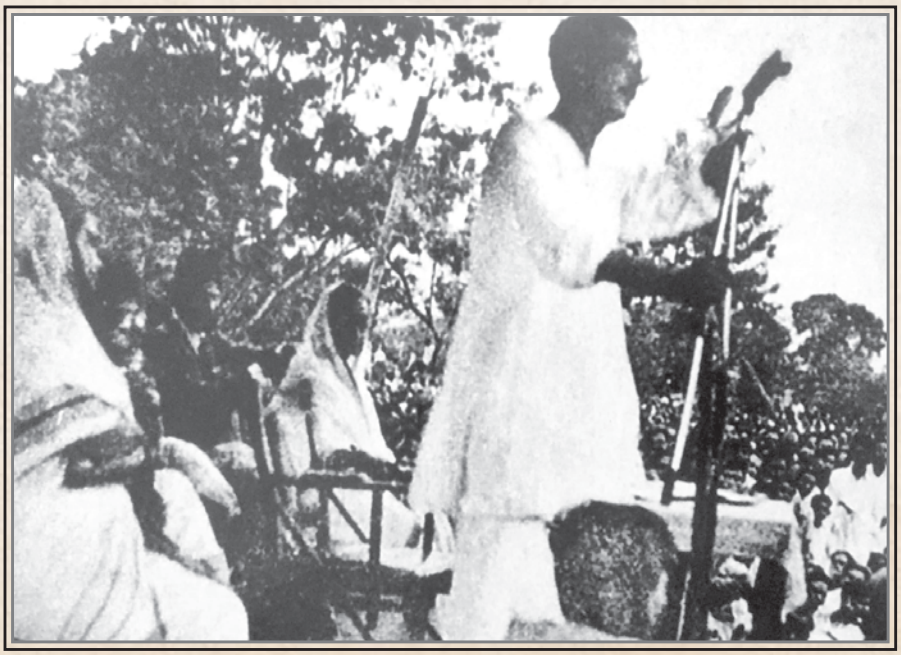



আরমানিটোলা ময়দানে আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভায়
বক্তৃতাদানরত শেখ মুজিবুর রহমান (মে, ১৯৫৩)

নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নৌকায় পদ্মা নদীতে; রাজশাহী ১৯৫৪

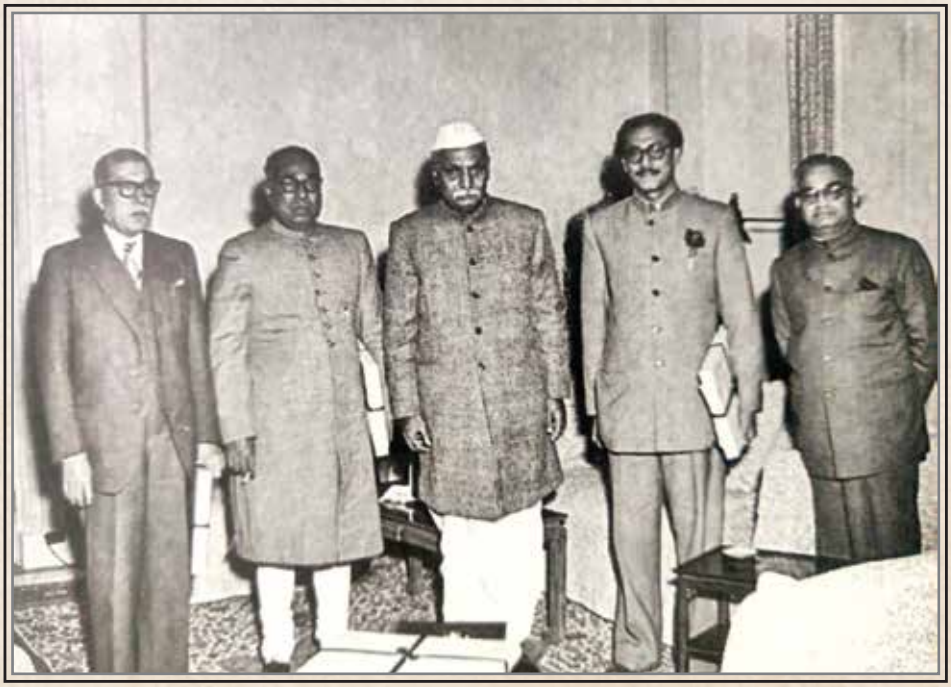

নয়াদিল্লিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৫৭)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে স্থাপিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে নেয়ার পথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৬৯)

কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর। ১৯৬৯

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাজউদ্দিন আহমেদসহ নির্বাচনী ফলাফল শুনছেন বেতারে। ১৯৭০

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ৭ মার্চ ১৯৭১

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইট শুরুর পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। করাচি এয়ারপোর্টে পাক সৈন্য বেষ্টিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান



স্বদেশের মাটিতে জনসমুদ্রে জাতির পিতা। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

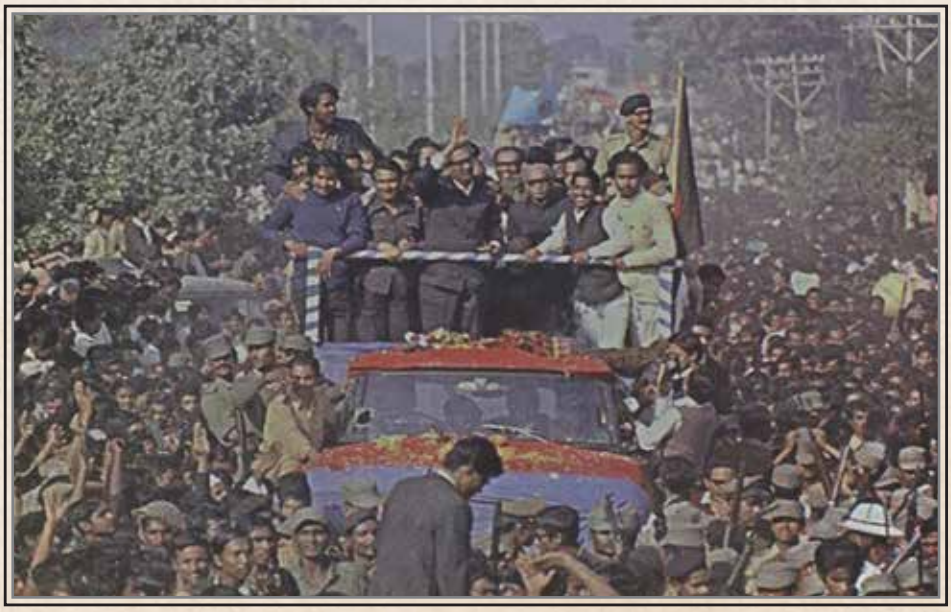

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জানুয়ারি ১৯৭২

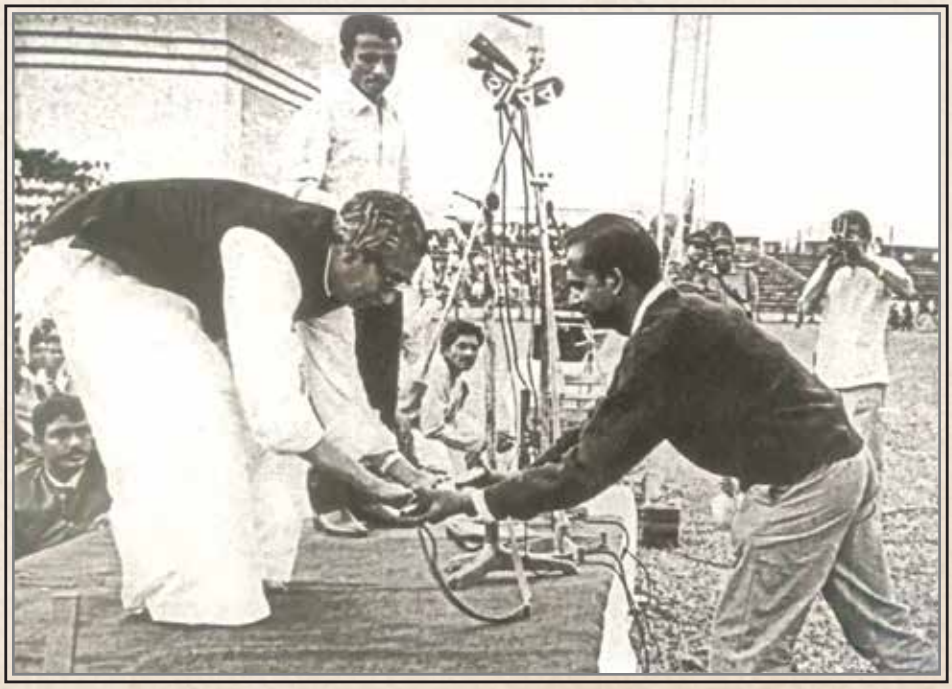

ঢাকা স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে
অস্ত্র জমা দিচ্ছেন একজন মুক্তিযোদ্ধা (৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২)

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যুদ্ধাহত এক মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথা বলছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭২)

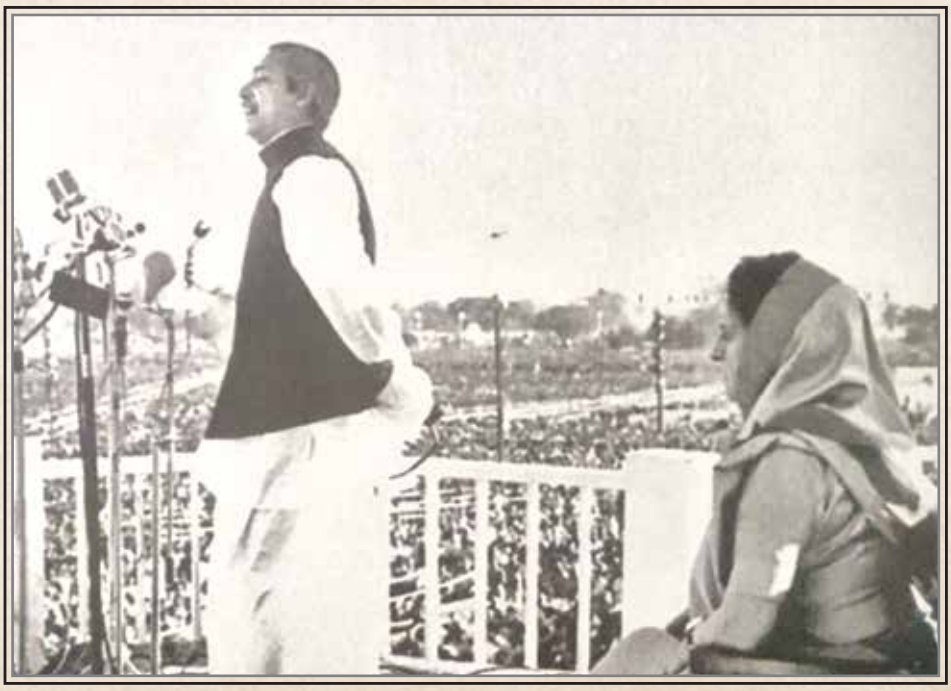

কলকাতায় গড়ের মাঠের বিশাল জনসমুদ্রে ভাষণ দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে এলেন মুক্তিযুদ্ধের সুহৃদ মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি ও তাঁর স্ত্রী। ছবিতে আরো আছেন বঙ্গবন্ধুর তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল (১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)

স্বাধীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ, ১৯৭৩)

কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৩

ঐতিহাসিক মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি স্বাক্ষরের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ১৬ মে ১৯৭৪

বড় মেয়ে  শেখ হাসিনা ও নাতি সজীব ওয়াজেদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু  শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর ‘জুলিও কুরি’ শান্তি পুরস্কার দেশের প্রথম সম্মান

পিতা-মাতা ও স্ত্রী সন্তানসহ বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ বেতার শিল্পীদের মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

হত্যার পর নিজ বাড়ির সিঁড়িতে পড়ে থাকা
শেখ মুজিবুর রহমানের রক্তাক্ত মৃতদেহ

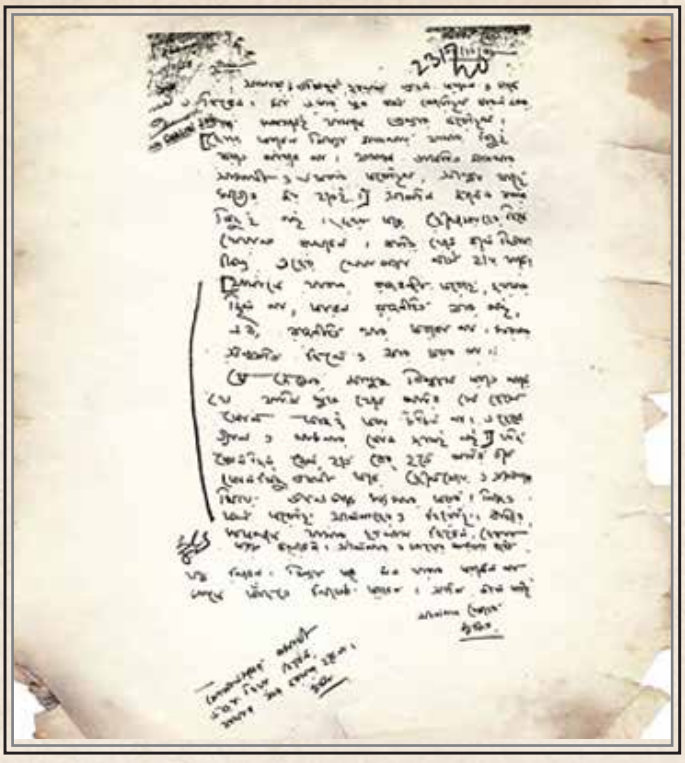

বাবা লুৎফর রহমানকে লেখা বঙ্গবন্ধুর চিঠি

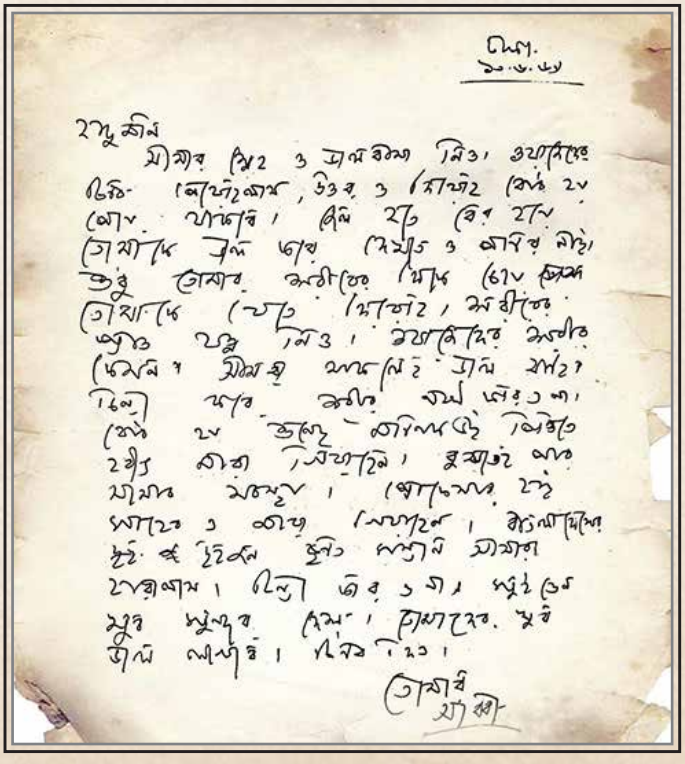

কন্যা শেখ হাসিনাকে লেখা বঙ্গবন্ধুর চিঠি

# তরুপল্লব

## শিশু-কিশোর পাতা

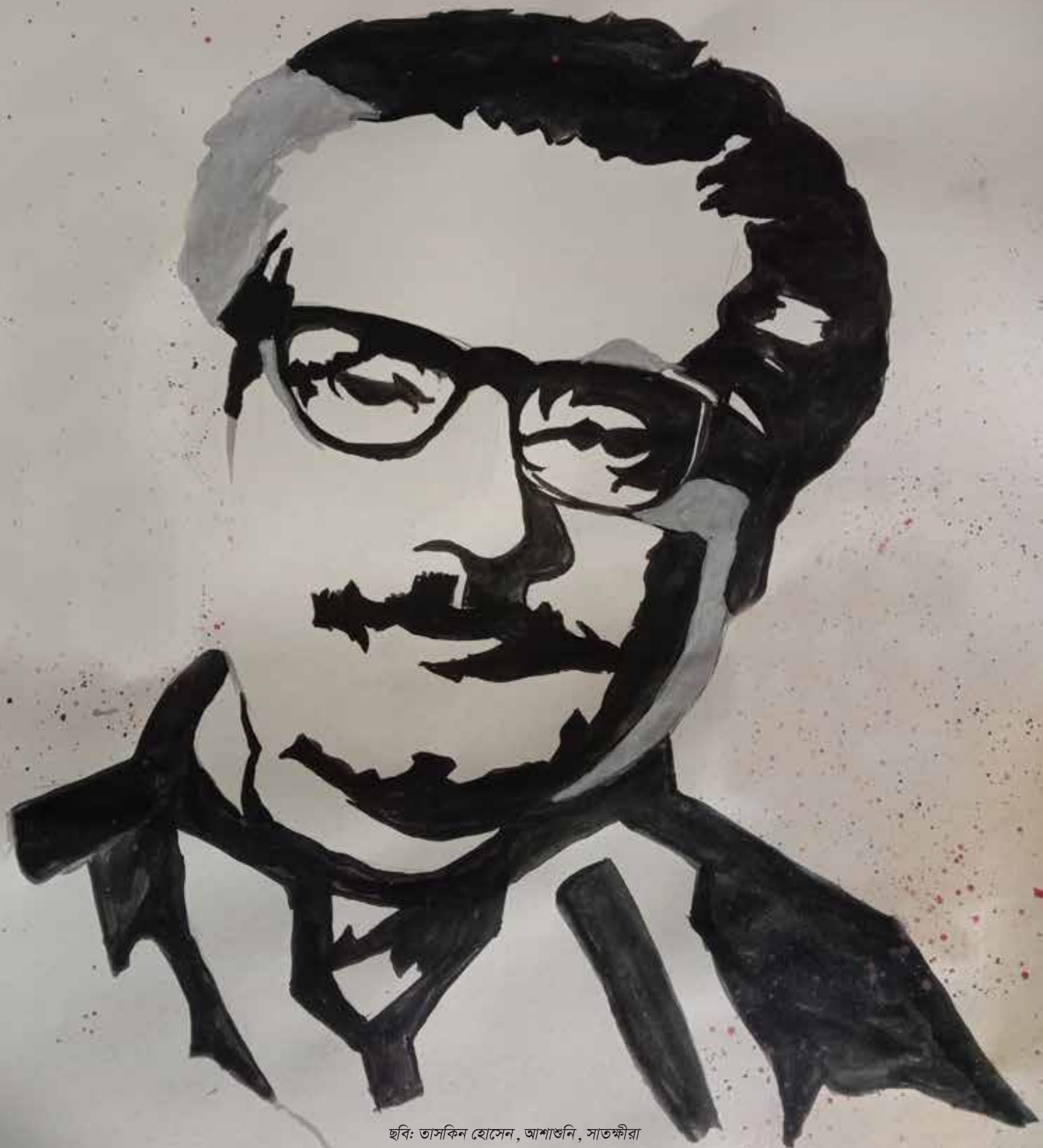

ছবিঃ তাসকিন হোসেন, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

# পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট: শিশুহত্যার সেই ইতিহাস

## মোহাম্মদ ইল্‌ইয়াছ

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বাংলাদেশ ও বাঙালির কালপঞ্জিতে একটি কালিমালিপ্ত দিন। এদিন বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হত্যা করা হয় তাঁর দুই কন্যা সন্তান ছাড়া পরিবারের সবাইকে। অন্য দুই বাড়িতে তাঁর ভাগ্নে ও ভগ্নিপতিদের অধিকাংশ সদস্যদেরও হত্যা করা হয়। আগস্ট শোকের মাস, স্বজন হারানোর আর্তি জানানোর মাস। তাই আমরা এদিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে স্মরণ করছি সেই পঁচাত্তর থেকে।

প্রায় অর্ধশত বছর হলো সেই পঁচাত্তরের শোক ও বেদনা আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। কী দোষ করেছিল পঁচাত্তরে নিহত কচি-শিশু প্রাণ গুলো? এ প্রশ্ন চিরকাল বাঙালির হৃদয়ে হানা দেবে। চোখে জল ঝরাবে।

আমরা অনেকেই জানি পঁচাত্তরের সেই ১৫ই আগস্টের ভোরে দল বেঁধে খুনি মোশতাক জিয়ার লেলানো হত্যাকারী ফারুক-রশিদরা একযোগে ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়ি, ধানমন্ডির অন্য একটি বাড়িতে শেখ মনির বাসস্থান ও মিন্টু রোডে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় হানা দিয়ে যাকে সামনে পায় তাকে হত্যা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ যারা শহিদ হয়েছিলেন তারা হলেন- বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল, দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, শেখ কামালের পত্নী সুলতানা কামাল খুকী, শেখ জামালের পত্নী পারভীন জামাল রোজী, বঙ্গবন্ধুর একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসের, ভগ্নিপতি ও মন্ত্রী সভার সদস্য আবদুর রব সেরনিয়াবাত, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সেরনিয়াবাতের তের বছরের কিশোরি কন্যা বেবী, চার বছরের পুত্র আরিফ, চার বছরের শিশু দৌহিত্র বাবু, শেখ মনির স্ত্রী বেগম আরজু মনি, কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ, শহীদ সেরনিয়াবাত, আবদুন নইম খান রিন্টু, পুলিশ কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান, তিনজন অতিথি ও চারজন গৃহকর্মী।

এদিনের শহিদদের মধ্যে অনেকেই শিশু-কিশোর। এরা হলো শেখ রাসেল, বেবী, আরিফ, সুকান্ত বাবু ও রিন্টু। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে খুনি মহিউদ্দিন কামান থেকে গোলা ছুঁড়ে অদূরে মোহাম্মদপুরের বস্তিতে চারটি ঘরে ১৩ জনকে হত্যা করে। এদের মধ্যে নাসিমা ছিল একজন শিশু। পনেরোই আগস্ট-শাহাদাতবরণকারী শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ সন্তান। তখন তাঁর বয়স ছিলো ১০ বছর। ঢাবির ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। ঘটনার সময় শিশু রাসেল বাঁচার আকুতি জানিয়েছিল খুনি হুদা ও নুরের কাছে। তাকে বাঁচতে দেয়া হয়নি। বাবা, ভাই মা ও ভাবিদের লাশ দেখিয়ে তাকে অকাতরে হত্যা করা হয়।

কিশোরি বেবী ও আরিফ আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ছেলে মেয়ে এরাও পড়াশুনা করতো এবং বাবার মিন্টু রোডের বাসায় থাকতো। আর তাদের সাথে থাকতো বড় ভাই- হাসানাত আব্দুল্লাহর ছোট্ট ছেলে সুকান্ত বাবু। ঐ বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলো আমির হোসেন আমুর খালাতো ভাই রিন্টু। রিন্টুও তাদের সাথে নিহত হন সেই আজান দেয়া ভোরে। বেবীকে হাসপাতালে নেয়া হয়, সে সারাদিন বেঁচেছিলো। তাকে খুনিদের ভয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়নি।

ধানমন্ডির শেখ ফজলুল হক মনির বাসায়- তাপস ও পরশ খাটের নিচে লুকিয়ে থাকায় খুনিরা খুঁজে পায়নি। বিধাতার অপার মহিমায় তারা বেঁচে যান। মোহাম্মদপুরে নিহত শিশু নাসিমা ছিল দুধের সন্তান।

এরা আজ অমর। কচি- কোমল ও নির্মল এসব শিশু-কিশোররা পৃথিবীতে এসেছিলো বেদনা বইতে। ফুল ফোটার আগেই তারা হারিয়ে গেলো আমাদের কাঁদিয়ে। খুনির ফাঁসি হয়েছে। এতে কি আমাদের পাপ মোচন হয়েছে? হয়নি। আজো তাদের স্মৃতি ও আত্মা আমাদের শোক সাগরে ভাসায়। আগস্ট এলে সেই কচি-কোমল মুখগুলো আমাদের সজল মনে ভেসে ওঠে। আগস্টের সকল শহীদদের আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

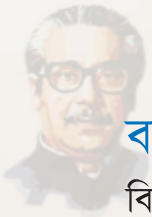

# বঙ্গবন্ধু

বিজন বেপারী

ছোট্ট খোকা জন্ম নিলেন
টুঙ্গিপাড়ার কোলে,
তার খুশিতে পথের ধারে
ফুল পাখিরা দোলে।

সেই যে খোকা মহান হবেন
ছাপ রাখেন তাঁর কাজে,
দুখীজনে দান করিতেন
খুশি হতেন মা যে।

খোকা ছিলেন দয়ার সাগর
কাঁদেন সবার দুখে,
মানতে নাহি পারেন তিনি
রবেন একা সুখে।

ছোট্ট খোকার মনে প্রাণে
পরাধীন এই দেশটা,
তাইতো তিনি শত্রু পানে
পাতেন নিজের বুকটা।

সেই খোকাই বঙ্গবন্ধু
গড়েন বাংলাদেশটা,
জগৎ মাঝে ভেসে বেড়ায়
ছোট্ট খোকার মুখটা।

# রাসেল সোনা

রাসু বড়ুয়া

লক্ষ-কোটি তারার মাঝে
বুকের মানিক ধন
আদর-মায়ার চাদর গায়ে
থাকতো সারাক্ষণ।

হেসে-খেলে উঠছে বেড়ে
অসীম স্বপ্ন আশা
মায়া ভরা যতন-সোহাগ
পেতো ভালোবাসা।

দৈত্য-দানব আসলো সেদিন
প্রাণটা নিতে কেড়ে
ছোট্ট সোনা রাসেলকেও
দেয়নি তারা ছেড়ে।

ধানমন্ডির সেই বাড়িটা
ভাসে রক্তবানে
রাসেল সোনা তারা হয়ে
জ্বলছে আকাশ পানে।

## শোকের আগস্ট

পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট
রাতের শেষে ভোরে
গুলির আওয়াজ কাঁপায় বাড়ি
ভীষণ জোরে জোরে।

জল্লাদেরা মাতলো খুনে
বিকট হাসি হেসে
স্রোতের বেগে বুকের তাজা
রক্ত গড়ায় ভেসে।

হাত রাঙানো পাষণ্ডদের
আগুন জ্বলে চোখে
শেখ পরিবার শেষ করতে
বেঈমানেরা ঝোঁকে।

নিথর দেহ পড়ে সবার
শব্দ গেছে থেমে
মৃত্যুপুরির নীরবতা
হঠাৎ এলো নেমে।

নিধনযজ্ঞ চালিয়ে পশু
তবেই গেল ফিরে
সেই বাড়িটা শোকের ছায়ায়
আজও রাখে ঘিরে।

*শচীন্দ্র নাথ গাইন*
*চাঁচড়া, যশোর*

## মুজিব মৃত্যুঞ্জয়ী

মুজিব মরেনি মুজিব মরেনি,
মুজিব মরতে পারে না
মুজিব চিরঞ্জীব অক্ষয় ঘাতকরা তা জানে না।
মুজিব থাকবে মানচিত্র ঘিরে
বাঙালির চেতনার ভিড়ে
মুজিব থাকবে পাখ-পাখালির সুরে,
যুগান্তরের এই কাছে, ওই দূরে।
মুজিব থাকবে পালের মহিমায়
বৈশাখী মেলা ও নাগরদোলায়
মুজিব থাকবে বেচাকেনার উৎসবে আর হাটে
দেশের ফুল-ফসলের মাঠে।
মুজিব থাকবে বন-বাদাড়ে ফুলে
কাশবন আর নদীর কূলে কূলে।
মুজিব থাকবে আকাশ বাতাস ঘিরে
পদ্মা মেঘনা ধানসিঁড়িটির তীরে
মুজিব থাকবে বাঙালিদের প্রাণে
স্বর-ব্যঞ্জণ বর্ণমালার তানে
মুজিব থাকবে মসজিদে গির্জায়
থাকবে সজীব বাঁয়ে আর ডানে।
মুজিব থাকবে প্রতিবাদের সুরে,
কথার স্বাদে, মানব অন্তঃপুরে।
মুজিব থাকবে মিছিলে স্লোগানে
জনসভার প্রদীপ ভাষণে।
মুজিব থাকবে মানুষের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে,
জীবন গড়ার সংগ্রামী আশ্বাসে।

*সরকার জাহানারা ফরিদ*
*গোড়ান, ঢাকা*

## বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে
শেখ মুজিবুর তখন ছিলেন
খোকন সোনা নামে।

বুঝতে পেরে জাতির বেদন-ব্যথা
কর্মী থেকে হয়ে ওঠেন
জাতির প্রিয় নেতা।

মুজিব পেলেন বঙ্গবন্ধু খ্যাতি
নির্দেশে যাঁর যুদ্ধে গেলো
বীর বাঙালি জাতি।

পাকির সাথে ন'মাস যুদ্ধ করে
দেশের বিজয় কেতন উড়ে
১৬ই ডিসেম্বরে।

স্বাধীনতার চার বছর না যেতে
মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা
মৃত্যু খেলায় মেতে।

স্বাধীন বাংলা গড়ার অপরাধে
মুজিব পড়লেন পরাজিত
শত্রুদের নীল ফাঁদে।

'৭৫-র ১৫ই আগস্ট রাতে
পরিবারের অন্য সবার সাথে
বঙ্গবন্ধু শহিদ হন
বেঈমান সেনার হাতে।

জাতির পিতা খুন হয়েছেন বটে
কিন্তু তিনি আছেন জাতির
মানস হৃদয়পটে।

জাতির পিতার ঘাতকরা কি জানে
স্বাধীনতা, বাংলাদেশ ও
বঙ্গবন্ধুর মানে?

মুজিবুরকে যায় না করা শেষ
মুজিব মানেই মুক্তিযুদ্ধ
এবং বাংলাদেশ।

*পৃথ্বীশ চক্রবর্তী*
*নবীগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ*

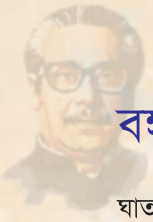

## বঙ্গবন্ধুর সৈনিক

ঘাতকদের একেকটি বুলেট
ঝাঁঝরা করেছে বাংলার বুক,
চূর্ণবিচূর্ণ করেছে স্বপ্ন
ছিনতাই করেছে সুখ!

ওরা পাকিস্তানিদের দোসর
জন্ম নিলেও বাংলার বুকে,
হৃদয়টা ছিল বিষাক্ত
দেশপ্রেম ছিল মুখে!

বঙ্গবন্ধুর তাজা লাল রক্তে
জন্মেছে অজস্র প্রতিবাদী,
পার পাবে না আর
যে কোন অপরাধী।

*হাফিজুর রহমান*
*হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট*

## মুজিব মানে বাংলাদেশ

মুজিব মানে বাংলাদেশের
লাল সবুজের ঐ পতাকা
মুজিব মানে হৃদয়পটে
আকাশসম স্বপ্ন আঁকা।

আকাশ বুকে সূর্য যেমন
বিশ্বজুড়ে মুজিব তেমন।

ঝিনুক যেমন বুকের মাঝে
মুক্তোকে তার রাখে ধরে
তেমনি মুজিব থাকবে বেঁচে
লক্ষ কোটি হৃদয় ভরে।

আঁধার রাতে মশাল যেমন
দুঃসময়ে মুজিব তেমন।

মুজিব মানে হাস্নাহেনা
গোলাপ জবার একটু আদর
মুজিব মানে ভোরবেলাতে
শিউলি ঝরা শিশির চাদর।

মুজিব মানে এই বাংলাদেশ
মনটা জুড়ে সুখের আবেশ।

*জসিম উদ্দিন খান*
*চট্টগ্রাম*

## স্মৃতির ধ্রুবতারা

কে ফুটালো বাংলাদেশে
দীপ্তি আধার সাঁঝে,
মুজিব নামের সেই ছেলেটি
সবার হৃদয় মাঝে।

কে জাগালো উদ্দীপনা
মুক্তিসেনার মনে,
একাত্তরে দেশ বাঁচানোর
রক্তক্ষয়ী রণে।

হাজার বাঁধার সঙ্গে লড়ে
হয়নি সাহস হারা,
শেখ মুজিবুর মহান নেতা
স্মৃতির ধ্রুবতারা।

*পারভেজ হুসেন তালুকদার*
*দিরাই, সুনামগঞ্জ*

## প্রিয় শেখ মুজিব

দেশের জন্য প্রিয় মুজিব কাজ করেছেন ভালো
যার সাহসের নেই তুলনা মুজিব দেশের আলো।
উন্নয়নের জন্য মুজিব গেছেন কষ্ট করে
পাক বাহিনীর সাথে মুজিব বীরের মত লড়ে।
তার আদেশে বীর বাঙালি নামে যুদ্ধের মাঠে
সাহসী সেই শুনলে ভাষণ আজও বুকটা ফাটে।
স্বাধীনতা পাই যে মোরা নয় মাস যুদ্ধের শেষে
শেখ মুজিবের অবদানে স্বাধীনতা দেশে।
শেখ মুজিবের শখের বাংলা গড়ব ফুলের মত
শত্রু ওদের কাছে মুজিব হয়নি কভু নত ।
লাল-সবুজের পতাকা পাই তারই অবদানে
শেখ মুজিবের নাম যে লেখা বাঙালিদের প্রাণে।
দেশের জন্য তাঁর অবদান লিখে কি শেষ হবে?
মুজিব তুমি বাঙালিদের প্রাণে বেঁচে রবে ।
স্বাধীন হলো মাতৃভূমি বঙ্গবন্ধুর জন্য
এমন বিজয় পেয়ে আমরা বীর বাঙালি ধন্য।

*মোঃ তাইফুর রহমান*
*মোরেলগঞ্জ, বাগেরহাট*

## শেখ মুজিব

টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিলেন
এক সাহসী বীর
জীবন যেতে পারে তবু
নত হবে না শির।

এক আঙুল উঁচিয়ে তিনি
দিয়েছিলেন ভাষণ
বঙ্গদেশে চলবে না আর
পাকিস্তানি শাসন।

ভাষণ শুনে বীর বাঙালি
অস্ত্র হাতে নিলো
স্বাধীন করতে তিরিশ লক্ষ
প্রাণ বিলিয়ে দিলো।

দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ করে
আনলো স্বাধীনতা
শ্রদ্ধা ভরে স্মরি যাদের
মুজিব তাদের নেতা।

*জোবাইদুল ইসলাম*
*শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

# ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট
# যাদের আমরা হারিয়েছি

৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব-এঁর ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আটটি ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৫ জন বিশিষ্ট নারীকে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পদক ২০২৩' প্রদান করেন

৫ আগস্ট ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০ টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাকটিকিট, ৪০ টাকার ৩টি স্ট্যাম্প, ১০ টাকার উদ্বোধনী খাম, ৫ টাকার ডাটা কার্ড সম্বলিত একটি স্যুভেনির শিট ও সিলমোহর উন্মোচন করেন

৬ আগস্ট ২০২৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 'বিশেষ বর্ধিত সভা ২০২৩'-এ ১৫ আগস্টে নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পরিবারের সদস্যসহ সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন